সহযাত্রিণী

(উপন্যাস)

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

পরিবেশক

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আলোক-তীর্থ

প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

রচনা—
, আশ্বিন হইতে ২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৪

দুই টাকা আট আনা

প্রচ্ছদ সজ্জা
শ্রীতরুণকুমার দাশ

প্রকাশক—
শ্রীযুক্তা প্রীতিরাণী দাশ
আলোক-তীর্থ
প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৩৩

মুদ্রাকর—
শ্রীকালিপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা-৬

বাঁধাই—
বানি আমিন খাঁ
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

স্বাধিকার ! স্বাধিকার !

(সুবৃহৎ উপন্যাস)

ডাবল ডিমাই ২০ ফর্ম্মার ব

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত

বাঙলা সাহিত্যে একটি অনন্য সৃষ্টি—যেমন ভাষা তেমনই ভাব—ঢাকা দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসটি একটি শাশ্বত সৃষ্টি—দুইটি নারীর জীবন চিত্র লইয়া প্লট ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনা—সুশিক্ষিতা সুলতা মধুচক্রের মক্ষিকারাণী—তাহাকে জামান চুরি করিয়া নিয়া গেল। তাহাকে উদ্ধারের জন্য সরোজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। পরিত্রাতা সরোজ যখন সুলতাকে হৃদয়ে বরণ করিতে যাইবে, তখন সুলতা তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইল এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও ফিরিয়া পাইল। সরোজের বন্ধু সুবোধ মুন্সেফ—তাহার ঘরে এক রাত্রির দাঙ্গার বিভীষিকার মাঝে এল মুসলমানী মেয়ে লায়লা—সুন্দরী—তরুণী, বাক-পটু এবং বুদ্ধিদীপ্তা। সুবোধের স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় দিল, আপন পিসতুতো বোন অনীতা নামে পরিচয় দিল। সুবোধ ও অনীতা মকর-কেতনের শরে বিদ্ধ হইল, কিন্তু হৃদয়বতী লায়লা পলাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিল। কিন্তু নিয়তির খেলা বাধা মানে না। দাঙ্গাকারীরা অমিতা ও তাহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিল—সুবোধ চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিল। লায়লা কলিকাতায় এষা নাম নিয়া একটী সংগঠন সংস্থা গড়িয়া তুলিল—সেখানে দৈবে সুবোধ ও তাহার মিলন ঘটিল—সেই মিলন বড় প্রেমে ধন্য হইল, কিন্তু পুলিসের অতর্কিত গুলিতে সুবোধ প্রাণ হারাইল—এষা অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়িবার সাধনায় আত্ম নিয়োগ করিল। সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত এই অপূর্ব্ব, অনবদ্য ভাবদীপ্ত উপন্যাসটি আজই পড়ুন। এষার মত সুন্দর, প্রাণবন্ত, মাধুর্য্যময় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর নাই।

॥ এই লেখকের ॥

উপন্যাস ও গল্প

১। বিদ্যুৎশিখা ২। পত্নীব্রত ৩। মনীষা ৪। জীবনের চলস্রোত
৫। শিশুমনের চলচ্চিত্র ৬। বন্ধন ও মুক্তি ৭। ডাকবাংলো
৮। সহচরী ৯। অগ্নিশুচি ১০। চলার পথে ১১। মন্দার পর্ব্বত
১২। আলেয়া ও আলো ১৩। সাস্ত্বনা হোম ১৪। স্বাধিকার
১৫। সহযাত্রিণী ১৬। কৈশোরক (যন্ত্রস্থ)

কাব্য, নাটক ও প্রবন্ধ

১। দীপ শিখা ২। বিরহ শতক ৩। চার্ব্বাক ৪। একলব্য
৫। মহানিষ্ক্রমণ ৬। চিরন্তনী ৭। গীতাস্মৃতি ৮। নব্যা ও সবিতা
৯। ঋগ্বেদ, ১ম অধ্যায় ১০। শিশু ভগবান ১১। প্রিয়া
১২। ঋগ্বেদ, ২য় অধ্যায় ১৩। হাসির মূল্য ১৪। রাজ্যবর্দ্ধন
১৫। বৈদিক জীবনবাদ ১৬। ভারতবাণী

ইংরেজী বই

1. Bankim Chandra, His life and art. 2. The Soul of India. 3. The Hindu Law of Bailment. 4. Vaishnava Lyrics.

সম্পাদিত গ্রন্থত্রয়

১। **Indian Culture.** ২। ভারত-সংস্কৃতি
৩। মহেন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী

আলোক-তীর্থ
প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

ভূমিকা

মানবী ১৩৪৬ সালে লেখা একটি এপিক উপন্যাস। নারী-জীবনের আধুনিক সমস্যাকে পাঁচখানি পরস্পর সম্পৃক্ত গ্রন্থে প্রতিফলিত করা হইয়াছিল —তাহাদের নাম যথাক্রমে সহযাত্রিণী, সহধর্ম্মিণী, গৃহিণী, বিচ্ছেদিতা ও জননী। প্রথম খণ্ডটি বঙ্গশ্রী মাসিকপত্রের তৎকালীন পরিচালক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনোনীত করিয়া রাখায় ছাপা হয় নাই, বাকি খণ্ডগুলির প্রথম দুইটি সহচরী নামে এবং শেষ দুইটি অগ্নিশুচি নামে সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী যথাক্রমে আশ্বিন ১৩৪৭ এবং শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে প্রকাশ করেন। এতদিন পরে সহযাত্রিণী লোক নয়নগোচর হইতেছে। যাহারা সহচরী ও অগ্নিশুচি কিনিয়াছিলেন, তাহাদের সুবিধার জন্যই সহযাত্রিণী স্বতন্ত্র ভাবে ছাপা হইল। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে পাঁচটি খণ্ডকে একত্রে মানবী নামে প্রকাশ করা হইবে। প্রত্যেক খণ্ডকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংপূর্ণ করিয়া রচিত হইয়াছিল, যাহাতে যে কোনও খণ্ড পড়িলে পাঠকের রসাস্বাদনের বাধা না হয়। তথাপি সমস্ত গ্রন্থের মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য এবং প্রধান নায়ক ও নায়িকার যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে, তাহার জন্য সমস্ত গ্রন্থকে এক অভিন্ন মহাকাব্য মনে করিয়া পড়িলেই গ্রন্থকারের বক্তব্য পাঠকহৃদয়ে রসে রঙে প্রতিফলিত হইবে। বুদ্ধি-জীবি সহৃদয় সেই সকল পাঠকের জন্যই মানবী এপিক উপন্যাস রূপে নব কলেবরে যথাশীঘ্র মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী তাহার অনুপম ভাষায় মানবী উপন্যাসের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা এই পুস্তকে দেওয়া হইল। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহার অমূল্য প্রীতি ও মৈত্রীর অবমাননা করিব না। যখন এই বই লেখা হইয়াছিল, তখন আমার বাল্যবন্ধু বসিরহাটের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায় বাঁচিয়াছিলেন—বইখানি তাহাকেই উৎসর্গ করা হইয়াছিল। আজ অমর্ত্ত্যলোক হইতে তিনি তাহার প্রেমময় বন্ধুর উপহার আদরে ও স্নেহে গ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাহার নামেই উৎসর্গ করা হইল।

শ্রীমতিলাল দাশ

স্বর্গত বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার রায়ের

করকমলে।

হে সুপ্রিয় দিব্যালোকবাসী!

মাটির ধরার মানুষ মোরা, মাটিই ভালবাসি,
ধূলার পরশ পেয়েই ধন্য মোদের কান্না হাসি।
তবু যখন প্রিয়জনের পাইনা পরশ মোরা
চোখে নামে অমারাতির তমিস্রা যে ঘোরা,
সাহস করে তখন চাহি অলোক লোকের আলো,
অজানা সেই সুদূর দেশে পাঠাই মন্দ ভালো।
এই লেখাটি দিয়েছিলেম, অনেক দিনের আগে
হয়নি তা' পাওয়া তোমার সেই ব্যথা আজ জাগে।
দিব্য ধামের পর্দা তুলি বাড়াও পদ্মপাণি,
তোমায় দিয়ে আজকে সখা ধন্য আমায় মানি।
তুচ্ছ যাহা তুচ্ছতম, উচ্চতারে পাবে,
তোমার স্নেহের সমাদরে সকল গ্লানি যাবে।
ছোটকালের ভালবাসা—সুধায় ভরা প্রীতি,
স্বর্গলোকের আশীষ নিয়ে বাজায় প্রাণে গীতি
দেশের কালের ব্যবধানে যায়না সে যে মরি,
দিলেম তোমা অর্ঘ্য আমার সেই কথাটি স্মরি'।

আলোক-তীর্থ,
ফাল্গুন, ১৩৬৪

ইতি
গুণমুগ্ধ বন্ধু,
শ্রীমতিলাল দাশ।

উপহার—

....

....

....

পরিচিতি

কম-বেশি এক শতাব্দীর ব্যবধান। 'দেবী-চৌধুরাণী' উপন্যাস সমাপ্ত করে দেবী-প্রতিমার মহামহিম শিল্পী দুর্নিরোধ আবেগভরে বলেছিলেন, "এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি,—আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।"

তার কিছু আগে শ্রীমধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'। নারী নয়, কামিনী রমণী বামা রামা নয়, ব্যূহবদ্ধ অঙ্গনা-জনতা। অঙ্গে অঙ্গে সুষমা সৌষ্ঠব, শ্রী শালীনতা, প্রাণে অপরিমেয় বীর্য। তাই বীরাঙ্গনা—কোমলে-কঠোরে, ভবভূতির লোকোত্তর, বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

কবি মধুসূদনের পার্শ্বে কর্মী বিদ্যাসাগর, অতন্দ্র অমিতপ্রাণ অবার্যবীর্য শক্তিধর সমাজকর্মী। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়, সাহিত্যে ও জীবনে, নারীত্বের প্রতি নবজাগরিত সম্ভ্রমবোধ, অকুণ্ঠ অকপট সহানুভূতি। নরনারী-নির্বিশেষ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বজিজ্ঞাসা। শতাব্দীর সাধনায় পূর্ণ মানবতালাভের অকৃত্রিম আকূতি। সর্বশেষ সমর্থতম যুগপ্রতিনিধি কবি রবীন্দ্রনাথ—যাঁর কাব্যে উপন্যাসে নারী স্ব-মহিমার ছবি দেখতে পেলেন।

বিংশ শতাব্দীতে নারীর জাগরী-গাথার উচ্চকণ্ঠ গায়ক শরৎচন্দ্র। শরৎসাহিত্যের মাধ্যমে যুবজনচিত্তে পাতিত্যের প্রতি সহানুভূতির

সম্প্রসারণ। 'হীরামুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'র মতো শরৎসাহিত্যে দীপ্তিমতী পতিতার শ্রেণি। অধুনাতন জগতে দ্রুত প্রসার্যমাণ সাম্যবাদ—মার্ক্স-ফ্রয়েড-শ-প্রমুখ প্রতীচ্য মনীষীর চিন্তা-নায়কত্বে যুগচেতনায় এই ভাবধারার ক্রমপ্রসৃতি। মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিপ্লবাত্মক সমাজবিবর্তন, শিক্ষায় সাহিত্যে সমাজে নারীপ্রগতির আবর্ত-বিবর্ত। একালের মননশীল মানুষের উপায় নেই এই প্রবল আলোড়নকে এড়িয়ে চলবার।

একালের জীবনজিজ্ঞাসার অপরিহার্য অঙ্গ 'অঙ্গনা'-তত্ত্ব, 'নারীর মূল্য'-নির্ধারণের সাধু সাহসিকতাপূর্ণ প্রয়াস। মার্ক্স-ফ্রয়েডের প্রভাবপুষ্ট পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ভুলতে পারিনে যাঁদেরকে, তাঁরা হলেন বৈষ্ণবের চিরন্তনী শ্রীরাধা, পুরাণের সীতা-সাবিত্রী, শৈব্যা-শকুন্তলা, দ্রৌপদী-দময়ন্তী, ইতিহাসের লোপামুদ্রা-বিশ্ববারা, গার্গী-মৈত্রেয়ী, খনা-লীলাবতী, অনাধুনিক বাংলার বেহুলা-ফুল্লরা-খুল্লনা, আধুনিক বাংলা কাব্যের তারা-শূর্পণখা, জনা-কৈকেয়ী, শৈল-কারু-সুলোচনা, কুন্দ-রোহিণী শান্তি-শৈবলিনী, বিমলা-লাবণ্য, অচলা-ষোড়শী, কমল-কিরণময়ী, অন্নদা-রাজলক্ষ্মী। এই নারীবাহিনীর পদরেখা ধরে অগ্রসর হয়েছেন শ্রীমতিলাল দাশের সহযাত্রিণী-সহচরী-অগ্নিশুচি—ত্রয়ীরূপিণী দীপ্তি। রচনার কালক্রমে সহযাত্রিণী পরে এলেও সহচরী ও অগ্নিশুচি সহযাত্রিণীরই পরিণতি।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, উপন্যাসত্রয়ে নারীতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা (Feminism) মুখ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঔপন্যাসিকের ভূয়োদর্শন, তাঁর বহুপ্রসারিত অধ্যয়ন, বলিষ্ঠ মনন, স্ব-প্রতিষ্ঠ রসবোধ এই জিজ্ঞাসার সহায়ক ও পথিপ্রদর্শক হয়েছে। কিন্তু মনন যতই বুদ্ধিদীপ্ত হোক্ না কেন, মতবাদ যতই ইতিহাস-বিজ্ঞান-সম্মত হোক্

না কেন, উপন্যাস যদি শুধু মনন ও মতবাদের ছায়াবহ হয়ে ওঠে তবে সে উপন্যাস সহৃদয়ের হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে ওঠে না। উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমাদের বারংবার মনে হয়েছে, এই উপন্যাসের নায়িকা দীপ্তির জীবনকথা রসকথা হয়ে উঠেছে। রসিক পাঠক-সমাজ এতে কান পাতলে অযথা কালক্ষেপ বা পণ্ডশ্রমের আফশোষ জাগবে না তাঁদের। রসিক পাঠকের পরিচয় প্রাচীন পদকর্তার একটি বর্ণনায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে, "শুনইতে রসকথা থাপয়ে চিত। যৈছে কুরঙ্গিণী শুনয়ে সঙ্গীত॥"

উপন্যাস সম্বন্ধে একটি সহজ সকলের-জানা কথা বোধ হয় এই। উপন্যাসের উপন্যস্ত কথাবস্তু যদি তার রসপ্রকর্ষে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাঁকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে তবে তার সমুচ্চ দার্শনিকতা অথবা তত্ত্ববৈভব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। প্রচার প্রকাশ নয়। কথা যদি তার কথা-ত্ব হারিয়ে বাস্তব-বিভ্রমের সৃষ্টি না করল, আমাদের তাপদগ্ধ মাৎসর্য্যক্লিষ্ট প্রাণকে বর্তমানের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করতে না পারল, তবে সে কথা কথাশিল্প হয়ে উঠল না। মনস্বিতা ও পরিপ্রশ্নের (Dialecties) ঔজ্জ্বল্য কথাশিল্পকে উদ্ভাসিত করে তুলুক, কিন্তু কথাপ্রবাহের ওপর তত্ত্বের পাষাণভার চাপিয়ে তার অন্তঃপ্রবাহী রসফল্গুকে নিশ্চল ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে, রসিকসমাজের কাছে তা অসহনীয়। নোতুন কবিতা, নোতুন নাটক, নোতুন গল্প উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের মাঝে মাঝে এমন আশঙ্কা জাগে।

সাহিত্যে ও জীবনের ক্ষেত্রে এক-একটি বাদ বা রীতির আয়ুষ্কাল এত দ্রুত পরিবর্তনশীল হলে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার জীবনরস-সিক্ত আস্বাদন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ধারাবাহিকতা বোধ হয় বিবর্তনের সহজ পন্থা। ক্ষণও সত্য, চিরন্তনও সত্য—হয়ত ক্ষণশাশ্বতীও সত্য। সিন্ধু ও বিন্দু, সীমা ও অসীম একে অপরকে

আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কবি-সাহিত্যিককে রসজ্ঞেরা বলেছেন ক্রান্তদর্শী। বর্তমানের জীবনরসে তাঁর কাব্য সিক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত অতীতের অন্তরালে এবং অনাগতের দিক্‌চক্রবালে। জীবনরসের পূর্ণপরিবেষণ করবার উচ্চাভিলাষী হবেন তিনি। ত্রিকাল-সংবেদন জাগবে তাঁর কাব্যে। বর্তমান কথাশিল্পী এই উপন্যাস-ত্রয়ে তাঁর স্বাদু কবিপ্রাণতার স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলেছেন তাঁর কথাবস্তুর বয়নে। তিনি বিনয়প্রকাশের ছলে একটা বড়ো সুন্দর কথা বলেছেন তাঁর উপন্যাসে। "গ্রন্থকার বিধাতা নহেন। গল্পগতির রহস্যময় প্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।"

কোনও গ্রন্থের পরিচিতি-প্রদান একটি আকস্মিক ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। পরিচিতি-লেখক তাঁর কাজের অযোগ্যও হতে পারেন। সমালোচকের সম্মানিত আসনে তাঁকে সমাসীন মনে করায় প্রত্যাশাভঙ্গ হতে পারে। তবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে অনুপ্রবেশের সহায়ক স্বল্প পরিচয় ব্যক্ত করবার দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে। স্রষ্টার সৃষ্টির সামগ্রিক পরিচয়, তার সমগ্র গুণগ্রহণ অথবা দোষদর্শন পরিচিতি-লেখকের সাধ্যায়ত্ত বা করণীয় নহে। সেখানে স্রষ্টার সঙ্গে তিনিও প্রতীক্ষা করবেন, 'আ পরিতোষাদ্ বিদুষাম্'। এক কথায় বলতে গেলে, গল্পের গতিবেগে আকৃষ্ট এবং গল্পের রসে আপ্লুত হওয়ার চমৎকৃতিময় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যপ্রদানই বোধ হয় পরিচয়-প্রদাতার দায়িত্বপালনের প্রশস্ত উপায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনখানি উপন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া যেতে পারে।

অপূর্ব বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ার, "নিজেকে স্থপতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিত।" সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে অপূর্ব উচ্চশ্রেণীর যাত্রী। বাংলাদেশের রেলযাত্রীর বিচিত্র অম্লমধুর অভিজ্ঞতালাভের

পথে সহযাত্রিণীরূপে জুটল নব্যা তরুণী দীপ্তি। অপরিচিতা, তবুও যেন কেমন চিনি-চিনি—"পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ"। সহযাত্রিণীর সঙ্গে ঘনিয়ে উঠল স্নিগ্ধ সাহচর্য-জনিত আত্মিক সাযুজ্য। নানা শ্রেণীর নানা যাত্রীর ইতর স্বার্থপরতা থেকে আরম্ভ করে সহৃদয় সমপ্রাণতা ও সুবিবেচনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলল একই পথে, কিন্তু আপাততঃ বিভিন্ন গন্তব্যস্থলের অভিমুখে। কিন্তু পরম কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠল এটি যে, সহযাত্রীর পর সহযাত্রীর দল এই দুইটি ক্ষণপরিচয়-সংসক্ত বুদ্ধিজীবী সুরুচি-সম্পন্ন নর-নারীর সম্পর্ককে দাম্পত্য সম্পর্ক বলে ভুল করে বসল।

গুণ্ডাপ্রকৃতির সহযাত্রি-কর্তৃক আহত অপূর্ব স্বল্প পরিচিতা তেজস্বিনী সহযাত্রিণীর সেবার মধ্য দিয়া ঘনিষ্ঠতা অর্জন করল। এঁদের হাতে ধরা পড়ল এক শিক্ষিত নিরন্ন নূতন চৌর্যব্রতী। তার করুণ মর্মান্তিক জীবনকথা শুনতে শুনতে এঁদের জাতীয় আত্মদৈন্যের উপলব্ধি এবং সভ্যজগতে গণজাগরণের ইতিহাস আলোচনা সুরু হ'ল। উভয়ের ক্ষমা ও সহৃদয়তায় চোরের জীবনের মোড় ফিরল। গাড়ীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বেগ ও ঘনিষ্ঠতার মাত্রাও বেড়ে চলল। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক জগৎ, আধ্যাত্মিকতা বনাম ঐহিকবাদিতা, অর্থনীতি বনাম ধর্মনীতি, জন্মান্তরবাদ-সংস্কার, বিবাহ-পাতিব্রত্য, শ্রীরামচন্দ্র, সীতানির্বাসন, লক্ষহীরার কাহিনী—এমন কত কিছু। অপূর্বের বিশ্বাসপ্রবণতা, দীপ্তির দীপ্ত তীক্ষ্ণ স্পষ্টবাদিতা, তার সংশয়াত্মতা—উভয়ের মধ্যে অনেক মিল, আবার অনেক গরমিল। কত যাত্রী আর যাত্রিণী এল, গেল। কিন্তু আশ্চর্য, সবারই একই ভ্রান্তিবিলাস! সবাই মনে করে, এরা দম্পতী, মিলেছে বেশ, রাজযোটক—যেন কালিদাসের "সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।"

গাড়ীতে এলেন প্রাচীনপন্থী প্রবীণ সাবজজ বংশলোচন সরকার আর তাঁর নাতি-সৌম্যা সহধর্মিণী। সহযাত্রি-দম্পতীর সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে উঠল নানা কথা—প্রেম ও যৌনজীবন, শারীর ধর্ম ও আন্তর ধর্ম—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পৌরুষের ভূমিবিজিগীষা, নারীর ভোগার্থিতা, আধুনিক বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পারস্পারিকতা অথবা অন্যোন্যনির্ভরশূন্যতা ইত্যাদি। প্রবীণ দম্পতীর স্নিগ্ধ সাহচর্যে সস্নেহ সকৌতুক ইঙ্গিতে শুভকামনায় দীপ্তি ও অপূর্বের পরস্পরাভিমুখী আকর্ষণ বেড়ে চলল। অপূর্ব ও দীপ্তির রেলযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরম কৌতুকাবহ একটি তথ্য প্রকটিত হ'ল। যাত্রাটি উভয়ের প্রায় একই উদ্দেশ্যে। অপূর্ব চলেছে নিজের বিয়ের জন্যে কনে দেখতে, কন্যাপক্ষের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে। মাতুলালয়ে বর্ধিতা উচ্চশিক্ষার্থিনী দীপ্তিও চলেছে মাতুলের নির্দেশে নির্বাচনপ্রার্থিনী কনে হিসেবে পরীক্ষা দিতে। কিন্তু দীপ্তির পরীক্ষক-নির্বাচক এবং অপূর্বের পরীক্ষণীয়া ও নির্বাচনীয়া যে কে, তা পরস্পরে জানে না। মৈমনসিং স্টেশনে পথের সাথী প্রবীণ সাবজজ-দম্পতী শুভৈষণা-জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে নতুন সহযাত্রী এসে জুটলেন মৌলভী নুর আহাম্মদ সাহেব—'চক্রবর্তী' (Circle-officer), আহম্মদীয়া-মতাবলম্বী উদার উচ্চ-শিক্ষিত ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান। স্বাদেশিকতা ও মুসলমান, বিজ্ঞান ও ধর্ম, Romanticism ও Classicism, বুদ্ধি ও সহজ বিশ্বাস, এই রকম নানা বিষয় নিয়ে মৌলবী-সহযাত্রীর সঙ্গে দু'জনের অনেক খোলাখুলি আলোচনা হ'ল। প্রতিটি ব্যক্তিসান্নিধ্য ও আলাপ-আলোচনা দীপ্তি অপূর্বকে পরস্পরকে জানবার এবং পরস্পরাভিমুখী হবার নতুন উপলক্ষ্যের সৃষ্টি করল। সকলেই প্রথমতঃ এদের দম্পতী বলে ভুল করে পরে শুভকামনার মধ্য দিয়ে তাদের মিলনের ইঙ্গিত দিয়ে চলে গেল।

এর পরে এলেন এস, ডি, ও, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, তাঁর জমকালো ভুঁড়ি ও সাহেবি পোষাকে বে-মানান দেহখানি নিয়ে। ভাটপাড়ার পণ্ডিতবংশের সুসন্তান এই পদস্থ প্রবীণ রাজকর্মচারীর অন্তরলোক হিন্দুসাধনার, সমগ্র রূপধারণায় সমুদ্ভাসিত ও গতসন্দেহ। বর্ণাশ্রম—আত্মবোধ নিঃশ্রেয়স্ প্রভৃতির মর্মকথা নবীনদ্বয়কে শুনিয়ে অধ্যাত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী শক্তিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় উভয়ের কুশলকামনান্তে বিদায় নিলেন। দীপ্তি-অপূর্বের আলোচনা বর্ধিত উৎসাহে ও নিঃসঙ্কোচ আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। বৈষ্ণব কবিতা—প্রেমতত্ত্ব, হিন্দুবিবাহ—সৌজাত্য ও সুপ্রজনন—পশ্চিমের বিবাহ—স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত সম্মেলন—চুক্তি, চুক্তিভঙ্গ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে জোর আলোচনা চলল। উভয়ের সারস্বত উৎসাহের অন্তরালে পুষ্পধন্বা নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তা বলা চলে না। কিন্তু দুর্জ্ঞেয়া রহস্যময়ী বুদ্ধিদীপ্তা নারী দীপ্তি, বড়ো কঠিন শিকার কোমল-সায়ক তনুহীন তনু দেবতার।

লাক্‌সাম স্টেশনে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় গাড়ী আটক হ'ল। কয়েক ঘণ্টা অনিবার্যভাবে বন্দিশালায় কাটাতে হবে উভয়কে স্টেশনের উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে। সেখানে দীপ্তির অন্নপূর্ণা-রূপে প্রকাশ অর্থাৎ সুরন্ধন ও অপূর্বের পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন। ভোজনানন্দে অপূর্বের আত্মপরিচয় প্রকটন। খুলনার ভৈরবতীরে জন্ম, শহরে স্বাদেশিকতার আবহে শিক্ষালাভ—অত্যাচারপ্রতিরোধী স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে 'শ্রীঘর'-বাস, কারামুক্তি, অভিভাবক-কর্তৃক উচ্চশিক্ষার্থে জার্মানী প্রেরণ—এঞ্জিনিয়ারী বিদ্যার সঙ্গে পশ্চিমের জীবনধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ—তরুণী বিদেশিনী বিদ্যার্থিনীর ভারতবর্ষের আদর্শের তথা অপূর্বের প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত। আত্মকাহিনী বিবৃতির মাঝখানে দীপ্তির বান্ধবী তৃপ্তি ও তার অধ্যাপক

স্বামী অনুপম সেনের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। দীপ্তি-অপূর্বের অকস্মাদ্-ঘটিত আত্মিক সামীপ্যের সুন্দর পরিণতি তাদের পবিত্র বিবাহবন্ধনে, এরূপ সস্নেহ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নবাগত দম্পতীর সঙ্গে আবার শুরু হল বিবাহবন্ধন সম্পর্কে আর এক দফা আলোচনা—স্বামিত্ব, নরনারীর অপ্রতিহত স্বাধিকার—নিঃস্বত্ব কম্যুনিজম—আবার বৈষ্ণব কবিতা—চণ্ডীদাসের পদ—যৌনজীবনের অবচেতন সুখানুভূতি, না সত্যকার আধ্যাত্মিকতা। তৃপ্তি প্রেমে ও দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাসী, দীপ্তি বিশ্বাসহীনা। তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সেন-দম্পতী দীপ্তি-অপূর্বকে পরস্পরের নিকটতর ও পরস্পরের সাধ্যবস্তু করে নেবার ইঙ্গিত দিয়ে ফেণী স্টেশনে নেমে গেল। যাবার বেলায় পরিচায়িত করে দিয়ে গেল মার্কিন মহিলা মিস্ পিয়ার্সনকে। এঁর সঙ্গেও চলল বিবাহ-প্রসঙ্গ—বিবাহ চুক্তি, না সংস্কার, না রাষ্ট্রবিধান মাত্র? Companionate Marriage অশ্রদ্ধেয় কিনা? খ্রীষ্টান বিবাহে অটুট বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবীণা বিদেশিনী বিদায় নিলে ভোরের আলো ফুটল চট্টগ্রাম স্টেশনে।

স্টেশনে হল একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। ব্যারিস্টার মিঃ সেনের অতিথি অপূর্ব যে ক'নেকে দেখতে চলেছিল, সেই ক'নে তারই অচির-বিদিতা কিন্তু নিবিড়-পরিচিতা সহযাত্রিণী বৌদ্ধিক-দীপ্তি-শালিনী দীপ্তি। সহযাত্রি-সংঘের আশীর্বাদ-অভিনন্দনে বর্ধিত তাদের পরস্পরাভিমুখিতা রোমাঞ্চকর ঘটনা-বিবর্তে সুনিশ্চিত সার্থকতায় পরিণত হতে চলল। পথের সাথীকে জীবন-সঙ্গিনী করে পাবার অঙ্কুরিত আশা অপূর্বের এতক্ষণে মুকুলিত হল। অপূর্বের প্রেমাভিব্যক্তি কৌতুকোজ্জ্বলা দীপ্তির না-গ্রহণ না-বর্জনের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। ব্যারিস্টার সমীর সেনের ও স্ত্রী-প্রতিমার স্নেহাভিষিঞ্চিত আত্মীয়তায় আতিথ্যে ও আদরআপ্যায়নে এবং সুশিক্ষিত বন্ধু অনুপমের স্নেহ-সরস সাহচর্যে দীপ্তি-অপূর্বের সুবহু-

প্রত্যাশিত মিলন সমাসন্ন হয়ে আসল। রহস্যময়ী দীপ্তি কিন্তু রইল বন্ধন ও অবন্ধনের মাঝখানে। প্রতিভা-প্রদীপিতা দীপ্তি ও অপূর্বের জীবন নিয়ে খেলা চলল—বৈষ্ণব পদকর্তার ভাষায় অপূর্বের "জীবন সঞে করতহি খেলি।" এমন সময়ে এলেন স্বামী বিশ্বানন্দজী—কল্যাণাশ্রমের অধিপতি। তাঁর সাধনলব্ধ প্রজ্ঞাপূত অনুভূতি নিয়ে তিনি এদের দিলেন নির্দেশ. করলেন আশীর্বাদ।

বিশ্বানন্দজীর তরুণ শিষ্য স্বামী সুন্দরানন্দ—দীপ্তির সমমতাবলম্বী তপন-দা'র সন্ন্যাসি-রূপান্তর। এক সময়ে দীপ্তি ও তার তপন-দা একমত ও এক পথের স্বপ্ন দেখে পড়াশুনা করে চলেছিল। তারা উভয়ে ভালবেসেছিলও উভয়কে। কিন্তু বিশ্বানন্দজীর আহ্বান এল—দীপ্তির তপন-দা সন্ন্যাস করলেন। সুন্দরানন্দ হয়ে তিনি আশ্রমের কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। কিন্তু হায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপুত্র আনন্দমঠের সন্তানধর্মী ভবানন্দের মতো ঐরাবত-প্রায় কামনার ভাগীরথী-স্রোত রোধ করতে সমর্থ হলেন না।

দীপ্তি-অপূর্বের বিবাহ এদিকে আসন্ন। দীপ্তি-অপূর্ব আত্মীয়-বন্ধুর সংসর্গে চট্টগ্রামে-আনীত স্টার থিয়েটারের অভিনয়দর্শক। বাংলা নাটকের দুর্বলতা ও শেক্সপীয়র বার্ণার্ড-শ'এর তুলনায় আলোচনার মাঝখানে একখানি চিঠি পেয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে গেল দীপ্তি। চিঠি সুন্দরানন্দের। প্রবৃত্তিদমনে অক্ষম সন্ন্যাসী সুন্দরানন্দ দীপ্তিকে প্রেমার্তি জানিয়ে আহ্বান করেছে। দীপ্তির অন্তরাত্মা বিবাহ-বন্ধনকে স্বীকার করতে চায়নি। অপূর্বকে সে ভালবেসেছে বলে জানে না। তার পূর্বপরিচিত স্নিগ্ধ-সহচরের আহ্বান সে উপেক্ষা করতে চাইল না। সুন্দরানন্দের প্রস্তাব নিরুদ্দেশযাত্রা। কিন্তু সাহসিকা মর্যাদাশালিনী দীপ্তি পলায়নের পক্ষপাতিনী নয়। প্রকাশ্যতঃ সে সুন্দরানন্দের প্রস্তাব গ্রহণ করতে চায়। সামনে বর্মাগামী জাহাজ, বিশ্রামকক্ষে তাদের চিন্তাকুল প্রতীক্ষা—বিশ্রামকক্ষে

স্বামী বিশ্বানন্দের আবির্ভাব ও সঙ্কটের মুহূর্তে তরুণ-তরুণীর উদ্ধার।

এই পর্যন্ত কথাবস্তুর সার সংকলন করে একটা কথা মনে জাগছে। কথাশিল্পী তাঁর নিপুণতা দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কথা-তন্তু বয়ন করেছেন। তাঁর বয়নবৈপুণ্যের পরিচয় অতঃপর পাঠকসমাজ প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করবেন। আমি এবার থেমে যাই—তবে অতর্কিতে খাপছাড়াভাবে নয়, পরবর্তী অংশের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সারোদ্ধার করে। দীপ্তি অন্তরে শুচি ও ঋজু। অপূর্বের সংশয় ও শংকা দূর হল। দুজনে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হল। এর মধ্যে দীপ্তির মাতুল কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দীপ্তির জন্মপরিচয় অপূর্বের কাছে ব্যক্ত করলেন। শকুন্তলার মতোই তপোভঙ্গে—অসবর্ণ মিলনে তার জন্ম। দীপ্তির জননী, মিঃ সেনের ভগিনী ছিলেন বিদুষী ও ধীমতী। জনৈক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ যুবক শিক্ষকতাসূত্রে তাঁকে ভালবাসে। সমাজ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অতি-শাসনে ব্রাহ্মণপ্রেমিক ছাত্রীকে বিবাহের দ্বারা অঙ্গীকার করতে না পেরে স্বামি-স্ত্রীর মত আজীবন সাহচর্যে বাস করতে সম্মত হলেন। যোগ্য যুগলের এতে হল নির্দোষ মিলন, কিন্তু সে মিলন বিবাহপূত ও মন্ত্রসিদ্ধ নয়। তাতেই দীপ্তির জন্ম। দীপ্তির বৌদ্ধিক ঔজ্জ্বল্য ও নিষ্পাপ জীবনে অবিশ্বাস-জনিত ছায়াসুলভ চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী যেন তার জনক-জননীর এই অকলঙ্ক অথচ অসিদ্ধ মিলন।

বিবাহোত্তর জীবনে অপূর্ব দীপ্তিকে প্রবল আবেগের সঙ্গে ভালবেসেছেন। মাতা মনোমোহিনী বৃন্দাবন-বাস গুটিয়ে ফিরে এসেছেন দীপ্তিকে বধূরূপে পেয়ে সংসার গুছিয়ে দেবার আশা নিয়ে। দীপ্তির দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যে ব্যর্থ হয়ে শান্ত অভিমানভরে তিনি দূরে সরে রয়েছেন। অপূর্ব তার দুর্বার কামনা নিয়ে ছুটেছে দীপ্তির পানে। নির্মম নিরাসক্তিতে দীপ্তি দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বাধীনা দীপ্তির

কর্মক্ষেত্র ঘরে নয় ততখানি, যতখানি বাইরের সমাজে প্রসারিত। এ যেন "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু পর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।" কিন্তু এ সাধনা তো 'পিরীতির' জন্যে নয়। দীপ্তি দেশের আদর্শবাদী গুণানুরাগী পুরুষ সহচরদের টেনেছে, তাদের ওপর যাদুমন্ত্রের মতো প্রভাব বিস্তার করেছে। সঞ্জয়ের মতো কবি ভক্ত, প্রবোধের মতো গুণানুরাগী যুবক, নীতির মতো উচ্চশিক্ষিতা কিশোরী সহকর্মিণী তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিল-মজুরদের মিলিয়ে সে শ্রমিক উন্নয়নের কাজ করতে এগিয়েছে। সেখানে বিপন্ন হয়েছে, মামলায় পড়েছে। প্রবীণ সুদক্ষ সহৃদয় উকিল, নীতির পিতা শ্রীশবাবু তাকে বাঁচিয়েছেন —মামলায় সে সসম্মানে অব্যাহতি পেয়েছে। ব্যথাহত অভিমানী স্বামী বিপদের মুহূর্তে কাছে এসে স্ত্রীকে বিপন্মুক্ত করে দিয়ে আবার বাইরের কাজে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে।

এদিকে দীপ্তির গুণানুরাগিণী শিষ্যস্থানীয়া নীতি ও সমাজসেবক সহকর্মী কবি-সঞ্জয়ের পূর্বরাগ ও মানের পালা এগিয়ে চলেছে। ঘটনার এই স্তরে সমাজনিগৃহীতা স্বামিপরিত্যক্তা বন্দনা খ্রীষ্টধর্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে নারীজাগৃতিকে সার্থক রূপ দেওয়ার উচ্চাকাংক্ষা নিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। দীপ্তি ও নীতির সঙ্গে বন্দনার মন বুদ্ধি ও কর্মপন্থার যোগাযোগ ঘটেছে। এর মধ্যে দীপ্তির গৃহে ধূমকেতুর মতো দুর্বলচেতা সন্ন্যাসী সুন্দরানন্দের পুনরাবির্ভাব। একাকিনী দীপ্তিকে পেয়ে পুনরায় প্রেম নিবেদন এবং বাহুপাশে বন্ধনের চেষ্টা। সেই মুহূর্তে অপূর্বের গৃহে প্রবেশ ও স্বাভাবিক দুর্জয় অভিমান ও মুহ্যমান অবস্থা। নির্দোষ দীপ্তির উদগ্র আত্মমর্যাদাবুদ্ধি। ভুল বোঝাবুঝি—স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে দুর্লংঘ্য ব্যবধান। আসন্ন মাতৃত্ব নিয়ে দীপ্তির গৃহত্যাগ ও বন্দনার আশ্রমে আশ্রয়লাভ।

পুত্রবধূকে ফিরাইবার জন্য মাতা মনোমোহিনীর প্রয়াস—মর্যাদাভিমানিনী বধূর প্রত্যাখ্যান। বৃদ্ধার স্বপ্নদর্শন—শ্যামসুন্দর-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। বালগোপালের মূর্তিমান্ বিগ্রহ ভাবী পৌত্রমুখদর্শনের জন্য বৃদ্ধার লালসা। অপূর্ব-কর্তৃক দীপ্তিকে ফিরাইবার প্রয়াস—উভয়ের মান-অভিমানের নিদারুণ বাধা। মহারাষ্ট্রী পিতার শেষ ইচ্ছায় দীপ্তির অর্থলাভ—বন্দনার আশ্রমে নিঃশেষে সমগ্র অর্থ দান। বন্দনার আশ্রমে সুন্দরানন্দের পুনরাবির্ভাব। দীপ্তির ঔদার্যের জন্য তার প্রতি বন্দনার সস্নেহ ভর্ৎসনা ও উভয়ের মতান্তর। দৃপ্তা অভিমানিনীর আশ্রম ত্যাগ। পরিশেষে বিশ্বানন্দের আশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্তি ও সন্তান-জন্ম। তার পর অনুশোচনার আন্তর তপস্যা। তপস্যার পরিসমাপ্তিতে একবেণীধরা নিয়মক্ষামমুখী শুদ্ধশীলা ভরতজননীর সঙ্গে রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের পুনর্মিলনের মতো স্বামী বিশ্বানন্দের আশ্রমে দীপ্তি-অপূর্ব স্বামি-স্ত্রীর উত্তর মিলন। সহযাত্রিণী ও সহচরীর এবার অগ্নিশুচি সহধর্মিণী পদে উন্নয়ন—"সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ" বৈদিকমন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ। দীপ্তির দৃষ্টিপথ থেকে অহংমুখী বুদ্ধির কুহেলিকাময় আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, নয়নে আজ সে নোতুন করে প্রেমের অঞ্জন পরল। রূপদগ্ধ অপূর্ব-পতঙ্গের বহ্নিজ্বালা আজ প্রেমামৃত বর্ষণে নির্বাপিত হল। নারীর বুদ্ধি-প্রদীপ্ত Ego আজ প্রেমের কাছে হার মানল। রবীন্দ্রনাথের নাতি-পঠিত 'কল্যাণী'-প্রশস্তি যেন রূপ ধরল।

"বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে।
হে কল্যাণি, নিত্য আছ আপন গৃহ কাজে,
বাইরে তোমার আম্রশাখে, স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে,
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।"

নারীর রূপ, নারীর বুদ্ধি প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার

স্বরূপের বিকাশ রূপে ও বুদ্ধিতে নয়। কল্যাণী নারী রূপসী ও বিদুষীর চেয়ে বড়। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত,

"রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।"

দাম্পত্য-ধর্মের দায়িত্ব ও অধিকার পারস্পরিক—একরতফা নয়। পতিব্রতা স্ত্রী ও পত্নীব্রত স্বামী, সমাজে দুয়েরই প্রয়োজন আছে। সুতরাং স্বামী ও স্ত্রী, দুয়ের কে স্বতন্ত্র, কে পরতন্ত্র—কে বড়ো কে ছোটো—এ-কথার কোন মানে নেই। একে অন্যের পরিপূরক। স্ত্রী সহধর্মিণী—ধর্ম কথাটির ব্যাপক ও উদার অর্থ ধরলে পত্নীপদের মহিমা উপলব্ধির বিষয় হয়। স্বামী ও স্ত্রী দেহে মনে ও অধ্যাত্মশক্তিকে একের অভাব অপরে পূরণ করবেন। স্বামী উপদেষ্টা স্ত্রী উপদিষ্ট, এ-কথাও সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী উপদিষ্ট, স্ত্রী উপদেষ্ট্রী—রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন, রাজা ও রাণী তার বিশিষ্ট প্রমাণ। স্বামীর জীবনবোধ যেখানে ভ্রান্ত অথবা অসমগ্রদর্শী সহধর্মিণীর উন্নততর ও গভীরতর জীবনবোধ সেখানে স্বামীর ভ্রান্তি দূর করে তাকে সত্যের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। "আমার হৃদয় তোমার হোক্, তোমার হৃদয় আমার হোক্" অথবা "সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ," শ্রৌতযুগের এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য চিন্তা করলেই কথাটা বোঝা যাবে। বৈদিক যুগের অস্পষ্ট চিত্রে আমরা পাই "একাঃ সদ্যোবধ্বঃ অন্যা ব্রহ্মবাদিন্যঃ"—অর্থাৎ যাঁরা বধূ-ব্রতচারিণী হয়ে বিবাহিত জীবন বরণ করে সংসারকে অঙ্গীকার করবেন তাঁরা এক শ্রেণীর। আর যাঁরা ব্রহ্মবাদিনী-রূপে চরমজ্ঞান ও পরম সত্য লাভের সাধনা বরণ করে নিয়ে বলবেন, "কিমহম্ তেন কুর্যাম্ যেনাহং নামৃতা স্যাম্"—যাতে আমাকে অমৃতের স্বাদ দেবেনা কি করব আমি এমন বস্তু দিয়ে—তাঁরা হলেন আর এক শ্রেণীর। নরনারীনির্বিশেষ মনুষ্যত্বের

অধিকার চিরকালই নারীর নিকট উন্মুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা দুর্গতির যুগে সেই অধিকারের বিলুপ্তি অথবা সঙ্কোচ ঘটেছে। পশ্চিমের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনের সঙ্গে নবপরিচয় লাভ করে আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে নতুন করে অঙ্গনাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। সেই জিজ্ঞাসার ধারা অনুসরণ করে আমাদের কথাসাহিত্য এগিয়ে চলেছে। ডাঃ মতিলাল দাশের 'মানবী' এই ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের সহায়ক হয়েছে।

এবার পরিচিতি-লেখকের বিদায় নেবার পালা, আর দু'একটি কথা ব'লে। উপন্যাসত্রয়ে পাঠক পাবেন ঔপন্যাসিকের ভূয়োদর্শন, ভূরি অধ্যয়ন ও প্রভূত মননের পরিচয়। বেদ উপনিষদ, মনু মহাভারত, ভাগবত পুরাণ, বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস শেক্সপীয়র শেলী ইবসেন বার্ণার্ড শ' মার্কস রোলা গুন্থার, বিজ্ঞান-বেদান্ত, আশ্রম জীবন, দেশাত্মবোধ, চিকিৎসা-ব্যবসায়, গ্রন্থব্যবসায়, হোমিওপ্যাথি, আদালত, আরক্ষবিভাগ, মিল-ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বর্ণাঢ্য চলচ্চিত্র দেখতে পাবেন। সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মনে এক-আধটু অভিযোগ জেগেছে, উপন্যাসটি কি বিশ্বকোষেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ? কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই চলচিত্রে ঘনসন্নিবিষ্ট চিত্রবাহুল্য সত্ত্বেও চিত্রগুলি অসংলগ্ন বা অসংশ্লিষ্ট মনে হয়নি। চিত্রাবলীর ঐক্যসূত্রই বর্তমান পরিচিতি লেখকের অপচীয়মান মনঃশক্তি ও মূর্চ্ছিতপ্রায় রসগ্রাহিতাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে গ্রন্থপাঠ এবং পরিচিতি-রচনার অধ্যবসায়ে ব্রতী করেছে।

ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-পরিচয় বাংলাদেশের সুধীসমাজে অবিদিত নয়। পরিচিতি-লেখক তাঁকে মুখ্যতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রদ্ধাবান্ বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতা মননশীল লেখক বলে জানতেন। আজকার জগতের বিপ্লবাত্মক নানা চিন্তা ও চেষ্টার সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় বুদ্ধি ও হৃদয়ের

যোগ রয়েছে, এই উপন্যাসপাঠ-জনিত সেই আবিষ্কারটি পরিচিতি-লেখকের একটি নবলব্ধ তথ্যের মতো উপভোগ্য হয়েছে। অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহের মতো ঔপন্যাসিকের স্বাদু কবিপ্রকৃতির আবিষ্কারও তাঁর বন্ধুজনকে পুলকমিশ্রিত বিস্ময়ের দোলা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক শ্রীযুত মতিলাল দাশ, এম. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি., প্রাক্তন অধ্যাপক, ব্যবহারাজীব, পদস্থ বিচার-কর্তা, প্রত্নগবেষক, পর্যটক, ধর্মব্যাখ্যাতা, বাগ্মি-প্রচারক, সাহিত্যিক, কবি ও কর্মী। তাঁর এই বহুরূপী বহুমুখী সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি-লেখকের পরিচয় কৈশোরে সহপাঠিরূপে। কর্মজীবনে যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। উভয়ের সরকারি বানপ্রস্থের পরে পুনরায় যোগাযোগ। জীবনের আদিপর্বের প্রীতির সম্পর্ক যে পক্ষপাতদূষিত নয়, এই ভূমিকা যে বহুলাংশে ভূতার্থব্যাহৃতি, স্তুতিমাত্র নয়—উপন্যাসপাঠক আমার এই কথায় সায় দিতে পারবেন, এরূপ মনে করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। ঔপন্যাসিক একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ হাকিম। প্রগতিপন্থী, সনাতনী, জ্ঞানী, কর্মী, ভাবুক-ভক্ত—সবার সওয়াল তিনি বিচারকজনোচিত নিরপেক্ষ দক্ষতার সঙ্গে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেছেন —সবার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে গভীরভাবে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির আলোও কথার আড়াল থেকে ঝলক দিয়েছে। সেটুকু আছে বলেই তাঁর এই উপন্যাস 'বিশ্বকোষ' (Encyclopeadia) না হয়ে রসসাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরের মুখে রসাস্বাদন করা কোনও কাজের কথা নয়। পাঠক সমাজকে এ-ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হতে হবে। পাঠকের আত্মোপলব্ধি হবে শিল্পীর আত্মবোধ ও আত্মপ্রকাশের মুখ্য সহযাত্রী।

"একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে।"

সমর্থ ও সহৃদয় শিল্পীর শিল্পসাহচর্যে রসভোক্তার অন্তর-লোক আলোক-স্নাত হয়ে উঠবে, এই আশা পোষণ করে এবার সত্য সত্যই আমার এই অকিঞ্চিৎকর মুখবন্ধের উপসংহার করি।

৺দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৪
কলিকাতা

শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী

॥ এক ॥

সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে অগণিত লোক সমারোহ। অপূর্ব্ব চট্টগ্রাম গোয়ালন্দ দিয়া না গিয়া, নূতন ভৈরব বাজার সেতু পার হইয়া চলিবে সংকল্প করিয়া একখানি সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কাটিয়া আসন দখল করিতে চলিল।

সেকেণ্ড ক্লাসের দুটি মাত্র কামরা। একটিতে সচল ও অচল লটবহর লইয়া একজন যৌবন-বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলিতেছেন। হয়ত সরকারি চাকুরিয়া। নিত্যদিনের কর্ম্মের পেষণ তাঁহার জীবনের সমস্ত রস নিংড়াইয়া নিয়াছে। মুখে উদাসীন আলস্য—ভাবহীন ধূসরতা। সঙ্গের মহিলাটি কিন্তু দৃপ্তা সিংহিনীর মত তেজস্বিনী। অপূর্ব্ব অন্যমনস্ক ভাবে তাহাদের কামরার হাতল ধরিয়াছিল। সক্রোধ বাণী শুনিল, বীণানিন্দিত মধুরভাষিণী নয়, তিক্ত কর্ত্তৃত্বের অহমিকায় গাত্রজ্বালাকর—“আপনার কি চোখ নেই?”

অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিল। চোখ তাহার ছিল, সে লইয়া তর্ক চলিত, তাহা ছাড়া রিজার্ভ না করিয়া রিজার্ভ গাড়ীর আরাম উপভোগ না সাধু, না ন্যায্য, কিন্তু একজন মহিলার সঙ্গে সে বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে অপূর্ব্বের বিবেকে বাধিল।

অপূর্ব্ব বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার—কিন্তু নিজেকে স্থপতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিত। মুহূর্ত্তে তার বিলাতের ছবি মনে পড়িল। স্বাধীন দেশের মানুষের মনে যে দৃপ্ত ঐশ্বর্য্য, তাহা অধিকার যেমন দাবী করে, কর্ত্তব্য করিতেও তেমনই পটু। কিন্তু আমাদের

দেশের দুর্ভাগ্য—ফাঁকিটাকেই আমরা সারাৎসার মনে করি। সিদ্ধির পথ শ্রম ও যত্ন, কিন্তু আমরা চালাক জাত; অতখানি দাম দিয়া কিনিয়া ঠকিব কেন? আমরা সর্ব্বত্রই জয়ের সুগম পথ জানি, অজানিতে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। "গাড়ী ত রিজার্ভ নয়।" এইবার বাবুটি বুঝিলেন যে এখানে কর্ত্তৃত্ব চলিবে না—কিংবা পত্নীর শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলে গণ্ডগোল বাধিবে। তাই বিনয় নম্রস্বরে বলিলেন—"তা নয়, তবে আপনার যদি অসুবিধা না হয়—"

"তা যাচ্ছি—কিন্তু সৌজন্য সংসারে দুর্লভ নয়"—

ভদ্রলোক বলিলেন—"কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রীর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি—উনি কিছু খারাপ ভেবে বলেন নি"—

অপূর্ব্ব হাত কপালে ঠেকাইয়া নিঃশব্দ নমস্কার জানাইয়া অন্যদিকের গাড়ীতে চলিল। অন্য কামরাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা—নীচের তিনটি বার্থে তিনজন ভদ্রলোক অসাড় হইয়া শুইয়া আছেন। অপূর্ব্ব উপরের বার্থে জিনিষ রাখিয়া একজন ভদ্রলোককে বলিল—"একটু উঠে বসবেন"—ভদ্রলোক উঠিলেন না—বলিলেন,—"বসুন না আমরা কাঁচড়াপাড়ায় নামব"—সুখবর নয়, অপূর্ব্ব অন্য ভদ্রলোককে ডাকিল, তিনি বলিলেন—"জ্বালাতন করছেন কেন?"

তৃতীয় জন বলিলেন—"উপরের বাঙ্কে উঠুন না"—রাত্রে বার্থ শয়নের জন্যে—অপূর্ব্ব তাই সহযাত্রীদের অভদ্র ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের কলকোলাহল শুনিতে লাগিল।

ফিরিওয়ালারা ফিরি করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের হাঁকডাক তাহার মন্দ লাগিতেছিল না। গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বের জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজিয়া গেল। অপূর্ব্ব বাঙ্কে আসন বিছাইতে আরম্ভ করিল।

দু' এক মিনিট পরে দরজার হাতল ঘুরাইয়া প্রবেশ করিল একটি

নব্যা তরুণী—হাতে লেডিস ব্যাগ, পায়ে স্লিপার, মস্তক অবগুণ্ঠনহীন, অপূর্ব্ব চাহিয়া দেখিল, মনে হইল তরুণীকে কোথায় যেন দেখিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই যেন স্মরণে আসিতেছিল না—সে আপন অজ্ঞাত সারেই যেন বলিয়া ফেলিল—"আসুন"—

আগন্তুক সুন্দরী নয়। রূপের জৌলস নয়ন ধাঁধায় না, কিন্তু কৃশাঙ্গীর চোখ দুটিতে প্রতিভার ও বুদ্ধির ঔজ্জল্য যেন জ্বলিতেছিল। তরুণী উত্তর দিল না, কুলিকে আপনার জিনিষ বাঙ্কে রাখিতে বলিল। কুলি মাল রাখিয়া পয়সা নিয়া বিদায় লইল।

ইতিমধ্যে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব বলিল—"আপনার এখানে হয়ত অসুবিধা হবে—নৈহাটিতে আপনাকে মহিলাদের কক্ষে উঠিয়ে দেব'খন"—তরুণী হাসিল, বলিল—"তার প্রয়োজন হবে না"—তারপর শায়িত একজন ভদ্রলোককে বলিল—"শুনছেন, একটু উঠে বসবেন কি?"

তরুণীর মৃদুস্বর কাণে প্রবেশ করিল না। অপূর্ব্বের ভয়ঙ্কর রাগ হইল। সে ভদ্রলোকটিকে জোর করিয়া ঠেলিয়া বসাইল।

ভদ্রলোক চোখ মুছিতে মুছিতে রাগিয়া বলিলেন—"একি আপনি মগের মুল্লুক পেয়েছেন?"

"মগের মুল্লুক নয়। তবে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন—অনর্থক রাগারাগি করবেন না—"

"অনর্থক! আপনি আমার হাতটা ভেঙে দিয়েছেন, আর বলছেন অনর্থক?"

"আপনি যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন, ক্ষমা চাইছি"—

"এ দেখছি গরু মেরে জুতা দান—আপনাকে শিক্ষা না দিলে—ওরে যতীন, ওরে রমেশ, ওঠ, এ আপনার বাঙ্গাল দেশ নয়—এখানে চালাকি চলবে না—"

তরুণী এবার কথা কহিল। সে স্বর ভয়কম্পিত নয়—পৌরুষের তেজে দুর্ব্বার ভাষা—"চালাকির কথা নয়, এটা ভদ্রতার কথা"—

রমেশ ও যতীন এতক্ষণে উঠিয়াছিল—তাহারা একসঙ্গে বলিল—"ভাই সুধীর, থাক ঝগড়া করে কাজ নেই"—

"তোদের মুখে ও কথা মানায়, কারণ তোরা ত ঘা' খাসনি—ওই যে বলে 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে'—"

যতীন বলিল—"থাক বেশী ফাজলামি করিস নে, বিনে টিকিটে চলছিস—"

"বিনে টিকিটে চলি, তা ওর বাবার কি—আমায় কি যে সে লোক পেয়েছিস—আমার ভগ্নীপতি কাঁচড়াপাড়ার সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার—আমি কি কাকেও ডরাই—"

এই বলিয়া অতর্কিতে সুধীর অপূর্ব্বকে এক ঘুসি মারিল। অপূর্ব্ব প্রস্তুত ছিল না—ঘুসি খাইয়া পড়িয়া গেল—পড়িবার সময় দরজায় মাথা লাগিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

তরুণী ক্ষিপ্র হস্তে শিকল টানিয়া ধরিল। গাড়ী থামিলে সুধীর পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল—তরুণী পথ আটকাইয়া সজোরে বলিল—"চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকুন"—

গার্ড আসিলে তরুণী বলিল—"এই ভদ্রলোক একে খুন করেছেন, আর বিনা টিকিটে গাড়ী চড়েছেন।"

গার্ড তদন্ত করিয়া জানিলেন—যে তিনটি যুবক কাঁচড়াপাড়ায় যাইবে, তাদের টিকিট নাই। গার্ড তাদের বকিলেন—বলিলেন—"যা হয়েছে হয়ে গেছে, ওদের ক্ষমা করুন।"

অপূর্ব্ব এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল, বলিল—"আপনি ওঁদের রেলওয়ে পুলিসে ধরে দিন, এঁরা রেলের লোকের আত্মীয়—সেই ভরসায় একান্ত অভদ্র ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অভদ্রতাই এদের শেষ কথা নয়—"

গার্ড বলিলেন—"কেন একটা ফ্যাসাদ করবেন ?"

তরুণীর ওষ্ঠ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল—"ফ্যাসাদ বলে একজন খুনেকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—আপনি ছাড়লেও আমরা ছাড়ব না"—

গার্ড দেখিলেন বিপদ, বলিলেন—"আচ্ছা নৈহাটিতে গিয়ে যা হয় করা যাবে"—

গাড়ী ছাড়িল। রমেশ বলিল—"এইবার ভগ্নীপতির চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে"—

সুধীরের এবার জ্ঞান হইল। সে সাষ্টাঙ্গ হইয়া তরুণীটির পা ধরিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তরুণী হাসিল—বলিল—"মায়া কান্না কাঁদছেন কেন? আপনি বীর, আপনি পুরুষ—"

অপূর্ব্ব বাথরুমে মাথা ধুইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"না, রক্ত মানল না"।

তরুণী বলিল—"আপনি শুয়ে পড়ুন—আমি ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি—আমার কাছে তুলো ও আইডিন আছে।" পরে সুধীরের দিকে ফিরিয়া বলিল—"অগ্নি ক্ষমা করে না"—

যতীন বলিল—"কিন্তু আপনি মমতাময়ী।"

তরুণী হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমি ত ক্ষমা করার কেউ নই—যিনি আঘাত পেয়েছেন, তিনিই ক্ষমা করতে পারেন—"

ইতিমধ্যে ব্যাণ্ডেজ শেষ হইয়াছিল। অপূর্ব্ব নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিক পরে সুধীর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আপনার দয়া হলে—আপনার স্বামী নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন"—

লজ্জা ও সরমের রক্ত আভা তরুণীর মুখে খেলিয়া গেল। সে ক্ষণিকের জন্য অপূর্ব্বের তন্দ্রাজড়িত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব্ব নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছিল।

স্বামী !

বর্ত্তমানের বিদ্রোহিণী—শুনিতে হাসি পায়। তবু কেমন একটু লজ্জার আমেজ তাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল—সে অস্বীকার করিতে পারিল না—কেবল বলিল—"আমার কথায় কিছু হবে না—তিনি যা করেন"—

ভয়ার্ত্ত বিপন্ন যুবক লক্ষ্য করিয়া দেখিল না যে—তরুণীর সীমন্তে সিন্দূরের বিন্দুর রেখাও নাই—হস্তে শঙ্খ নাই—এয়োস্ত্রীর লৌহ নাই। অবশ্য আধুনিকারা এসব বর্জ্জন করিতেছেন, কাজেই তাহারা ভুলও করিতে পারিত।—

অপূর্ব্ব তন্দ্রা হইতে জাগিয়া বলিল—"নৈহাটি এলো ?"

তরুণী বলিল—"সে ভাবনা করে কাজ নেই, আপনি ঘুমোন।"

তন্দ্রাবিহ্বল স্বরে অপূর্ব্ব বলিল—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব রুদ্র অভিশাপ উভয়েরে দহে।"

যতীন বলিল—"আমরা একান্ত অপরাধী, আমাদের ক্ষমা করুন—"

অপূর্ব্ব চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর গতি মন্দা হইল। নৈহাটি আসিতেছে—সুধীর অপূর্ব্বের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আমায় বাঁচান।"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি বাঁচাবার কে ?"

সুধীর বলিল—"বাঁচান—আপনার স্ত্রী—আমায় ক্ষমা করেছেন—"

অপূর্ব্বের মনে হইল সে বোধহয় স্বপ্ন দেখিতেছে। সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া তরুণীর পানে চাহিল—চারি চোখের মিলন হইল।

তরুণী কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাহিল। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইল—মনে হইল যেন অমৃতের স্বর্গ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

সুধীরের কথা অজ্ঞানের কিন্তু দৈব অনেক যাদু ঘটায়। অপূর্ব্বের ক্রোধ জল হইয়া গেল।

নৈহাটিতে আসিয়া গার্ড প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে ওদের পুলিশে চালান দেই ?"

সুধীর বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমায় বাঁচান"—

অপূর্ব্ব কহিল—"আমায় যে মেরেছেন সে কাপুরুষতা আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু আপনারা রেল কোম্পানীকে যে ঠকাবেন, সেটা সহ্য করা উচিত হবে না। কি বলেন আপনি ?"

তরুণী সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল।—

গার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল—"পুলিশে চালান করবার দরকার নেই—ওদের রেলের আইনানুসারে টিকিটের দাম আদায় করে নিন—"

অপরাধী যুবকেরা ইহাতে খুসী হইল না। বিনা পয়সায় রেল চড়া রেলের আত্মীয় স্বজন মনে করে আপনাদের প্রাপ্য অধিকার। গার্ড বলিলেন—"হাঁ, তা' করলেই যথেষ্ট শাস্তি হবে—"

নিরুপায় উহারা বহুদিনের পাপ এবার স্খালন করিতে বাধ্য হইল। কাঁচরাপাড়ায় গাড়ী থামিলে উহারা ম্লানমুখে নামিয়া গেল।

অপূর্ব্ব হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল, বলিল—"কিছু মনে করবেন না।"

উহারা প্রতি নমস্কার করিল না, কথাও কহিল না। মনে মনে ইহাদের প্রতি তাহারা কিছুতেই প্রসন্ন হইতে পারিল না। নগদ টাকা গণিয়া দিতে হইয়াছে—কাজেই যে ক্ষমা পাইয়াছে—তাহাতে তাহারা তৃপ্ত নহে।

গাড়ী ছাড়িল।

অপূর্ব্ব তরুণীর দিকে চাহিল। তরুণী তখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল—অপূর্ব্ব যেন চুরি করিয়া তাহাকে চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

॥ দুই ॥

স্নিগ্ধ সুষুপ্তির মাঝে চমক লাগিল।

অপূর্ব্ব জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সহযাত্রিণী তরুণী একজন অপরিচিত লোকের হাত ধরিয়া রাখিয়াছেন। অপূর্ব্ব তড়াক করিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বলিল—"আপনার কিছু গেছে কি ?"

"না, আমার হ্যাণ্ডব্যাগে হাত দিয়েছিল—অমনি ধরে ফেলেছি।"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমারই ভুল হয়েছে—কাঁচড়াপাড়ায় ক্যাচ বন্ধ করা হয় নি—"

তরুণী বলিল—"কিন্তু দেখছেন, ভদ্রলোক আজ কাল চোর—"

চোর এইবার কথা বলিল—"সেটা মিথ্যা বলেন নি মা, আমি ভদ্রলোক অথচ চোর, কিন্তু আমরা কেন যে চোর, সে খোঁজ আপনারা করেন না ত ?"

অপূর্ব্ব চাহিয়া দেখিল—চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবা—মুখে সৌম্য প্রশান্তি, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি—গায়ে ছিন্ন একটি মলিন শার্ট—অভাবের জ্বালা তাহার অঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অপূর্ব্ব তথাপি ক্রোধভরে বলিল—"আর কিছু না হোক, বক্তৃতা শিখেছ ?"

চোর কথা বলিল না। তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল—"মা আমি পালাবো না, আমায় সিরাজগঞ্জে পুলিশে চালান দেবেন।"

তরুণী এবার মমতায় গলিয়া গেল। "আপনার দুর্ম্মতি হল কেন ?"

চোর উত্তর করিল—"আমি শিক্ষিত মা, আমি গত বৎসর বি, এ,

পাশ করেছি, এই আমার প্রথম অপরাধ—কিন্তু আমি মার্জ্জনা চাইছি না—আমায় জেলে দিন—"

অপূর্ব্ব বলিল—"এরা বাক-পটু, বাক্ জালে আপনাকে ও মোহিত করতে পারবে; ওকে ধরে গার্ডের কাছে দিই—"

তরুণী বলিল—"তাড়াতাড়ি করে কি হবে?" তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপনি যদি মনে কিছু না করেন, আপনার দুঃখের ইতিহাস জানতে চাই—"

আগন্তুক উত্তর দিল—"আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে—আমায় গার্ডের হাতে দিয়ে দিন, আমি গরীব, আমি বেকার, কিন্তু মা—"

"আপনি দুঃখ করবেন না, আমাদের ঘুম আর হবে না—"

আগন্তুক অপূর্ব্বের মুখের দিকে চাহিল। অপূর্ব্ব আপত্তি করিল না।

আগন্তুক বলিল—"বাবা ছিলেন স্কুল-মাষ্টার—সারাজীবন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন আমি সবে বি, এ, পড়ছি—তাঁর ছাত্রেরা আজ দিকপাল, কিন্তু তিনি গ্রাম্য স্কুলে মাত্র পঁচিশটি টাকা পেতেন—মরার পরে তাই আমরা নিঃসম্বল হয়ে পড়লাম, দুঃখে ও কষ্টে পড়া চালাতে লাগলাম—

মা ধান ভেনে পরের বাড়ীর কাজ করে ছেলেকে পড়াতে লাগলেন, কিন্তু সইল না, ভিটে বাড়ী বিক্রী করে বি, এ, পাশ করলাম, মা মরলেন অনাহারে—আজ আমি নিরাশ্রয়, নিরালম্ব—"

বলিতে বলিতে অশ্রুধারা যুবকের বক্ষ ভাসাইয়া চলিল। অপূর্ব্ব তবু বলিল—"কিন্তু খেটে খাওনি কেন? ভগবান যখন হাত দিয়েছেন।"

"সেই ত দুঃখ, লেখাপড়া শিখেছি, সে অভিমান করিনি—খাটতে চেয়েছি, কিন্তু ফলে পেয়েছি লাঞ্ছনা, অপমান—"

তরুণী এইবার সোজা হইয়া বসিল, বলিল—"ঠিক এই কথাটাই সত্য—আপনার কি নাম?"

যুবক প্রীত হইয়া বলিল—"আমার নাম সত্যেন্দ্র মিত্র—পূর্ব্বপুরুষ

একদিন বনেদি ছিলেন—সে গর্ব্ব করিনি—মাস ছয় চাকুরির চেষ্টায় দরজায় দরজায় কুকুরের মত ঘুরেছি—বাবা বিনা পয়সায় যে সব ছেলেকে মানুষ করেছেন, তাদের দরজায় ধন্না দিয়েছি—অনেক স্থানে দেখা হয় নি—অনেকে দিয়েছে গলা ধাক্কা—"

অপূর্ব্ব বলিল—"বাঙ্গালীদের মধ্যে সৌজন্যের একান্ত অভাব—আমাদের দেশের যারা বড়, দাম্ভিকতায় তাদের নাগাল পাওয়া ভার, —ওদেশের বড় মানুষদের সাথে পরিচয় হয়েছিল—তাদের সাথে তুলনায় আমাদের দেশের মানুষকে অত্যন্ত হীন মনে হয়—চাণক্য বুড়ো বলেছিলেন বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্, সেকথা আমাদের দেশে এখন আর খাটছে না—"

তরুণী বলিল—"বলুন সত্যেন্দ্রবাবু, আপনার অভিজ্ঞতা চমৎকার।"

"বলবার বিশেষ কিছু নেই—অনন্য হয়ে একদিন ফিরিওয়ালা হ'লাম—এক ভদ্রলোক আমায় বললেন—আপনি বই ফিরি করুন, তাঁর উপন্যাস ও বিজ্ঞাপন নিয়ে—গেলাম শিয়ালদহ—চাটগা মেলে বই ফিরি করছি—হুইলারের লোকের সঙ্গে বচসা হল—কথা বলতে না বলতে সার্জেণ্ট এসে ধরে ফেলল, বললাম আমি অপরাধ করিনি —সে বলল বিনা লাইসেন্সে বই ফিরি করা অপরাধ—বললাম জানতাম না—ভবিষ্যতে আর করব না—শুনল না, ঘুসি দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে নিল পুলিস কোর্টে, তিনঘণ্টা হাজত বাস করে বিচারের প্রহসন হ'ল—

ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমার বিষয় বলতে গেলাম—শুনবার তাঁর সময় নেই—কারণ তিনি অনেক টাকা মাইনে পান—বললাম আমি জানতাম না—সার্জেণ্ট অকারণে আমায় মেরেছে—সেকথা শুনতে গেলে তার চলে না—সার্জেণ্টের কথা তার নিকট বেদবাক্য—পুলিসকে সমীহ করে চললে তাঁর হবে পদোন্নতি—তাই শাস্তি হল পাঁচ টাকা জরিমানা—অনাদায়ে পাঁচদিন জেল—আমি জেলে যেতে

চাইলাম—তা হল না পুলিস কোর্টের নাজির আমার বই নিলামে চড়িয়ে জরিমানার দায় থেকে অব্যাহতি দিল—

আমার বই ছিল কুড়ি পঁচিশ টাকার—বাকিগুলি গেল নাজির-বাবুর পেটে—

তরুণী বলিল—"এও কি সম্ভব ?"

যুবক উগ্র হইয়া বলিল—"মা, জীবনে মিথ্যা বলিনি—কিন্তু এত নূতন কথা নয়, দেশের সর্ব্বত্র চলছে অত্যাচার, চলছে অন্যায় ও ফাঁকি—শাসনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে চলছে ঘুষ—চলছে চালাকি—"

তরুণী অপূর্ব্বের দিকে চাহিয়া বলিল—"একি সত্য ?"

অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে বলিল—"মিথ্যা নয়, শাসক যিনি, তিনি জনভৃত্য নন—তিনি উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতেই বিদ্যা ও বুদ্ধির বিসর্জ্জন দেন, বিচার তাঁর লক্ষ্য নয়, লেফাফাদুরস্ত কাজ করলেই তাঁর চলে—ঘুষ ও অবিচার তাই চলে—

তরুণী বলিল—"কিন্তু কেন চলে ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"সেকথা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, চলে তার কারণ আমরা চরিত্রহীন, মেকলে একশ বছর আগে যে কথা বলেছিল, সে কথা আজও তেমন সত্য—কর্ত্তব্যবোধ আমাদের চরিত্রে নেই—সাধারণ দায়িত্ববোধ আমাদের নেই—আমরা চালাক জাত—আপনাকে কৌশলে বাঁচিয়ে চললেই আমরা বড় বীরত্ব করেছি ভাবি, —তাই এই অধঃপতন।"

"কিন্তু এর কি কোনও প্রতীকার নেই।"

যুবক এইবার বলিল—"সে প্রতীকার ত মা আপনাদের হাতে, পৃথিবীর ইতিহাস মা গণ-ইতিহাস নয়—সে ইতিহাস স্বল্পের—সংখ্যা লঘিষ্ঠ, বণিক ও যোদ্ধারাই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে—আপনারা যাঁরা ভাগ্যবান—তাঁরা যদি চেষ্টা করেন, তবেই হয়, নচেৎ—আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব—"

"আপনি অনেক পড়েছেন দেখছি—"

"পড়ি মা, কিছু কিছু লিখেছি—আমি বাংলায় ইতিহাসের তত্ত্ব বলে একটা বই লিখি—কলকাতার সমস্ত দোকানদারের পায়ে ধরে খোসামোদ করেছি—কিন্তু কেউ নিতে চায় না—তারা বলে আপনার বই গুরু ও গম্ভীর—এ বই আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক—কিন্তু এ বই চলবে না—তাই ফিরেছি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে—"

"কিন্তু আপনার পরের ইতিহাস ত শুনতে পেলাম না—?"

"সে ইতিহাস সংক্ষিপ্ত—যখন ফিরলাম রিক্তহস্তে—গ্রন্থকার দিলেন গালি, বললেন চোর বলে পুলিসে ধরিয়ে দেব—আমার কাহিনী শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন—"

"তারপর"

"অবশ্য জেল খাটতে হয়নি—তিনি ছেড়ে দিলেন—নিঃসম্বল হয়ে কলকাতার পথে পথে কাটল অনাহারে অনিদ্রায়—তারপর বিনা পয়সায় রেলে চড়ে এলাম ঈশ্বরদি—কাল গাড়ীতে উঠে সিরাজগঞ্জে যাব—সেকেণ্ড ক্লাসেই বিনা টিকিটে চড়া সুবিধা—তাই আপনাদের গাড়ীতে উঠে পড়ি—তারপর লোভ হল—মন বলল ধর্ম্ম মিথ্যা—ভাবলাম নিরর্থক কৃচ্ছ্র সাধন—তাই মা—"

তরুণী হ্যাণ্ডব্যাগ খুলিয়া একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিতেছিল। অপূর্ব্ব বলিল—"অর্থ সাহায্য ওকে দাঁড়াতে দেবে না—চলুন সিরাজগঞ্জে গিয়ে আপনাকে টিকিট কিনে দেব—আপনি আমার ফার্ম্মে কাজ করবেন—"

যুবক মুগ্ধ হইয়া বলিল—"মা, আমি আপনাদের কেনা গোলাম হয়ে রইলাম।"

তরুণী হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওঁর সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ধন্যবাদ ওঁকেই দিন—তবে আমার এই দশটাকাটি আমার প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ রাখবেন।"

যুবক বিস্ময়ে একবার অপূর্ব্বের দিকে চাহিল—একবার তরুণীর দিকে চাহিল। সে ভাবিয়াছিল বোধ হয় স্বামী ও স্ত্রী।

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি ভুল করেছেন, তার জন্য লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই—আমাদের পরিচয় এই রেলগাড়ীতে—এই সিরাজগঞ্জ এসে পড়ল—"

তরুণী বলিল—"হয়ত আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, কিন্তু যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তবে বালিগঞ্জ টেরাসে বেলিভিউতে আমার সন্ধান পাবেন—আমার নাম দীপ্তি চৌধুরী—"

যুবক নমস্কার জানাইল। তারপর বলিল—"আপনি আমার নবজন্ম দিলেন, আপনাকে কখনও ভুলব না মা, চিরদিন আপনি এমনই করে দুঃখীর দুঃখ মোচন করুন।"

দীপ্তি হাস্য-চটুল কণ্ঠে বলিল—"আপনি অপাত্রে বিশেষণ প্রয়োগ করছেন—আমার বন্ধু আপনাকে বাঁচিয়েছেন—তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন—তার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবেন।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"আপনাকে মা বলেছি—আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি—মরব তবু বিশ্বাস ভঙ্গ করব না—"

"সে আপনি পারবেন—এ ভরসা আমার আছে।"

অপূর্ব্ব বলিল—"গাড়ী থেমেছে, এবার টিকিট নিয়ে আসুন—আমি ততক্ষণ পরিচয়পত্র লিখছি—"

যুবক বলিল—"চলুন আপনাদের আগে তুলে দিই—তারপর সব ব্যবস্থা করে নেব—"

সত্যেন্দ্রের ক্ষিপ্রকারিতা—সচঞ্চল স্ফূর্ত্তি অপূর্ব্ব ও দীপ্তিকে মুগ্ধ করিল। অপূর্ব্বের লেখা চিঠি দেখিয়া দীপ্তি বলিল—"আপনিই অপূর্ব্ব রায়!"

"এই নরাধমের নামই বটে—কিন্তু সে পরিচয় হবে—আগে সত্যেন্দ্রকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি।"

দীপ্তি স্মিতহাস্যে সত্যেন্দ্রকে বিদায় অভিনন্দন জানাইল।

॥ তিন ॥

পদ্মা বহিয়া ষ্টীমার চলিয়াছে।

স্নান সারিয়া প্রসাধন করিয়া দীপ্তি অপূর্ব্বের পাশে বসিল। কেরাণীবাবু ভদ্র, তাহাদের ইচ্ছামত ডেকে বসিবার কথা বলিয়া দিয়াছে—অপূর্ব্ব অবশ্য ষ্টীমার-পথটুকু টিকিট বদল করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। কেরাণীবাবু নিজ দায়িত্বে বলিয়া দিল সেকেণ্ডক্লাশের লোকের জন্য আমাদের ডেক নাই—তাই বদল করিবার প্রয়োজন নাই। এটা ঠিক ষ্টীমারের আইন নয়—অপূর্ব্বের সঙ্গিনীর প্রতি এটা শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

দীপ্তি বলিল—"কাগজে আপনার প্রচেষ্টার কথা শুনেছি—আপনি জার্ম্মানি থেকে কংক্রিটের নূতন কাজ শিখে এসেছেন না ?"

"হ্যাঁ, আমি বাঁশ দিয়ে কংক্রিটের কাজের ব্যবস্থা করেছি—আমাদের দেশে মানুষ অতি হীন অবস্থায় থাকে—এদের উন্নতির মূল এদের standard of living বাড়ানো—আমার আবিষ্কারের বহুল প্রচার হ'লে সেটা সহজ হ'বে—"

"আপনাকে বন্ধু বলবার গৌরব পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য। আমি এইটাই কেবল চিন্তা করেছি যে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধির বার্ত্তা শোনাতে হবে—আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেশে অনেক হয়েছে—অর্থনীতির আলোচনার প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশী—"

"অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থচিন্তা কম হয়নি—আমাদের চতুর্ব্বর্গের অন্যতম অর্থ—অনেক অর্থশাস্ত্র লেখা হয়েছিল—ইদানীং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের চিন্তাধারা একেবারে বদলে ফেলেছে—আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা

লাভক্ষতির শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করতেন না—তাঁরা মরবার জন্যই উৎসুক হয়েই থাকতেন না—তাঁরা বাঁচতে চাইতেন।"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে আপনার ভাবধারার সঙ্গে আমার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমাদের সঙ্গে ভাবুক দার্শনিক নেই—আমার বন্ধু ক্রমদীশ্বর থাকলে বলত—এটা জন্মান্তরীণ কোনও সংযোগ সূত্র হয়ত—"

দীপ্তি লজ্জারুণ হইয়া ওঠে—"আপনি কি বলতে চান ?"

"না, না, আমি বর্ত্তমানে অতীতকে টেনে আনতে চাই না—কিন্তু ধরুন অতীতে কোনও সম্বন্ধই ছিল—তাতে দুঃখ, লজ্জা বা অনুতাপের কারণ কি ?"

"আপনি জন্মান্তর মানেন ?"

"মানি না তাও বলতে পারি না, মানি বলাও ভুল হবে—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করবার সুযোগ হয়নি—জীবনে যে বৈষম্য আছে—জন্মান্তর সে বৈষম্যের একটি চমৎকার সমাধান বলে অনেক সময় মনে হয়—"

"আপনি বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা আপনার বৈশিষ্ট্য—আপনি অনর্থক জন্মান্তর কেন স্বীকার করবেন—"

"আপনার সঙ্গে যেমন আশ্চর্য্য মিল আছে—দেখছি আশ্চর্য্য গরমিল আছে—হয়ত জন্মান্তরের সংযোগ তাতে বিপ্রতিপন্ন হ'বে—"

দীপ্তি অপূর্ব্বের কথার দ্ব্যর্থ বুঝিতে পারিয়া কহিল—"জন্মান্তরে না হয় আমরা স্বামী ও স্ত্রী ছিলাম, তাতে যে আমাদের একই হৃদয়, একই মন থাকবে, তা ঠিক নয়, কিন্তু এ অবান্তর কথা যাক—"

অপূর্ব্ব আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিল—"অবান্তর কেন ? হিন্দুনারীর পক্ষে বিবাহই পরম যজ্ঞ—পতিই তার একমাত্র গুরু—"

"কিন্তু আমি বিয়ে করব না—"

"কেন ?"

বয় চা নিয়া আসিল—টেবিলের উপর চাদানীতে চায়ের সরঞ্জামাদি সহ রাখিয়া দিল।

দীপ্তি চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—"আপনার প্রশ্নের উত্তর কি এক কথায় দেওয়া যায় ?"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অপূর্ব্ব বলিল—"আমি ত এক কথায় জবাব চাই নি—আমার শুনবার অখণ্ড অবসর। আপনার বলবার বাধা না থাকলেই হ'ল—"

দীপ্তি টোষ্টে জ্যাম মাখাইতে মাখাইতে বলিল—"বাধা যে থাকা সম্ভব—আপনি অনুমান করে নিতে পারেন ?"

"কেমন করে অনুমান করব ?"

"একটি কুমারীর অন্তর্জীবনের ছবি খোলা চিঠি নয়—"

"তা নয়, কিন্তু আপনি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন—তাছাড়া আপনি শিক্ষিতা—মুক্তির মন্ত্রের উদ্গাত্রী—আপনার কাছে লজ্জাতুরতা আশা করিনে—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি বই পড়েছেন শুধু, জীবনের সাথে পরিচয় অল্প।"

"তাহবে, ওদেশে অনেকের অনেক বান্ধবী জোটে, আমার জোটেনি, আমি মনপ্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—তাই নারীর হৃদয়ের রহস্য আমার নিকট সুপরিচিত নয়—"

"তা আমি বেশ বুঝতে পারছি—"

"তাহলে আমাদের আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হোক।"

অভিমানে অপূর্ব্ব মুখ ফিরাইল।

"কিন্তু এ আপনার অন্যায় রাগ।"

"রাগ কিসের, আপনার উপর রাগ করবার কোনই জোর নেই—"

দীপ্তি কৌতুকোচ্ছল স্বরে কহিল—"বিয়ে কেন করব না, তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন, এইটাই তার কারণ—"

"কোনটা ?"

"পুরুষ আজও নারীকে সমানাধিকার দিতে শেখেনি—নারীকে সে চায় দাসীরূপে, ভেবে দেখুন, আপনার ও আমার ক্ষণিকের পরিচয়, হয়ত ক্ষণপরেই তার চির-সমাপ্তি, কিন্তু তবু আপনি চান বশ্যতা—"

অপূর্ব্ব অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না, না, আপনি আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করছেন !"

গম্ভীর ধীর স্বরে দীপ্তি উত্তর দিল—"অবিচার মোটেই নয়। সত্যকে সুস্পস্ট দেখা সহজ নয়, অজ্ঞাতে আমাদের মনোভাব তাকে প্রতিরঞ্জিত করে। আপনি আত্মবিশ্লেষণ করে দেখেন নি, তাই ঠিক ধরতে পারেন না—"

অপূর্ব্ব অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি বলিল—"আজ আপনার বান্ধবীর কাছে যে বশ্যতা চান, হয়ত গৃহে আপনার স্ত্রীর নিকট ততোধিক দাস্য চান—"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—"দাস্য পরিগ্রহণের সুযোগ আজও হয়নি—"

"যাক, তবু যদি আমি আপনার দৃষ্টিকে সরল ও সহজ করতে পারি, তাহলে আমার ভাবী বান্ধবীর কিছু উপকার হ'তে পারে—যদিও সে ভরসা করা একান্ত মুস্কিল—"

অপূর্ব্ব উষ্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—"আপনি কি আমাকে বর্ব্বর মনে করেন—"

"এই দেখুন ফলেন পরিচীয়তে—আপনি বান্ধবীর তর্কে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। পত্নীর মত-বিরোধ কি আপনি সইতে পারবেন ?"

অপূর্ব্ব নিরুত্তর হইয়া রহিল।

দীপ্তি বলিতে লাগিল—"পারবেন না, অথচ আপনি শিক্ষিত,

আপনি বিলাত ফেরত—আপনি পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ দেখবার সুযোগ ও অবসর পেয়েছেন”—

“আপনার কথা সুতীক্ষ্ণ—সে মর্ম্মে বেঁধে, আমি এমন ভাবে কখনও ব্যাপারটাকে দেখিনি—”

“দেখেন নি তা জানি, অথচ আপনি বার্নার্ড শ, রাসেল এঁদের লেখা পড়েছেন—অথচ—”

“কিন্তু আপনি যাই বলুন, ওঁদের মতবাদ আমাদের দেশে চলবে না—আমাদের আদর্শ খনা, গার্গী, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী—”

“কতকগুলি নাম মুখস্থ করলেই কি শ্রদ্ধা হয়—অতীত নারীদের জীবন সম্বন্ধে আপনার ধারণা বোধ হয় খুব সুস্পষ্ট নয়।”

অপূর্ব্ব মুস্কিলে পড়িল। জার্ম্মানীর মুনসেনে সে যখন পড়িত, তখন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছে, ম্যাকস্‌মুলার, রিজ ডেভিডস, উডরফ প্রভৃতির কতকগুলি বই তার পড়া ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প সম্বন্ধে তার ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল, গীতার শ্লোকও সে কতকগুলি পড়িয়াছিল, কিন্তু বুঝিল দীপ্তির পড়াশোনা বেশী—তাহার সঙ্গে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে ফাঁকা আওয়াজে চলিবে না। তাই সে বলিল—“আমি বৈজ্ঞানিক, বেশী পড়িনি—তবুও ভারতীয় আদর্শকে আমি মনে মনে পূজা করি—”

“যেমন রামচন্দ্র করতেন ?”

“তার মানে, আপনি বলতে চান বিশ্বসাহিত্যে রামায়ণের মত অপূর্ব্ব কাব্য আর আছে ? সীতার মত সতী চরিত্র পৃথিবীর আর কোনও জাত কোন দিন কল্পনা করতে পারেনি—”

“কিন্তু সেটা অবান্তর তর্ক, আমি বলতে চাইছি, রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে যে বনবাস দিয়েছিলেন—সেই সুগভীর অপরাধ কিছুতেই ক্ষমার্হ নয়—”

“অপরাধ ?”

"অপরাধ নয়ত কি? সীতাকে তিনি মনে করেছিলেন, আপনার পণ্য দ্রব্যের মত, তা না হলে বনে পাঠাবার আগে সীতার মতামত তিনি নিতেন—বনবাস দেওয়া কি এত সহজ জিনিষ, রাম ভেবেছিলেন সীতাকে নিয়ে তিনি যা খুসি করতে পারেন, এই মনোভাবই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল—"

"একথা এমন ভাবে কোনও দিন ভাবিনি—"

"ভাবেন নি, তার কারণ, মনে প্রাণে সমস্ত পুরুষই চায় স্ত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে—অথচ চায় স্ত্রী হবে মনোবৃত্ত্যানুসারিণী—"

"আজকের দিনে এই দাস্য সম্ভব নয়, শিক্ষিতা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্না নারী আত্মবিলোপ করতে পারে না। কাজেই উঠবে নানা সংঘর্ষ—নানা বিপ্লব—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনার চিন্তাধারায় নূতনত্ব আছে—"

"কিন্তু এ চিন্তা আসলে তর্কমোহ—আমাদের বিয়ে ত চুক্তি নয়—এ যে জন্মজন্মান্তরের বন্ধন, এ যে আমাদের সংস্কার—"

"বড় বড় কথা শ্রুতিসুখকর, কিন্তু যা শ্রুতি-মধুর তাই যুক্তি-মধুর নয়—"

"অর্থাৎ?"

"পুরুষ যেখানে ব্যভিচারী, লম্পট, সেখানে পত্নীকে চিরজীবন মিথ্যার দাসত্ব করতে দেওয়া কি আপনি ধর্ম্ম-সঙ্গত মনে করতে পারেন? লক্ষহীরার গল্প আমাদের দেশে বকধার্ম্মিকদের চোখে জলধারা বহায়, কিন্তু সে গল্প শুনলে কি আপনার ন্যক্কার আসে না?"

"আপনার তর্ক মিষ্ট নয়, কিন্তু সে কৌতূহল জাগায়—"

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া বলিল—"শুধু কৌতূহল—কারণ ঢিল যে ছোঁড়ে, আর ঢিল যে খায়, দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ—"

অপূর্ব্ব ত্রস্ত হইয়া বলিল—"আপনাকে ব্যথা দেওয়ার দুরভিসন্ধি আমার নেই—"

দীপ্তি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু এ শুধু আপনার আমার তর্ক নয়, আমি তর্ক করছি—সমগ্র নারীজাতির জন্য—লাঞ্ছিত, পদদলিত, অপমানিত নারীর মুখপাত্রী হয়ে—"

অপূর্ব্ব শান্তকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু আপনি খুব উত্তেজিত হয়েছেন, —অন্য যাত্রীর আশ্রমপীড়া হতে পারে,—"

দীপ্তি থামিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন—আমি দেশ কাল পাত্র ভুলে ডিবেটিং ক্লাবের মত বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছিলাম—"

সেকেণ্ড ক্লাসের সেই যৌবনবৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিলেন, বলিলেন—"নিজের পরিচয় নিজেই দিতে হ'বে—আমার নাম বংশলোচন সরকার—আমি সাবজজ—তোমার তর্ক খানিকটা কানে গেল মা—কিন্তু তুমি যে মা কেবল পুরুষের অত্যাচারের বর্ণনা দিলে—নারীর অত্যাচারের কথা কি কখনও ভেবেছ ?"

এই বলিয়া গলা-আঁটা কালো কোট পরা দাড়ি-গোঁফ ভরা বংশলোচনবাবু ধপাস করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"এইবার কেমন জব্দ—"

দীপ্তি নম্রকণ্ঠে বলিল—"আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না—"

"বুঝবে মা বুঝবে, স্বামী বেচারীকে যেমন করে দাপট করছিলে——তা ত কাণে গেল—"

"আপনি ভুল করছেন, উনি আমার স্বামী ন'ন, বন্ধু।"

"বল কি মা, বুড়োকে তাক লাগিয়ে দিলে যে, বন্ধুর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আলাপ সম্ভব নয় ভেবে ভুলই করেছি—যাক্, একি মা ইলোপমেণ্ট না কোর্টশিপ ?"

"কোনটাই নয়, ওর সঙ্গে আমার গাড়ীতেই আলাপ—"

"তা বেশ মা, তা বেশ, তোমরা আজকাল ভয়হীন হচ্ছ, এ ভাল মা, কিন্তু যখন ওকে বিয়ে করবে, তখন শাসনের মাত্রা একটু শিথিল করবে—"

"কিন্তু আমি বিয়ে করব না—"

"ও কথা ঠিক নয়, তোমরা কেতাব যতই পড়, বাহন তোমাদের একটি চাই, তা না হলে সুখ কোথায়, স্কুলের মাষ্টারী করে কিংবা টাইপিষ্ট হ'য়ে—শুষ্ক হয়ে কোনই লাভ নেই—"

"কিন্তু জীবনে আরও অনেক পথ আছে—"

"আছে বটে মা, কিন্তু ছেলেরাই আজ বেকার, মেয়েরা যদি তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে—তাতে হবে দুর্ঘট সমস্যা—তার চেয়ে থাকবে বসে মা ইজিচেয়ারে—চাইবে কঠোর কঠিন হাস্যে—আর একজন দেবে বিনতি, দেবে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—সেই কি সুখের হবে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"যতই গলাবাজি হোক—ঐটাই বোধ হয় আসল তত্ত্ব—"

"তা যা বলেছেন, ওঃ কাল রাত্রেই আপনি তার পরীক্ষা দেখেছেন, আমি আছি চোর হয়ে মিসেস সরকারের ভয়ে—সকাল-সন্ধ্যা রায় লিখি, দুপুর কাটাই আফিসে—আর সব সময় থাকি সন্ত্রস্ত হয়ে, সারা জীবনের ত্রস্ত বিনতির ফলেও পাই মিষ্ট বকুনি—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি ব্যক্তিগত কথা বলছি না—সমষ্টি নিয়েই সাধারণ সত্য প্রতিপাদন করছিলাম—"

"কিন্তু মা, সমষ্টি ত ফাঁকা জিনিষ নয়, ওটা ব্যক্তি নিয়েই গড়া—তুমি যদি অভয় দাও ত মা, বলি। মিসেস সরকারের ভ্রুকুটির ভয়ে আমার জীবন চির-অতৃপ্ত—আমি কিনি গাড়ী, তিনি চড়েন, আমি করি আয় শরীর জল করে, তিনি নষ্ট করেন গহনার দোকানে, আর আমার পদ-মর্য্যাদার জমক দিয়ে তিনি লোককে করেন অপমান, চাকরদের প্রতি করেন অত্যাচার—পড়শীদের সঙ্গে করেন কোলাহল—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনার ব্যক্তিগত ইতিহাসের কথা বলা হয়ত—"

"অন্যায় তা জানি, আশা করি, তোমরা এটুকু স্বীকার করবে যে গাধার চাকুরি করে একদম গাধা বনে যাইনি, কিন্তু ব্যথা প্রকাশ পেলেই তার লাঘব হয়; তুমি যে কথা বলছিলে মা, সেকথা একদেশদর্শী,—পুরুষ অত্যাচার করেছে নারীর উপর এও যেমন সত্য, লক্ষ লক্ষ গৃহে নারীও তেমনই পুরুষকে নির্য্যাতিত করে রেখেছে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি মুখের মত জবাবই দিয়েছেন—"

"পরাভূত করবার দুরাশা আমার নয়, আমি বলছি মা, যে সত্যের পথ সর্ব্বকৌণিক—এককৌণিক দৃষ্টিতে সত্যের দেখা মেলে না—কিন্তু এইবার মৌনব্রত অবলম্বন করব—এইবার শাসয়িত্রী আসছেন।"

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস সরকার আসিলেন—বিগত-যৌবনা অথচ প্রসাধনে ও বেশে তাঁহাকে তরুণীর মত সুন্দরী দেখায়—পায়ে স্যাণ্ডাল, হাতে লিকলিকে সোনার চুড়ী—পরণে জর্জ্জেট। দৃপ্তা সিংহিনীর মত আত্মবিজয়ী ভাব। অপূর্ব্ব হাত যোড় করিয়া বলিল—"নমস্কার—"

॥ চার ॥

মিসেস সরকার আসন গ্রহণ করিয়া একবার অপূর্ব্বের দিকে চাহিলেন, আবার দীপ্তির দিকে চাহিলেন। তারপর তাচ্ছিল্য সহকারে বলিলেন—"এদের সঙ্গে আলাপ করছিলে বুঝি।"

বংশলোচনের কথার বাষ্প এবার থামিল। তিনি বলিলেন —"হাঁ!"

সংক্ষিপ্ত সূত্র। বুঝাইল বংশলোচন গভীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন—।

"আপনারা কলকেতা থেকে আসছেন বুঝি—তা আপনাদের দুটিতে মানিয়েছে বেশ—ঐ যে বলে মাণিক-জোড়।"

বংশলোচন লজ্জায় ও ক্ষোভে বিচলিত হইলেন। কিন্তু স্তব্ধতায় মন্ত্রজপই শ্রেয় মনে করিলেন।

অপূর্ব্ব সসম্ভ্রম উত্তর দিল—"ওঁর সঙ্গে আমার পথেই আলাপ—"

"তাতে দুঃখ কি, আজকাল আলাপই মিলনের মূল—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিন্তু উনি মোটেই মিলন ব্যাকুলা নন, তাছাড়া, যাদের মিলন হয়েছে—তাদের মিলন ভাঙ্গবার জন্যই উনি লড়ছেন—"

"ওঃ, আপনি বুঝি মিশনারি—"

দীপ্তি বলিল—"না, এবার এম-এ পাশ করেছি—বাড়ী চলেছি—"

মিসেস সরকারের বিস্ময় লাগিল—তিনি মাত্র দু-একখানি ইংরাজি বই পড়িয়াছেন—তাহারই দাপটে তিনি society lady বলিয়া সম্মান আদায় করিতে ব্যস্ত।

"কিসে পাশ করলেন? আমার বোনঝি সংস্কৃতে প্রথম হয়েছে —তার নাম জ্যোৎস্না—তার সঙ্গে আলাপ আছে কি?"

দীপ্তি উত্তর দিল—“না, আমি ইকনমিকস পড়েছি—”

“তা বেশ, কিন্তু আপনার খৃষ্টানি মত কেন ?”

“এটা খৃষ্টানি মত নয়, এটা আধুনিক মতবাদ, বিয়ের উদ্দেশ্য যে পরিপূর্ণ জীবন, সে জীবনে দাসত্ব বাঞ্ছনীয় নয়, পুরুষও যেমন স্বাধীন হবে—স্ত্রীও তেমনই স্বাধীন হবে—দুজনের থাকবে স্বতন্ত্র ধন, যাতে উভয়েই আত্মপূর্ত্তির জন্য পাবে অবাধ সুযোগ—থাকবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অবাধ সুযোগ !”

“বিবাহ-বিচ্ছেদ ! বল কি, তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে—”

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—“ডাক্তারেরা এখনও এমন কথা বলেন নি, —কিন্তু এতে ভয়ের কি কারণ আছে ? স্বামী ও স্ত্রী যেখানে পরস্পর প্রীতির আশ্রয় না হয়ে পরস্পরের দুঃখের কারণ হবে, সেখানে বিচ্ছেদই সর্ব্বোত্তম পন্থা—”

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—“কি বলেন মিঃ সরকার, আপনি ত বিচারক ! আমার মনে হয়, বোধ হয় ডির্ভোস প্রথা মন্দ নয়—”

মিসেস সরকার স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“তোমার ব্লাডপ্রেসার খুব বেড়েছে—যাও তুমি ঘুমোও গে—”

বংশলোচনবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—“বল ত মা, সকালবেলায় কি কারও ঘুম পায় মা ?”

দীপ্তি এবার হাসিয়া বলিল—“আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদের একান্ত প্রয়োজন—”

মিসেস সরকারের মুখ কালিময় হইয়া গেল। তিনি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—“তুমি আমার মেয়ের বয়সী—কথাবার্ত্তা একটু সংযত করতে শিখো—”

দীপ্তি বলিল—“কিন্তু এত আমি কৌতুক করছি—”

মিসেস সরকার রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমরা কি তোমার কৌতুকের পাত্রী ?"

"আপনি অপরাধ নিচ্ছেন—আমি ক্ষমা চাইছি—কিন্তু কথাটি উঠেছিল তর্কে—তাই—"

"হোক তর্ক, যারা পদস্থ তাদের সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে শেখা চাই—স্কুল-কলেজে সহবৎ শেখায় না—তাইত তোমরা ফিরিঙ্গী হয়ে উঠছ ?"

এ কথার জবাব ছিল। মিসেস সরকারই বরং গৃহের আবহাওয়ায় বিলাতি সাহেবিয়ানা আমদানি করিয়া বিপর্য্যয় তুলিয়াছিলেন, কিন্তু দীপ্তি তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া সেদিক দিয়া আঘাত করিতে লজ্জা বোধ করিল।

বংশলোচনবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—"মা, আমায় ক্ষমা করো—বুড়ো বয়সে আর নূতন নিয়ে চলবে না—পুরাতনই আমার সম্বল, আমার সে আশ্রয় তোমার কামানের গোলায় উড়িয়ে দিও না—"

মিসেস এবার স্বামীর দিকে বক্র কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন—"তুমি বসে রইলে যে, যাও স্যানাটোজেন খেয়ে শুয়ে পড়'—"

বংশলোচনবাবু নিরুপায় দুঃখে চলিয়া গেলেন।

মিসেস সরকার এইবার আসর জাঁকাইয়া লইলেন—তাঁহার নগ্নপ্রায় বক্ষে পুষ্পহার দুলিতেছিল—তাহার মণি মরকতের দ্যুতি—নয়ন ঝলসাইয়া দেয়। হাত দিয়া সেগুলি নাড়িতে নাড়িতে ভৎ‍র্সনার সুরে বলিলেন—"তোমার বয়স অল্প, ডেঁপোমি তোমার মানায় না—"

অপূর্ব্ব শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নীরবে থাকা ভাল, কিন্তু অন্তঃক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া বলিল—"আলোচনা এইখানেই শেষ করা ভাল—"

"শেষ কেন, উনি অসুস্থ, তাই ওঁকে উঠিয়ে দিলাম, এখন বল তোমাদের যত সব বেহায়া কথা—"

দীপ্তি নম্রভাবে জবাব দিল—"আপনি চটে গেছেন, এখন আপনাকে কিছুই বোঝানো চলবে না—"

"চলবে, খুব চলবে—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি—আপনারা বসুন —আমি কেবিনে চললাম—"

দীপ্তি চলিয়া গেল।

সম্মুখে পদ্মার বিস্তৃত জলস্রোত বহিয়া চলে। দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে নৌকা পাল উড়াইয়া চলে। অপূর্ব্ব চোখ মেলিয়া নিসর্গের এই যাদু দেখিয়া লইল।

কিন্তু তাহার মনে হইল দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিপূর্ণ সুষমায় কোথায় যেন ফাঁক জাগিয়াছে।

চটুলতা দিয়া, তাহার বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের মোহে, তাহাকে এতক্ষণ মাতাইয়া রাখিয়াছিল। এখন যেন বিগত-সৌরভ শূন্যতায় তাহার হৃদয় তাপিত হইল।

মিসেস সরকার হঠাৎ বলিলেন—"দেখুন, আপনি ছেলেমানুষ—এরা ডাকিনী মেয়ের জাত—এদের মায়ায় ভুলবেন না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি—"

"অপ্রিয় কথা বলছি—কিন্তু মেয়েদের চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না—তাছাড়া—"

"কি বলুন।"

"এই সব কলেজে-পড়া মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র প্রায়ই ঠিক থাকে না—"

অপূর্ব্ব এবার সত্যই রুষ্ট হইল। বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন—"

"ক্ষমা অক্ষমা কি, আপনি ফাঁদে পড়েছেন—উঠতে পারবেন সে ভরসা করিনে—"

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আমার নমস্কার জানবেন—জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ঐ এসে পড়েছে—এখন উঠি—"

মিসেস সরকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর দিলেন—"ঔষধ তেতো কিন্তু সেটা খাওয়া দরকার—আপনার ব্যাধি লেগেছে—পতঙ্গের মত পুড়ে না মরে আপনাকে বাঁচান—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি ছেলেমানুষ নই, বিলেত ঘুরে এসেছি—"

মিসেস সরকার উল্লসিত হইয়া কহিলেন—"এতক্ষণ এ কথা বলেন নি কেন ?"

"এ কথা বলবার কি প্রয়োজন কিছু আছে ?"

"আছে বৈকি—আমার দাদার জামাই আছে—আমার বোনের দেওরপো বিলাতে আছে—বাগবাজারের বসু-মল্লিকদের নাম শোনেন নি—সেখানেই আমার বাপের বাড়ী—চলুন না ময়মনসিংহে আমাদের বাসায় একদিন আতিথ্য স্বীকার করবেন—"

"আচ্ছা ভেবে দেখি—"

"ভেবে দেখবার কিছু নেই—একটানা এতদূর রাস্তা চলতে ভয়ঙ্কর কষ্ট হবে, নেমে দুটি ডালভাত খেয়ে নেবেন।"

অপূর্ব্ব বলিল—"অসংখ্য ধন্যবাদ, গাড়ীর ভিতর আপনাকে বলব'খন—"

"নেমেই বলবেন, তাহলে বাসায় তার করে দেব—যাওয়া মাত্র খাবার তৈরি থাকবে—"

বংশলোচনবাবু আসিলেন। মিসেস সরকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"স্যানাটোজেন খেয়েছি—কিন্তু সুধাংশুবাবু বলেছিলেন যে মকরধ্বজ খেলে শরীরে বলাধান হবে—আমি বলি কি দেশী জিনিষ—"

"যে জিনিষ বোঝ না, তা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া কেন? মকরধ্বজ খেয়ে কোনও লাভ নেই—ওসব কবরেজদের বুজরুকি—স্যানাটোজেনের জগৎ-জোড়া নাম—কি বলেন—ভাল কথা আপনার নামটিও জিজ্ঞাসা করি নি—"

"অপূর্ব্ব রায়—"

"আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু, আপনি ত বিলেত ঘুরেছেন—বলুন ত এমন ঔষধ কি আর আছে।"

"আমার মত নাই বা শুনলেন—"

"কারণ—?"

"আমার আবার স্বাদেশিকতার ছিট আছে।"

"যা বলেছেন ওটা ছিট, দেশী জিনিষ কেনা মানে জোচ্চোরদের জুয়াচুরির প্রশ্রয় দেওয়া।"

অপূর্ব্ব দুঃখিত হইয়া বলিল—"আমাদের জাতির হীনতা আমি জানি, কিন্তু তবু তাদের ত্যাগ করে চলা ঠিক নয় মনে করি।"

পরে স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাস্যতরল কণ্ঠে মিসেস সরকার বলিলেন—"অপূর্ব্ববাবু আমাদের আতিথ্য নেবেন—তার যত্ন ও অভ্যর্থনার করার ব্যবস্থা করতে হ'বে—"

বংশলোচনবাবু বললেন—"তাহলে আমার মাকেও বলতে হয়, বলতে না বলতে মা এসে পড়েছেন—তুমি মা দীর্ঘজীবী হবে—মা আমার বাসায় নেমে দুটি ডালভাত খেয়ে একদিন জিরিয়ে নেবে কি বল?"

দীপ্তি অবাক বিস্ময়ে সকলের মুখের দিকে চাহিল। মিসেস সরকার দায়ে পড়িয়া বলিলেন—"চলুন আমাদের গরীব ঘরে পায়ের ধূলো দেবেন।"

"আমায় যেমন তুমি বলেছেন—তেমনই তুমিই বলবেন—আমি ত মেয়ের বয়সী—"

"তাই বলব—তুমি মা জাত-কেউটে—আমাদের মানিয়ে নিয়ে চলো—।"

দীপ্তি উত্তর দিল না। কেবল হাসিয়া সম্মতি জানাইল।

অপূর্ব্ব বলিল—"তাহলে ময়মনসিংহে নামবেন ?"

দীপ্তি বলিল—"আপনি নামবেন বলেই ত নামতে হ'ল।"

দীপ্তি খেয়াল করিল না, তাহার কণ্ঠ অন্তরঙ্গতা সূচনা করিয়া দিল। অপূর্ব্ব বলিল—"আমি ত এখনও কথা দেইনি—গাড়ীতে বলব—"

দীপ্তি মধুরতর কণ্ঠে উত্তর দিল—"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আপনার মত হয়েছে—"

বংশলোচনবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—"এই ত ঠিক পথ মা—স্বামীর মনের ছন্দে ছন্দে চলাই সতী নারীর কর্ত্তব্য—"

মিসেস সরকারের কাংস্যকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—"যাও আর বক্তৃতা করতে হবে না—না ঘুমালে মেজাজ আবার তিরিক্ষে হবে—তখন সামলাবে কে ?"

দীপ্তি ও অপূর্ব্ব চোখে চোখে চাহিয়া মন ভরিয়া খানিক লঘুহাসি হাসিয়া লইল।

॥ পাঁচ ॥

সিরাজগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা।

আবার দুজন দুপাশের বার্থে।

অপূর্ব্ব বলিল—"মজাটা দেখেছেন—সবাই ভুল করছে—"

"করুক, কিন্তু সেটা ভুল, একথা আপনি না ভুললেই হ'ল—কারণ পুরুষেরা এ বিষয়ে চিরকাল লোভী—"

"আপনি দেখছি পুরুষের জাত-বৈরী—"

"কথাটি একটু কঠিন, আমি বিশ্লেষণ করি—"

"পুরুষের মধ্যে বংশলোচনবাবুও আছেন, একথা ভুলবেন না—"

"দু চারিটা ব্যতিরেক সত্যের অপ্রতিষ্ঠা করে না—জাতের ইতিহাস পড়ুন—কি শিক্ষা পাবেন, পুরুষ চেয়েছে ভূমি বিজিগীষু হয়ে, চেয়েছে নারী ভোগার্থী হয়ে—উভয়ই তার শক্তির ঔদ্ধত্য—"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—"আপনার কথা শোনায় আমার উপকার হবে—কারণ আমি চলেছি কনে দেখতে—মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতেই হবে—"

"কিন্তু বিয়ে আপনার প্রয়োজন, তার ভিতর মাকে টানছেন কেন?"

"কারণ মা টানছেন বলে। কনে শুনেছি বেশ লেখাপড়া জানে, —চাটগাঁয়ের মেয়ে—বাপ কি করেন, শুনেছিলাম ভুলেছি—"

"এটা শুভ লক্ষণ নয়।"

"নয়, তার কারণ এ বিয়ে আমি করব না, মার মনস্তুষ্টির জন্যই মেয়ে দেখতে যাচ্ছি—"

"বিবেচনা করুন আপনি কি অন্যায় করতে চলেছেন?"

"অন্যায়! কনে দেখা দেশরীতি—"

"দেশরীতি, কিন্তু ভাবুন কি অবিচার, একজন কিশোরীর হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কি আপনার বিবেকে বাধবে না—!"

"তা ঠিক, মেডালের অপর দিকটা আমি ভাবিনি—"

দীপ্তি এবার খিলখিল করিয়া হাসিল, বলিল—"আমি বারংবার এই কথাটিই কেবল বুঝাতে চেয়েছি—মেয়েদের মানুষ হিসাবে আপনারা দেখেন না—দেখেন তাদের ক্রীড়নক হিসাবে—"

"তাহলে এখান থেকে একটা টেলিফোন করে দিয়ে ফিরে যাই, কি বলুন—"

দীপ্তি বলিল—"ওরে বাবা, আমারও চাঁটগায়ে বাড়ী—কথাটি জানাজানি হোক—আর সবাই আমায় শাপান্ত করুক—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব মেয়ে দেখতে—আপনি তাকে আমার চরিত্রের সব দুর্ব্বলতা বলতে পারবেন—তাহলে সে আমায় বিয়ে করবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরব—"

"ফিরবেন কেন? আপনার ত বিয়ে করতে আপত্তি নেই—"

"তা নেই, তবে আমার মনের একটি কল্পনা আছে—মর্ত্ত্যের মানবী সে কল্পনার পাশে নাগাল পাবে না, তাই—"

"কি করতে চান? চির-কুমার থাকতে?

"না, না, তবে চেনাশোনায় যদি কাউকে মনে ধরে, তখন—"

"অর্থাৎ কোর্টশিপ করে পাত্রী নির্ব্বাচন করবেন—"

"অনেকটা তাই—"

"বংশলোচনবাবুর অনুমান তা হলে খাটছে দেখছি, কিন্তু দোহাই আমাকে নায়িকা করে বসবেন না—"

"কিন্তু প্রেম ত স্বেচ্ছাধীন নয়, সে আসে অলক্ষিতে বন্যার মতন,—সে যখন আসবে, আসবে অকস্মাৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে—আসবে—কিন্তু আপনি যে কাব্য অপছন্দ করেন—"

"তা করি—কিন্তু কল্পনার নায়িকার কথা জানবার কৌতূহল হয়—অবশ্য আপনি যদি একে অসৌজন্য মনে না করেন— !"

"না, তা করব না।"

"তবে বলুন, কারণ এবিষয়ে মানুষের রয়েছে চিরন্তন কৌতূহল—তাই আছে বলেই অপাঠ্য কুপাঠ্য নভেল বাজারে বিকায়—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমারটিও হবে অপাঠ্য—"

"তা হোক, শুনে না হয় পস্তাবো—"

"কিন্তু শোনা কি আপনার পক্ষে ভাল হবে—"

"কেন নয় ?"

"কারণ আমার আদর্শ যদি কোথাও আপনাতে প্রতিফলিত হয়, আপনি ভাববেন চাটুকারিতা—"

"সে ভয় নেই, আপনার মত আমিও চলেছি রূপ ও গুণের পরীক্ষা দিতে—"

"তার মানে"

"আত্মীয়েরা ধরেছেন—বিয়ে করতে—তাঁরা জুটিয়েছেন একজন বিলাত-ফেরত—"

অপূর্ব্ব বলিল—"যাক তাহলে দেখছি—আমরা দুজনে love-proof হয়ে দাঁড়িয়েছি—অতএব নিশ্চিন্ত আলোচনায় বাধা নেই—"

"তাহলে বলুন—আপনার মানসীর কথা—"

"আমার মধ্যে বলেছি ত ঘুমন্ত কবি রয়েছেন—তাই আমি যা চাই তার অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক কল্পনা—"

দীপ্তি হাসিয়া উত্তর দিল—"তা হোক আজ যা কল্পনা, কাল তা সত্য—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই প্রবচনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমাদের দেশের বিয়ে প্রেমহীন পরিচয়হীন

—আত্মীয় স্বজন দুজনকে জুড়ে দেন সহজ মিলনে—ভাবেন শারীরধর্ম্ম দুজনের চিত্তে গড়বে প্রেমের স্বর্গলোক—, কিন্তু তা ঘটে না।”

“আমাদের দেশের দম্পতিরা কি অসুখী—”

“সুখ আর অসুখ relative—একটি অপরের অপেক্ষা করে—আবার উভয়ে দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত—আমাদের দেশে দেখি যে স্বস্তির আরাম নেই। অল্লায়তনের তন্দ্রাতুরতা—সেটা প্রেম নয়—”

“তাই আপনি প্রেমহীন বিয়ে করবেন না—”

“না, আমি করব কোনও কিশোরীর চিত্ত-জয়—”

“যে কিশোরী হবে চম্পকবর্ণা—যার কুন্তলদলে খেলবে ফণীর ফণা—যার চোখে জ্বলবে বিদ্যুৎ-জ্বালা, যার মুখে ফুটবে পেলব লাবণ্য, —যার দর্শন হবে শুচি, মধুর হবে যার রুচি, যার কথা হবে অমৃত-মাখা—কি বলেন ?”

“আপনি কাব্য করতে পারেন দেখছি—না সুন্দরীর জন্য আমি লালায়িত নই”—

“আমি চাই যে হবে না আশ্রিতা লতা, যে হবে মুক্ত স্বয়ংসিদ্ধ, যে জীবনের পথে গড়বে না বাধা—চলবে সাথে সাথে—হবে ভাবের সঙ্গিনী, কল্পনার রঙ্গিনী, যে ব্যথার দিনে হবে সত্যকার আশ্রয়, ভার হয়ে দেবে না পীড়া—এমনই একজন আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধালু কুমারীকে আমি করব বরণ—”

দীপ্তি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। শ্যামা বাংলার শস্যশ্যামল ভূমি দিগন্তের বনস্পতি রেখায় বিলীন হইয়া যায়। দূরে দূরে কৃষকের ছায়া-ঘেরা কুটীর—কোথাও কৃষকবধূ নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছে—কোথাও পথিক পথ চলিতে চলিতে থামিয়া চলন্ত যাত্রীদের দেখিয়া লইতেছে। তৃপ্তিতে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিতেছিল—।

অপূর্ব্বের কথায় খুসি হইয়া বলিল—"আমি দেখছি আপনি আমার মতবাদ গ্রহণ করে ফেলেছেন—অতএব ভয় হচ্ছে হয়ত এটা আপনার সাময়িক অনুভূতি—"

অপূর্ব্ব রাগিল। তাহার পৌরুষ বেদনা পাইল—সে দীপ্তির কথায় প্রভাবিত হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতেও তাহার অন্তরে বাধে। সে বলিল—"না, আপনাতে আর আমাতে আসমান জমীন তফাৎ—আপনি চান যথেচ্ছবিহার—সংযমহীন স্বেচ্ছাকৃত সংসর্গ—আমার আদর্শ তা নয়—আমি চাই—আর মনে করি, বিবাহ ফাঁকি নয়, চুক্তি নয়—এটা পবিত্র দৈব বন্ধন—সীতা যেমন সতী ছিলেন কায়মনোবাক্যে—রামচন্দ্রের প্রীতি ছিল তেমনই একনিষ্ঠ—বিবাহ এমনই একটি আদর্শের অনুস্মৃতি—"

"Mixed metaphor বলে আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন—সেটা যেমন জট-পাকানো ঘোঁট-মণ্ডল, এও তেমনই ভাবে জট-পাকানো—ব্যাপারটি পূর্ব্বতন সংস্কার মুক্ত হয়ে অনুসন্ধিৎসুর চোখে দেখতে শিখুন—তাহলে বুঝবেন আপনার থিওরি ঠিক নয়—"

অপূর্ব্ব থ হইয়া দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না—"

"বুঝবেন না, কারণ আপনার মনটা ঘোলাটে রয়েছে—"

"তাহলে বুঝিয়ে বলুন—"

দীপ্তি হাসিল—"না, আপনি আমায় উপহাস করবেন না—আমি আপনাকে বোঝাব, এ ধৃষ্টতা আমার নেই—আপনি পণ্ডিত—"

অপূর্ব্ব বলিল—"সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ বলে আমার আদৌ অহঙ্কার নেই—আসুন আপনার তর্ক শুনি—"

দীপ্তি বলিয়া চলিল—"যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম—এই শ্লোকের বড়াই অনেক দেখি—একজন লেখিকা বিলাতি প্লটে এই মন্ত্র

যোগ করে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—কিন্তু আসলে এটা একটি বৃহৎ ফাঁকি—”

“ফাঁকি !”

“ফাঁকি নয় ত কি, সাধারণ সংসারের ছবি দেখুন—স্ত্রী থাকেন পাক-শালে—থাকেন আঁতুড় ঘরে—থাকেন শয্যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোথাও কি রয়েছে আত্মার যোগসূত্র, কোথাও কি রয়েছে মননের সহযোগিতা—কোথাও কি রয়েছে বুদ্ধির সহজ যোগ—স্বামী প্রভু স্বরাট্, স্ত্রী দাসী ভোগদায়িনী—”

“আপনার কশাঘাত তীব্র—”

“তীব্র হোক, সে সত্য, আপনার প্রিয় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতাই কি বলে না আত্মাই বড়, আত্মার প্রীত্যর্থেই সমস্ত চেষ্টা—সে আত্মা পুরুষের যেমন, স্ত্রীরও তেমনই, কিন্তু গোঁড়া খৃস্টান পলের মতন আপনারাও মনে করেন স্ত্রীর আত্মা নেই—”

“আপনার ‘প্রোপাগ্যাণ্ডা’ না হয় বুঝলাম, কিন্তু সে কথা ত হচ্ছিল না—আমি বলছিলাম, বিবাহ হবে—একনিষ্ঠ প্রেমের মিলন—সারা জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—আর যদি জন্মান্তর থাকে তবে তা জন্মকে ছাড়িয়েও রবে মধুতর স্মৃতি হয়ে—কালিদাস যাকে বলেন জন্মান্তরীণ সৌহাদ্য—”

দীপ্তি বলিল—“আপনার সহিত তর্ক দুরূহ—”

“কেন ?”

“কারণ আপনি তর্ক করেন না, ভাবের জাল বোনেন—”

“বেশ তাহলে নিশ্চুপ হয়ে আপনার বাণীই শুনি—”

দীপ্তি বলিয়া চলিল—“বিবাহ যদি আত্মবান্ পুরুষ ও আত্মবতী নারীর সম্পর্ক—সে সম্পর্ক হবে জীবন্ত—তা বাড়তে পারে, ছিঁড়তে পারে, মরতে পারে—তাকে নিশ্চলতার দুর্ভেদ্য দুর্গে সমাধি দিলে আরাম হতে পারে, কিন্তু তার বৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের পথ একদম বন্ধ হবে।”

"তাহলে আপনি চান Free divorce ?"

"চাই, কিন্তু চাইলেই যে তা ঘটবে তা নয়, অনেক আইন মানুষের বিধিশাস্ত্রে আছে, যার কখনও প্রয়োগ হয় না—এটাও বহুক্ষেত্রে তাই হবে—কিন্তু যেখানে বিরোধ হবে—যেখানে অবনিবনা হবে—সেখানে মুহূর্ত্তেই যেন বাঁধন খসে বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে—"

"তাতে কি অবাধ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না—"

"না, সংসারে যত গোপন পাপ আছে, তার চেয়ে ভীষণতা নেই খোলা পাপে—মানুষের যৌন জীবনের খোলা ইতিহাস আজকাল লেখা হয়েছে—তা পড়লে জানা যাবে—মানুষ যতই গণ্ডী আঁকুক—তার মাঝে মানুষ পথ পেয়েছে অবৈধ মিলনের ; মানুষ যদি মুক্তি পায়, তাহলে পাপ বৃদ্ধি হবে এ ভয় আমার নেই।"

"আপনার কথা এদেশে চলবে না। ওদেশের বইতে যে সব উদ্ভট প্রলাপ পড়েন, সেগুলি ওদের সমাজেও চলিত নয়—"

"চলাটা কালসাপেক্ষ, রামমোহনের যুগে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল একান্ত দুর্ঘট কল্পনা, আজ সেটা বাস্তব—"

"কিন্তু এত শুধু বাইরের পরিবর্ত্তন নয়, এ একেবারে আদর্শের পরিবর্ত্তন, একেবারে ইডিওলজির নূতনত্ব—"

"তা হোক, যা খাঁটি, তার টিকে থাকবার সুযোগ সুলভ, বিয়ে ত যাদু নয় ; সে দুজন বিভিন্নক্ষেত্রে লালিত ব্যক্তির সম্বন্ধ, যদি বিরূপ হয়ে ওঠে, তবে তৎক্ষণাৎ সেটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে—জন্মান্তরের সম্বন্ধ কি পত্নীর একাধিকার না স্বামীরও ? স্বামী যখন চার পাঁচটি বিয়ে করেন, যখন অবৈধ মিলনে মজেন, তখন চির-জীবনের সম্পর্ক থাকে কোথায় ? আপনার ধর্ম্মধ্বজ কুলীনেরা যখন বহু বিবাহ করতেন, তখন এই সাধু মতবাদ কোথায় ছিল ? আপনি নূতন কালের মানুষ, পুরাতনকে পুরাতন বলে শ্রদ্ধা করবেন—আর এগিয়ে চলবেন—এক ঢিলে এ দুই পাখী মরবে না—"

"তবে"

"আমি সমস্যা পূরণ করছি না, জীবনের সমস্যা পূর্ণ করে পুরস্কার লাভও সম্ভব নয়, কারণ ওটা জীবনের মতই বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তার নূতন রূপ, কালে কালে তার অপূর্ব্ব ভঙ্গী—অতএব সমস্যা সমাধানই কাম্য নয়—চাই পরিবর্ত্তন ইডিওলজির—চাই অ্যাটিচিউডের (Attitude) নূতন দৃষ্টিকোণ।"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু এতে আসবে বিপ্লব—দেশে জাগবে অনাচার—"

"জাগুক, তাতে ক্ষতি নেই—জ্ঞানের পথ মুক্তির পথ—হোক সে কাঁটায় ভরা—"

সিংহজানি ষ্টেশনে গাড়ী থামিল।

বংশলোচনবাবু আসিলেন, বলিলেন—"তাহলে নামছেন ত ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"মিসেসকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন—কিন্তু আমার পক্ষে নামা ঠিক হবে না—"

বংশলোচনবাবু ভীত ও ত্রস্ত হইয়া বলিল—"না, না সে হয় না—"

"হয়, কারণ আমি চলেছি মেয়ে দেখতে—"

বংশলোচনবাবু একবার অপূর্ব্বের দিকে একবার দীপ্তির দিকে চাহিয়া লইলেন—বলিলেন—"কিন্তু আমি ভাবছি—আমার উপহাস কি ভুল হবে ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"তার আর চারা নেই—কারণ উনিও চলেছেন পাত্র দেখতে—"

"পাত্র দেখতে বলা ভুল হবে—নিজেকে আলু কচুর মত দর-কষাকষি করতে দিতে—"

"মা তোমার কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগে—কিন্তু আমি ভাবছি তোমরা চলেছ নিষ্ফলতার সন্ধানে—ঘরেই যে রত্ন রয়েছে তাকে মানাই ভাল।"

দীপ্তি হাসিল, বলিল—"আপনি স্নেহাতুর—তাই—"

"যাক আর ত ঘণ্টা দেড়েকের পথ—আমি মিসেসকে বলে আসছি।"

বংশলোচনবাবু চলিয়া গেলেন।

দৈবাৎ এক একটি কথা জীবনে জাগে যাহা ভুলিবার নয়। ধোপার মেয়ে বলিয়াছিল সাবানবিহীন ক্ষারের যুগে—"বাবা, দিন ত গেল, বাস্‌না পোড়ালি না?" সে কথা লালাবাবুর কানে গেল নূতন মন্ত্র হইয়া নূতন সংবেদনায় জাগ্রত হইয়া। দীপ্তি অপূর্ব্বের দিকে নভেলের নায়িকার প্রথম সংস্পর্শনে জাত প্রেমের সরস দৃষ্টি লইয়া অপূর্ব্বকে দেখিতে বসিল।

অপূর্ব্বের যোবন-সুঠাম দেহ—নূতন আনন্দের স্পর্শে নবীন মাধুর্য্যে ভরা। কোন এক বৈরাগী পাশের কামরায় গাহিতেছিল—

মেরে তো গিরিধারী গোপাল—দুসরা ন কোই।
যাঁকো শির ময়ূর-মুকুট মেরো পতি সোই॥

সুরলহরী ভাসিয়া আসিয়া দীপ্তির অন্তর আর্দ্র করিয়া তোলে। দীপ্তি যেন আপনমনেই আত্মভোলা বিস্মৃতিতে আবৃত্তি করে—"ময়ূর মুকুট—!"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করে—"কি?"

দীপ্তি লজ্জায় রক্তিম হইয়া বাহিরের দিকে চাহে, আর মুখে বলে—"কিছু না…"

অপূর্ব্বের মনে জাগিল বৈষ্ণব-কবিতা—

দু'হক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেমহিল্লোল।

সেই হিল্লোল কি সত্যই জাগিবে?

কেবল নিরবধি কালই তাহা জানেন—কালই তাহা বলিতে পারেন।

॥ ছয় ॥

গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট পূর্ব্বে বংশলোচনবাবু আসিলেন।

গাড়ী চলিল।

কয়েক মিনিট সকলে দুধারের চলন্ত নিসর্গ দৃশ্য দেখিয়া লইলেন। তারপর বংশলোচনবাবু বলিলেন—"উনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন—কিন্তু আপনাদের বাধা দেবেন না, কারণ আপনারা চলেছেন যে কাজে তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়—কিন্তু আমি ভাবছি, একটা Comedy of Errors অভিনয় করুন,—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি তাহলে শুধু রায় লেখেন না—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"চিরকাল ত ভাই মেসিন ছিলাম না, একদিন রসও ছিল, স্ফূর্ত্তিও ছিল—আজ না হয় আড়ষ্ট হয়ে গেছি, দ্বৈতশাসনের বিকট চাপে—একদিকে উপরওয়ালা—অন্য দিকে গৃহিণী—"

দীপ্তি বলিল—"কি কমেডি করতে বলেন—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"সে মন্দ হবে না মা—আমি বলছি আপনারা কনসপিরেসি করুন—"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল—"একি কথা বলছেন মিঃ সরকার—আপনি সরকারের নিমক খান—"

"এ সে conspriacy নয়—ঐ যে বলে nothing is unfair in war and love—তাই বলছি—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কি বলুন?"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"আপনি যান মায়ের বর হয়ে, তাহলেই মুস্কিল আসান—"

"এটা আপনার কাজের বুদ্ধি হল না—নাটকে নভেলে মানায়, কিন্তু জীবনে এই ফাঁকি চলে না—"

"মানে ?"

"হিন্দুর বিয়ে ত অত সহজ নয়, জাত, ধর্ম্ম, গোত্র, গোষ্ঠী আরও কত কি চাই—কাজেই এখানে নকল বর হলে গলাধাক্কার সম্ভাবনা—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"আপনি বিলাত ফেরত—আপনার যদি এইটুকু সাহস না থাকে, কার থাকবে বলুন ?"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"কিন্তু সে সাহস ত দুঃসাহস—"

বংশলোচনবাবু উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন—"তোমরা যদি ভয় পাবে, দেশ কাদের মুখের দিকে চাইবে ? শতাব্দীর কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করেছে—আমাদের মধ্যে চাই অলজ্ঘ্যবীর্য্য, যৌবন—যারা ভয় করে না—যারা জুজুর ভয়ে প্রতিহত নয়। ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ তার জাতিভেদ।"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"একথা কি আপনি সত্য মনে করেন ?"

"তা মনে করব না—কেন ? সংহতি শ্রীবৃদ্ধির পথ, ভারতবর্ষ সংহতি পায় নি তার বর্ণভেদের কারণ, বর্ণভেদ আমাদের করেছে বিশৃঙ্খল—আমাদের করেছে দুর্ব্বল—"

"এইটাই ত তার সব নয়, বর্ণাশ্রম একটা 'একনমিক সলিউশান', —একটি সামাজিক ব্যবস্থা—অর্থনৈতিক সংস্থান—"

"অর্থনৈতিক হলে হয়ত মন্দ ছিল না—কিন্তু সমস্ত অতীতের বিবাদ ও বিরোধ মিশে এমন তালগোল পাকিয়েছে, যে ব্যাপারটি হয়েছে কেবল ক্ষতি ও অন্যায়ের কারণ।"

দীপ্তি বলিল—"ঘৃণা সংসারে মঙ্গলের হেতু নয়, একথা নিশ্চিত ; কিন্তু এর অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা সেকালের guild প্রথার মত—যদিও এর কিছু মূল্য ছিল সেকালের সমাজে, আজকাল এর প্রয়োজন আর নেই—"

বংশলোচনবাবু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—"আমি তাই বলি—তোমরা দুজনে যে জাতই হও না কেন, পরস্পরের হবে চিরকল্যাণকৃৎ—তোমাদের মিলন যে বিধান বাধা দেয়, সে বিধানই শিব ও সুন্দরের দ্যোতক নয়,—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আপনার খুব ভুল হচ্ছে—আমরা দুজনে এই গাড়ীতেই শুধু চিনেছি—আমরা না জানি পরস্পরের অতীত, না জানি পরস্পরের চরিত্রের ভাবাভিমুখিতা—আপনার রহস্য অস্থানে প্রযুক্ত হচ্ছে—"

অপূর্ব্ব কহিল—"কিন্তু আপনার রহস্যকে আমরা কৌতুক বলেই গ্রহণ করতে পারছি—কারণ আমরা উভয়েই বর্ত্তমানের বুদ্ধিজীবী—বুদ্ধির খেলাকেই আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুভোগ করি—"

বংশলোচনবাবু বলিলেন—"এটা কেবল বুদ্ধির খেলা নয়—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি শুধু বুদ্ধিজীবী নন—আপনার মধ্যে রয়েছে কবিত্ব, রয়েছে আধ্যাত্মিকতার রস—রয়েছে অতীন্দ্রিয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ—"

"এইটাই বড় সুযোগ, বিপরীত সহজেই মেলে—তুমি মা তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, অপূর্ব্ববাবু ভাবোদ্বেল আধুনিক—তোমাদের মিল অকাট্য—"

দীপ্তি বলিল—"সেটা আমাদের নিকট বিস্পষ্ট নয়—"

"হবে, চোখ সব জিনিষ দেখে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না,—তোমাদের প্রেম অপরের কাছে প্রতিভাত, তোমরা কিন্তু তাকে সহজে দেখতে পাবে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"তাহলে আপনি কি রায় দিচ্ছেন—"

"ডিক্রি—শ্রীমান অপূর্ব্বের সহিত দীপ্তিময়ীর শুভ মিলন হোক, এই আমার সুবিচারিত সিদ্ধান্ত—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু আপনার ডিক্রি জারি করা চলবে না যে,

কারণ কার্য্যবিধি বদলে গেছে—দেওয়ানি আদালত এখানে ক্ষমতাহীন—”

বংশলোচনবাবু বলিলেন—“তা কেন ইনজাংকশান আছে—সেটার প্রয়োগ করা চলে—”

“কিন্তু এটা ত কেবল পার্থিব নয়, এর মধ্যে রয়েছে অপার্থিব আন্তরিক সম্বন্ধ, সেখানে আপনি জোর করবেন কি করে ?”

বংশলোচনবাবু হাসিলেন—“তোমরা কি মা বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে, আমি জানি মকরকেতন তার কাজ স্থরু করেছে—বাকিটুকু আমি করব—”

“আমরা ত সন্দিহান—আমরা ভাবছি আপনি পথে সময় কাটাতে চান—তাই আমাদের নিয়ে রহস্য করছেন—অবশ্য আমরা আধুনিক, তাই আড়ষ্ট না হয়ে আপনার বাগ-বৈদগ্ধ্যের প্রশংসা করছি—”

বংশলোচনবাবু খানিক গম্ভীর রহিলেন—পরে বলিলেন—“ময়মনসিংহ এসে পড়ল—কিন্তু বুড়োর একটা অপ্রিয় কথা মা মনে রেখো—প্রগল্‌ভতা ভাল নয়, বুদ্ধি যতই ক্ষুরধার হোক মা—সব জিনিষকে অবজ্ঞা করো না—”

ময়মনসিংহ আসিয়া পড়িল। কুলিরা হাঁক ডাক করিয়া সমারোহ করিয়া তুলিল। দীপ্তি বলিল—“আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন—আমি আপনাকে কোনও অন্যায় কথা বলতে চাইনি।”

নামিতে নামিতে বংশলোচনবাবু বলিলেন—“তা জানি মা, কিন্তু আমিও অন্যায় বলিনি। বুড়ো চাণক্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—শর্ব্বরী ভূষণ চন্দ্র, লজ্জাই নারীর ভূষণ—”

দীপ্তি নমস্কার করিয়া বলিল—“আপনার স্নেহ আমার চিরদিন মনে রইবে, কিন্তু লজ্জাকে জয় করবার চেষ্টাই আমরা করছি—”

এতক্ষণে তিনি নামিয়া পড়িয়াছিলেন। চলিতে চলিতে বংশলোচন

বাবু বলিলেন—"ওকাজ করো না মা! ঘোমটা ছাড়া আর লজ্জা ছাড়া এক নয়—"

মিসেস সরকারের দৃপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল। তারপর তিনি বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে আসিলেন।

অপূর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি গেলেন না, বড়ই দুঃখ হল—কিন্তু আশা করি আপনি মনের মত পাত্রী পাবেন—আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।"

অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞ নতি জানাইয়া বলিল—"আপনার শুভেচ্ছা আমার মনে রইবে—শুধু আমি নই, মিস চৌধুরীও চলেছেন মিলন-ব্যাকুল হয়ে—"

"আপনার সঙ্গে?"

"তাহলে ত মন্দ হত না—রাস্তার দীর্ঘ পথ কাটত কপোত-কূজনে—কিন্তু ওর দৃষ্টি অন্যত্র—"

সে কথায় দৃষ্টিপাত না করিয়া মিসেস সরকার চলিলেন—বলিলেন—"গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াবে—আমি আপনাকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

এই বলিয়া অপূর্ব্বকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার জানাইয়া মিসেস সরকার বিদায় লইলেন।

দীপ্তির সহিত তিনি ভাল করিয়াই কথা কহিলেন না। মেয়েতে মেয়েতে থাকে, এমনই সহজাত ঈর্ষা—কিন্তু কেন?

বংশলোচনবাবু শেষ-বিদায় নিতে আসিলেন—"আমার দরজা আপনাদের জন্য খোলা রইল, যেদিন খুসি যুগলে এসে কৃতার্থ করবেন—"

অপূর্ব্বও হাসিল, দীপ্তিও হাসিল। পরে কহিল—"কিন্তু আপনি আকাশ-কুসুম দেখছেন—"

"তা দেখব—কিন্তু আমি জানি—এ বিশ্বাস আমার ফলবে—"

॥ সাত ॥

ময়মনসিংহে মৌলভী নূরমহম্মদ উঠিলেন। তিনি circle-officer, —চক্রবর্ত্তী, সম্প্রতি বদলি হইয়া আসিয়াছেন—ভদ্রলোকটির নাম নূরমহম্মদ; তাহার স্যুটকেসের উপর নাম খোদাই ছিল—তাহাই পড়িয়া অপূর্ব্ব জানিয়া বিরক্তি অনুভব করিল।

গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় নূরমহম্মদ আসিলেন—সুবেশ ও সুদর্শন ভদ্রলোক, উঠিয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয়ই আপনাদের ব্যাঘাত করলাম—"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"না, বসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমাদের এই দীর্ঘযাত্রার তিক্ততা দূর হবে—"

নূরমহম্মদ বসিয়া পড়িলেন—তারপরে বলিলেন—"আমি সামান্য সার্কেল অফিসার—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার যোগ্য নই—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার সঙ্গে পল্লী-জীবনের গভীর পরিচয়, আপনার কাছ থেকে অনেক শেখা যেতে পারে—"

সার্কেল অফিসার বলিলেন—"আপনি নিশ্চয়ই কলকাতায় থাকেন, —আমাদের আসল পাড়াগাঁর যে বৈশিষ্ট্য, সে সর্ব্বত্র সমান—সে হ'ল দুর্ব্বলতা—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন—"

"বাইরে থেকে চাপ এসে কোনও কাজ কখনও হয় না, কাজের জন্য চাই অন্তঃপ্রেরণা—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার কথা পরে শুনব—কিছু খেয়ে নিন। মিসেস সরকার যথেষ্ট খাবার পাঠাইয়াছিলেন—দীপ্তি তিনখানি প্লেটে খাবার সাজাইয়া অপূর্ব্ব এবং মহম্মদকে দিল।

মৌলভী বলিলেন—"আমি খেয়ে এসেছি—আমায় একটা সন্দেশ দিন শুধু—"

আহার চলিল। মৌলভী বলিলেন—"আপনারা খুব লিবারাল—"

দীপ্তি বলিল—"এতে উদারতা কিছু নেই—আমাদের দেশে, কি হিন্দু, কি মুসলমান কেবল গড়েছে ছেদ—ঐটাই সর্ব্বনাশ করেছে—মানুষে মানুষে সহজ সম্প্রীতির যোগপ্রতিষ্ঠা একান্ত কর্ত্তব্য—"

মৌলভী বলিলেন—"আমিও এই কথা প্রচার করি—দেশের সাধারণ কাজে সর্ব্বসাধারণ যেখানে উপকৃত হবে—সেখানে সাধারণ দায়িত্ববোধ আমাদের নেই, আমরা জাত নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে, অনর্থক কলহ করি—রাস্তা ভাল হলে মুসলমানও চলবে হিন্দুও চলবে—ভাল স্কুল হলে হিন্দুও পড়বে, মুসলমানও পড়বে—কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ সেকথা বোঝে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু এবিষয়ে মুসলমানদের বোধ হয় দোষ বেশী—তা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সেটা তাদের স্বাজাতিকতার পরিচয়। যদি মুসলমান শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তাহলে তাহাদের সংকীর্ণতা যাবে—তারাও স্বাদেশিকতার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে—"

দীপ্তি বলিল—"এই স্বাদেশিকতার বিকাশে আপনাদের খুব দায়িত্ব আছে, সংকীর্ণতার পথ উন্নতির পথ নয়, মানুষ যেখানে অবাধ মুক্ত, সেখানেই তার শ্রীবৃদ্ধি ; free trade পলিসিতে বিলেত যখন চলত, তখনই সে ছিল সমৃদ্ধির কাঞ্চনজঙ্ঘায়, আজ (protection) প্রটেকসানের বাঁধন দিয়েও সে লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাতে পারছে না—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনার কথা আমি মানি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুরও খুব আছে, বামুন কায়েত বৈদ্য অন্য সমস্ত হিন্দুকে কোণ-ঠেসা করে রেখেছে—দেশে যারা অত্যাচারিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে—তাদের অধিকাংশ মুসলমান ও এই সব অবজ্ঞাত হিন্দু—এদের দৃষ্টি আজ

সার্ব্বভৌমিক উদারতায় অনুপ্রাণিত করা মুস্কিল—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি সেটা হবে—"

দীপ্তি বলিল—"সেটা করতেই হবে—বুদ্ধিজীবী মানুষদের সম্মুখে আজ সমস্যাই প্রকট হয়েছে—নিদ্রিত গণ-নারায়ণ জাগছে—তার জন্য যারা পুঁজির মালিক, যারা বনেদি, যারা পীড়ন করছে—তারা আস্ফালন করছে—কিন্তু সে আস্ফালন করে তারা কিছু করতে পারবে না—পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ শূদ্র তার বিজয় তূর্য্য বাজাচ্ছে—ভারতবর্ষেও জাগবে সেই মহৎ-প্রাণ—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু আপনি অনর্থক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর আঘাত করছেন—"

মৌলভী নুরমহম্মদ বলিলেন—"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনেক ভাল জিনিষ আছে স্বীকার করি; আমি পড়েছি আপনাদের অনেক বই—কিন্তু সে ধর্ম্ম সাম্যকে স্বীকার করেছে—কিন্তু পালন করে নি—তার সমাজ-ধর্ম্ম সমন্বয় আনে না—আনে বিরোধ ও অনৈক্য—তাই তার প্রশংসা করে লাভ নেই—মুসলমান ধর্ম্মে রয়েছে সামাজিক উদারতা—তাই তার ভবিষ্যৎ একান্ত উজ্জ্বল—সাম্য তার নিকট মন্ত্র নয়, সত্য—সে সত্য সে পালন করে—"

"আপনার সহিত তর্ক করতে ভয় হয়, কারণ আপনারা সাধারণতঃ তর্কে অসহিষ্ণু—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি নির্ভয়ে তর্ক করুন, কারণ আমি আহম্মদিয়া—আমরা ধর্ম্মে উদার মতই পোষণ করি—সর্ব্ব ধর্ম্মের সার নিষ্কর্ষণে আমাদের চেষ্টা আছে—"

"হিন্দু দর্শনের সঙ্গে মুসলমান দর্শনের তুলনাই হয় না—এখানে রয়েছে শতশতাব্দীর ধ্যান ধারণার সঞ্চিত ফল, তার তুলনায়—"

"মুসলমান ধর্ম্মের তত্ত্বালোচনা অত্যল্প, কিন্তু ভাবের খেলার প্রয়োজন কি? আপনাদের ব্রহ্মবাদ জানাল জীবে শিবে অভেদ

বুদ্ধি—আপনাদের ব্রহ্মবোধ বুঝাল ওষধি ও বনস্পতিতে ব্রহ্মদর্শনের কথা—কিন্তু তার ফল কি কোথাও ফলেছে? আপনার ব্রাহ্মণ দম্ভে বলছে—শূদ্র তুমি অস্পৃশ্য, বেদে তোমার অধিকার নেই—তোমার পূজা করব আমি—তোমার পারলৌকিকি ভেলার কাজ আমার—ফলে হিন্দু জগতের পারিয়া—তার বুদ্ধি রয়েছে, কিন্তু সে বুদ্ধি দিয়েছে ক্লৈব্য, তার কর্ম্মশক্তি রয়েছে কিন্তু সে শক্তি তাকে দেয় না জয়ের পথ—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ঠিক পথ ধরতে পেরেছেন—হিন্দুয়ানি দুনিয়ার যত ক্ষতি করেছে এমন ক্ষতি আর কিছুই করে নি—এরা মানুষের অমোঘবীর্য্যকে করেছে বন্দী—মানুষের চিত্তকে করেছে কলুষ-গ্রস্ত—এ ধর্ম্ম রসাতলে গেলে ভারতবর্ষের হবে মুক্তি—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি হয়ত স্বেচ্ছায় একটু অত্যুক্তি করছেন, ধর্ম্মকে রসাতলে পাঠিয়ে বলসেভিজম চায় মানুষের মুক্তি—কিন্তু সেটা মুক্তির পথ নয়, মানুষকে ধর্ম্মহীন করা চলে না—তাই চাই হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার—"

অপূর্ব্ব বলিল—"পবিত্র বিষয় নিয়ে মিথ্যা জল্পনা শ্রেয় নয়—"

দীপ্তি বলিল—"একি আপনিও গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে চান—"

"কিন্তু একি গোঁড়ামি?—"

"গোঁড়ামি বইকি—"

"অন্ধতায় প্রাপ্ত আশ্রয়কে আঁকড়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, যুক্তিবাদী মানুষ মানে Creative Evolutionকে—"

মৌলভী বলিলেন—"না না, ওসব বিলেতি মতবাদ নয়, প্রাচ্যই ধর্ম্মের প্রসূতি—পশ্চিমের ধার করা বিদ্যে আমাদের ঘরে খাপ খাবে না—"

দীপ্তি বলিল—"না, না, প্রাচ্য যে ধর্ম্ম গড়েছে, সে বেড়েছে

অলৌকিক ও অস্বাভাবিকের আশ্রয় বেয়ে, বিজ্ঞান তাকে গ্রহণ করতে পারে না—আজ এমন ধর্ম্ম চাই, যা বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে পারবে—"

মৌলভী বলিলেন—"বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম দুটির প্রতিষ্ঠা দু'রকম, বিজ্ঞান যুক্তির শৃঙ্খল বেয়ে চলে নব নবতর সত্যে—যেমন গাণিতিক সিদ্ধান্ত সমাধানে ঘটে, কিন্তু ধর্ম্মের ভিত রয়েছে বোধিতে—মানুষের আত্মার অনুভূতিতে—"

অপূর্ব্ব তারিফ করিয়া বলিল—"মৌলভী সাহেব আপনি খুব চমৎকার কথা বলেছেন—আমাদের যোগী ঋষি ও সাধকেরা ত যুগ যুগান্তর এই কথাই বলেছেন, ধর্ম্মের পথ শুষ্ক তর্কমার্গ নয়, সে ফোটে ফুলের মতন—তার পথ উন্মেষের পথ—"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা দুজনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনাসক্ত তর্ক করতে সক্ষম নন, তাই আপনাদের সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল—রিলিজন আর রোমান্স এক সাথে চলে—ঐ রোমান্স আপনাদের মনকে রঙীন করে তুলেছে—ডগমা যারা মানে তারা বৈজ্ঞানিক নন, যদিও তারা বিজ্ঞান পড়ে এবং বিজ্ঞান চর্চ্চা করে—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমায় কটাক্ষ বৃথা—আমি বিজ্ঞান পড়েছি, 'কলা' আবিষ্কার করেছি—কিন্তু আমি মানি ধর্ম্ম সত্য বস্তু—"

মৌলভী বলিলেন—"শুধু সত্য নয়, অদ্বিতীয় আদি তত্ত্ব—"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা করছেন পুনরুক্তি—"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"অর্থাৎ"

"যে সব কথা বারংবার বলা হয়ে অর্থহীন হয়ে উঠেছে—আপনারা বলছেন সেই কথা—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কতকগুলি কথা চিরন্তন—যেমন সত্য—"

দীপ্তি বলিল—"সনাতন কথাই সদাতন নয়, ধর্ম্মকে মুক্তি দিতে

হবে—তার প্রাচীন জড়তা থেকে—ওকে সংস্কার করতে যারা বলে তাদের অনেকে বলে নাস্তিক—"

"কিন্তু নাস্তিকতা ঘৃণার নয়, সেটা জীবন্ত বিশ্বাসের জীবন-স্পন্দন—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনার বুদ্ধিকে আমি প্রশংসা করি—কিন্তু আমি আমার সহজ বিশ্বাস নিয়ে সান্ত্বনা পাই, তাকে আমি যুক্তির জাল দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাই না—এই সামনের ষ্টেশনেই আমি নামব—আমায় দুঃখদহন হতে মুক্তি দিন—"

দীপ্তি আপন অঞ্চল গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন মৌলভী সাহেব—যখন তখন ধর্ম্ম নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা কিছুতেই উচিত নয়—"

মৌলভী বলিলেন—"আপনি কি দুঃখিত হলেন ?"

"না, দুঃখ করার কিছু নেই—সংসারে খুব কমই মানুষ আছে, যারা সইতে পারে নূতনত্বের চমক—"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়া পড়িল। মৌলভী নমস্কার জানাইয়া নামিয়া পড়িলেন।

দীপ্তি খুসি হইল। মৌলভী নূর মহম্মদ সাধারণ ন'ন—তিনি উদার, যুক্তির শাসন তিনি মানেন না। দীপ্তি সেই কথাই ভাবিতে ছিল। তাহার মতন যদি সে তর্কজালকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সহজ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করিতে পারিত।

॥ আট ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে গাড়ী ছাড়িল।

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার ঘুম পাচ্ছে—আমি একটু ঘুমিয়ে নি—আপনিও ঘুমোন না—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ঘুমোন—আমার দিনে ঘুম পাবে না—"

অপূর্ব্ব চোখ বুজিল।

দীপ্তি চাহিয়া চাহিয়া বাংলার রূপ দেখিল। দুধারে চলিয়াছে বিল—ধানে ভরা—মনে হয় কে যেন সবুজ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। সজল আর্দ্র ভূমি বাঙ্গালীকে সরল করিয়াছে, সবল করে নাই। দীপ্তির মনে হইল—বাঙ্গালী বাঙ্গালার জমির মতই নরম, তাই তার চাই জীবনযুদ্ধে সবল মন্ত্র।

ছোট ছোট ষ্টেশন আসিতেছে। সেখানে কিঁছু জন-সমারোহ, কিছু কলকোলাহল। বাংলার শ্যামা পল্লীকে যদি মরুভূমি মনে করা যায়, তবে ষ্টেশনগুলিকে তার মরূদ্যান বলা যায়। এখানেই আধুনিকতা সনাতনকে স্পর্শ করে।

ভৈরববাজারের কাছাকাছি আসিয়া অপূর্ব্ব জাগিল। দীপ্তি বলিল—"দেখুন কেমন চমৎকার সেতু—নদীটাও বেশ ভাল—যমুনার মত বড় নয় কিন্তু কি শান্ত সমাহিত—"

অপূর্ব্ব চোখ মুছিয়া বলিল—"যাই হাত মুখ ধুয়ে নেই—"

"চা খাবেন ত তারপর?"

"অমৃতে কার অরুচি?"

"কিন্তু কি ব্যবস্থা করব?"

অপূর্ব্ব বাথরুমের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি নিশ্চিন্ত—আপনার হাতে আত্মসমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত—"

দীপ্তি রেস্তঁরা হইতে চা আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।

অপূর্ব্ব বাহির হইয়া স্মিতহাস্যে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল—"আপনারা যখন গৃহ-কল্যাণী অন্নপূর্ণা, তখনই সম্পূর্ণা—রণমুখী হয়ে যখন বলেন রণং দেহি, তখন আর এখন—"

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—"এ প্রশংসার পিছনে আছে 'দাসী' করে রাখবার মনোভাব—"

"কিন্তু প্রীতির দাস্য কি দুঃখের?"

"আবার আধ্যাত্মিকতা—!"

"চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন?"

"না"

"পড়বেন, ওটা বাংলার প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন—ওই বইতে আছে—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি প্রেম। পত্নী যখন পতির তুষ্টির জন্য সেবা করেন—তখন প্রেমের প্রভায় সেটা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে—"

দীপ্তি চা খাইতে খাইতে উত্তর দিল;—বলিল—"এসব হল রোমান্টিক মনোভাব—"

"কিন্তু Classicism নিয়ে ত মানুষের চলে না—কবি পোপ যে কবিতা লিখেছেন সে কবিতার ভাষা চোস্ত, ভাব চোস্ত—সর্ব্বত্র তার জৌলুষ—কিন্তু তাতে ত মানুষ তৃপ্ত হয় নি—মানুষ চেয়েছে ততোধিক—সে চেয়েছে একটা না বোঝার আনন্দ—আধ-জানা আধ-চেনা কুয়াসার আবছায়া—তাই Romanticism যে আসন দখল করছে, সে আসন অচলপ্রতিষ্ঠ—"

"অচলপ্রতিষ্ঠ নয়, কারণ ওটা বিগত যুগের—বর্ত্তমানে যারা কবিতা লিখছে তারা আজ আর রামধনু দেখে উল্লসিত নয়—তারা দেখছে লৌহযন্ত্রের নিষ্পেষণ—তারা দেখছে শ্রেণী সংগ্রাম—তাই নিয়ে তারা লিখছে নূতন কালের কবিতা—"

অপূর্ব্ব চায়ের পাত্র সরাইয়া আরামের নিঃশ্বাস নিল, তারপর বলিল—"আপনি এত matter of fact হবেন না—আমরা চাই রক্তমাংসের জীব—যারা দিতে পারে মানবীয় সান্ত্বনা—যারা শুধু তর্কে ও মনীষার ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধায়—তারা দেয় না তৃপ্তি—"

"কিন্তু আমি তৃপ্তি দেওয়ার ভার নেই নি—"

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমি ভাবছি—"

দীপ্তি অপূর্ব্বের সংশয়-দোদুল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বলুন ?"

"বলছি তুমি আর আমি······বন্ধু······সে বন্ধুত্ব কি নিমেষেই শেষ হবে···তার কি···"

"কিন্তু কি প্রয়োজন—The lily of a day, is fairer far in May.—এই একটি দিনের চলার স্মৃতি—রবে অক্ষয় হয়ে—আমাদের আলাপনের অনেক সূত্র যাবে হারিয়ে—কিন্তু রইবে তার সৌরভ—"

"আপনিও তাহলে মাঝে মাঝে রোমান্টিক হন—"

দীপ্তি চকিত হইয়া বলিল—"কিন্তু একি sentimentalityর প্রকাশ ?"

অপূর্ব্ব খুসি হইল। পরাজয় করিয়া বিজয়ী যে উল্লাস পায়, অনেকটা তাই—শুধু হাসিতে হাসিতে বলিল—"সে তর্ক নিষ্ফল—রোমান্টিসিজম ত অনুভূতির বিষয়, তাকে নিয়ে জ্যামিতির প্রমাণ দেওয়া চলে না—"

দীপ্তি চুপ করিয়া রহিল—বলিল—"এ কথা মিথ্যে নয়—এই দীর্ঘ যাত্রায় আপনি দিয়েছেন আনন্দ—আপনি করেছেন রক্ষা—আপনি করেছেন চিত্ত-বিনোদন—সে কৃতজ্ঞতায় আমার মন আপ্লুত—তাই হয়ত—"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"কিন্তু শুধুই কি কৃতজ্ঞতা ?"

দীপ্তি আবেগে বলিল—"অধিক চেয়ে আপনি নিজেকে কেন কাঙাল করবেন ?"

কথা শেষ হইল না—গাড়ী আখাউড়ায় থামিল। গাড়ীতে উঠিলেন—কুমিল্লার সদর এস, ডি, ও।

বিপুলায়তন ভুঁড়ি—তাহার উপর টাই, কলার প্যান্ট কোটে তিনি যে অদ্ভুত বেশ করিয়াছেন—তাহা দেখিয়া অপূর্ব্বের হাসি পাইল। এ, বি, রেলে সেকেণ্ড ক্লাস নাই, তাই উহারা এই পদস্থ সরকারি কর্ম্মচারীর দর্শন পাইল।

গাড়ীতে আলাপ হইল—তাঁর নাম শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য—বাড়ী ভাটপাড়ায়, পণ্ডিতবংশে জন্ম—কিন্তু যে বিদ্যা অর্থ দেয় না, সে বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অর্থকরী বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে অগাধ আসক্তি—নমস্কার ও কুশল প্রশ্নাদি শেষ হইলে শক্তিপদবাবু বলিলেন—"আপনারা পূজার ছুটিতে বুঝি দেশে চলেছেন—?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার ছুটি নেই—দেশও চাঁটগায় নয়, আমি চলেছি মাতার আদেশে ভক্ত পুত্র হয়ে—কন্যাদায়গ্রস্তের ভার হরণ করতে।"

শক্তিপদবাবু হাসিলেন, বলিলেন—"এটা দেবীপক্ষ কিনা—আমি ভেবেছিলাম আপনারা চলেছেন অগ্রগামী হয়ে—"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা—এখানে অযুক্ত বহুবচন হিসাবে যদি ব্যবহার করে থাকেন ভালই—নচেৎ আমরা সংযোগহীন—"

শক্তিপদবাবু বলিলেন—"বা, বা, মা আপনার কথা দেখছি বেশ সরস—"

"সে রস দেয় জ্বালা—"

"ওঃ, আপনি বুঝি এ জ্বালা এতক্ষণ পোহায়েছেন—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি খুব দেব দ্বিজে ভক্তিমান্ ?"

"সে প্রশ্ন কেন মা ?"

"আমি অবিশ্বাসী—তাই।"

শক্তিপদবাবু বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন—"অবিশ্বাস কেন মা—আমাদের দেশ যেমন বিরাট, আমাদের ধর্ম্মও তেমনই বিরাট—কত যে তার রূপ, কত যে তার ভঙ্গী—কে তার সীমা করবে—তুমি যা চাও তা সবই ত পাবে মা—মানুষের বুদ্ধি তত্ত্বের যে পথেই চলুক, সে পথ আমাদের ঋষিরা দেখেছেন—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি শিক্ষিত—আপনি হিন্দুর জাতিভেদ, হিন্দুর অস্পৃশ্যতা, হিন্দুর শুচিবাই, হিন্দুর পৌত্তলিকতা এসব কি সমর্থন করেন?"

শক্তিপদবাবু বলিলেন—"অনেকেই এই ভুল করে মা, ধর্ম্মকে আমরা খুব বড় পরিধি দিয়েছি—সে হিসাবে তোমার আপত্তিকর সবই হিন্দুধর্ম্ম—কিন্তু ওটা তার বহিরঙ্গ—এটা তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাধান—তার সঙ্গে তার আত্মিক সাধনার কোথাও যোগ নেই—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি বলতে চান—বর্ণাশ্রম আপনার ধর্ম্মের কাঠামো নয়?"

শক্তিপদবাবু বলিলেন—"আমি কেন, তুমিও বলবে—ধর্ম্ম কি?—বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যে যোগ—তার পরিপূর্ণ সম্ভোগই ধর্ম্ম সাধনার কাম্য—সেখানে বর্ণাশ্রম বহিরঙ্গ—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি সাধক বংশে জন্মেছেন—আপনার কাছে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মবাণী শুনতে চাই—"

শক্তিপদবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণবংশে কুলাঙ্গার—কিন্তু হিন্দু—তাই কিছু বলতে পারি—"

দীপ্তি বলিল—"বলুন, আমরা অবশ্য আপনার বিশ্বাসকে মানতে পারব না—কিন্তু আপনার শ্রদ্ধাকে অবজ্ঞা করব না—"

"শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার কথা নয়, এ যে কর্ত্তব্য, তুমি যে ধর্ম্ম নিয়েছ মা,

সে ধর্ম্ম কত মহান, কত উচ্চ—সে কথা যদি না জান, তাহলে প্রত্যবায় হবে—”

অপূর্ব্ব বলিল—“আমিও ঠিক সেই কথা বলছিলাম, বিদেশের যা কিছু ভাল লাগুক—আমাদের কৃষ্টি যে অতি উন্নত ছিল, এ বিশ্বাস আমরা যেন কিছুতে না হারাই—”

শক্তিপদবাবু আরম্ভ করিলেন—“আমার সময় অল্প, কুমিল্লায় আমায় নামতে হবে—তবু দু-চার কথা বলতে চাই—হিন্দু ধর্ম্ম ডগমা নয়, ক্রীড্ নয়—ওকে সহজ ভাষায় বলতে পারি—সাধন। তত্ত্ব হিসাবে তুমি যা খুসি মানো তাতে কোনই ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমার চাই যোগজীবন—যে কোনও পথ বেছে নাও—হোক সে কর্ম্মের, হোক সে জ্ঞানের, হোক সে ভক্তির, হোক সে সেবার, হোক সে পূজার—অভ্যাস করো, একমুখী হয়ে অগ্রসর হও—তাহলে খুলবে গ্রন্থি—হৃদ্‌কমলে একে একে তত্ত্ব শতদল ফুটবে—ফুটবে জ্ঞান—ফুটবে আলোর জ্যোতি—”

অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল—“আপনি চমৎকার বলতে পারেন—এ যেন হিন্দুত্ব in a nut-shell—”

দীপ্তি বলিল—“আপনার কথায় বক্তৃতার মোহ আছে—কিন্তু আপনি যে কর্ম্মমার্গের কথা বলছেন—সে কি পৃথিবীর সাধারণ কর্ম্ম—না জপতপ, হোম, নৈবেদ্য—ইত্যাদি—”

“আমার কথাকে আমি আবদ্ধ করতে চাইনে কোনও দিকে—জপতপও কর্ম্ম, লোকসেবাও কর্ম্ম—মূল কথা আত্মবিকাশ—আত্ম-বোধের স্ফূর্ত্তি—”

অপূর্ব্ব বলিল—“পরমহংস দেবও এই কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে লোকসেবা করব—হাসপাতাল করব, লাইব্রেরী করব, এ চেষ্টা বড় নয়, বড় কথা ভগবানকে পাওয়া—”

শক্তিপদবাবু বলিলেন—“আমিও সেই কথা বলছি—ভারতবর্ষের

অধ্যাত্ম-সাধনার সুর এইটুকু—আচারে তুমি যাই হও, ব্যবহারে তুমি যাই হও, সেটা বড় কথা নয়, সেটা ধর্ত্তব্যও নয়—তুমি চলবে দিনে দিনে প্রাপ্তির পথে—ঋষিরা বলেছেন যে যারা এ পথে চলে তাদের দিনে দিনে প্রজ্ঞাচক্ষু বিকশিত—তাদের নব নব উপলব্ধি হয়—এবং উপলব্ধি অবশেষে সাধককে এনে দেয় বোধি—"

দীপ্তি বলিল—"আমি এ কথা এমনভাবে কোনও দিন ভাবিনি —তাই তর্ক করব না—আপনি পণ্ডিত—আপনার বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধায় স্মরণ করব—আমার জীবনে হয়ত একদিন সে কাজ করবে —কিন্তু আজ আমি একনিষ্ঠ—আমি বার্ত্তার সেবক—আমি বলব সাংসারিক অভ্যুদয়ই শ্রেষ্ঠ কাম্য—নিঃশ্রেয়স অলস স্বপ্ন—"

কুমিল্লা আসিয়া পড়িল। শক্তিপদবাবু নামিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"তোমার সাথে আলাপ হয়ে সুখী হলাম মা—আমাদের দেশের ধূলিতে বাতাসে রয়েছে এই অধ্যাত্ম-সাধনার রূপ—এ সম্পদ তোমার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধন—যে দিন প্রয়োজন হবে সে ধন তুমি পাবে—"

দীপ্তি নমস্কার জানাইয়া বলিল—"আপনার স্নেহবচন আমি রাখব মনে—আমি তার্কিক—আজ যাকে গ্রহণ করতে পারছি না, তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাই না—যদি জীবনে প্রয়োজন হয়, আপনার এই আলাপের কথা সেদিন আমায় হয়ত পথ দেখাবে—"

শক্তিপদবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন—"দেখাবে পথ, নিশ্চয়ই পথ তুমি পাবে—আমাদের সাধকেরা শতসহস্র পথের দ্বার খুলে রেখে গেছেন—"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। দীপ্তি অলস আবেশে চাহিয়া জন-সমারোহ দেখিতে লাগিল—এখনও চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ—বিরক্তি জাগিয়া ওঠে—।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"খাবেন কিছু?"

"আপনার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে—খাবার কিনব কিছু—"

"কিনুন—কিন্তু আপনি ঠিক যেন গৃহিণীর মত আজ্ঞাকারিণী হয়ে উঠছেন—"

দীপ্তি খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া খাবার নিতেছিল। বলিল—"আপনি যেমন ভোলা মানুষ—আপনার চাই একজন পরিচালক—"

অপূর্ব্ব উত্তর দিল না। বিহ্বল মাদকতায় দীপ্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সকলই সুন্দর, সকলই মধুর বলিয়া কেন মনে হইতেছে তাহার কারণ চিন্তা করিতে বসিল।

দীপ্তি খাবার প্লেট আগাইয়া দিল।

অপূর্ব্ব অন্যমনস্কভাবে খাবার খাইতে সুরু করিল, কিন্তু তাহার ভাবনার শেষ হইল না। শুধু মনে জাগিল বল্লভাচার্য্যের কবিতা ঃ—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধি পতে রাখিনং মধুরম্ ॥

॥ নয় ॥

গাড়ী চলিল।

অন্ধকার আকাশে তারা জ্বলে—কক্ষে জ্বলে বিদ্যুৎ-বাতি।

অপূর্ব্ব রসগোল্লা খাওয়া শেষ করিয়া বলিয়া উঠিল—"তা ঠিক, আমি অত্যন্ত অগোছালো লোক—আপনি কি নিতে পারেন আমার ভার?"

দীপ্তি উচ্চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তার মানে?"

অপূর্ব্ব কহিল—"মানে অত্যন্ত সহজ, আমি বক্তা নই—আমি প্রেম নিবেদনের ভাষা জানিনে—কিন্তু এ আমার আন্তরিক উক্তি—"

"কিন্তু একি সঙ্গত আপনার পক্ষে—?"

অপূর্ব্ব ধমক খাইয়া থতমত হইয়া গেল, বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি একান্ত ধৃষ্ট—কিন্তু—?"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"কি?"

তাহার মুখ নিষ্কম্প নিরুদ্বেগ—। অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি সাহসী—আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি—?"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু আপনি বিলেত-ফেরত—এত অল্প পরিচয়ে কি কোনও যুবক কোনও যুবতীকে এমন ভাবে পাণি-পীড়নের প্রস্তাব করতে পারে—?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার অভিজ্ঞতা নেই—কিন্তু আমার মনে হয় এ সব ব্যাপার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নূতন হয়—বাঁধাধরা নিয়ম সব জায়গায় চলে না—"

দীপ্তি বলিল—"আমি আপনার নাম গোত্র কুল জানি না—আপনি জানেন না—অতএব একে কি বলব—মোহ, লালসা অথবা—"

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল—"অথবা প্রেম"

দীপ্তি বলিল—"প্রেম কি এত সহজ—?"

অপূর্ব্ব বলিল—"ওটা সঠিক বলা মুস্কিল, আপনি পদ্য-সাহিত্যে অনুরাগী নন—"

দীপ্তি কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করিল, বলিল—"বেশ ধরুন আমি অনুরাগী—প্রেমতত্ত্ব শুনতে আমি লজ্জিত হব না—"

"লজ্জিত হওয়ার কথা নয়, আমাদের বাংলা দেশের কবিরা বৈষ্ণব-যুগে এর মাধুর্য্য আবিষ্কার করেছেন—"

"বৈষ্ণব কবিতার বুঝি আপনি ভক্ত—"

"আমি কেন, রসিক মানুষ যেই পড়বে, সেই ভক্ত হবে। নরোত্তম একজন পরম ভাগবত বৈষ্ণব—তার একটি পদ তোমায় বলছি—ক্ষমা করবেন আমাদের মধ্যে দূরত্বের আড়াল শেষ হোক—"

"অবশ্য আপনি আমায় তুমি বললে আমি ক্ষুব্ধ হবো না—"

"তবে শোন, পদটি রসের অমৃত-খনি ঃ—

নব ঘন শ্যাম প্রাণ বঁধুয়া,
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার বদনশশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি,
তবে তোমা দেখিতাম সদাই,
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই।
এমন ব্যথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়—
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব, কহনে না যায়,

এবে সে বুঝিনু সখি, পরাণ সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভয়,
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাজ,
নরোত্তম জীবন সংশয়।"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু এ কবিতায় চমৎকারিত্ব কি—এই সহজ ভাবালুতা দিয়ে জীবনে কি লাভ?"

"তা হয়ত আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই উন্মাদ আকুলতা অনুভূতির বিষয়—"

"আপনি অনুভব করুন, ওরসে আমরা বঞ্চিত—"

"কিন্তু কেন করবেন না, প্রেমের এই স্পর্শ জীবনে এক দিন কি লাগবে না?"

"জানিনা, আজ যখন জাগেনি, তখন, অনর্থক সময় ক্ষেপ করে লাভ কি!"

অপূর্ব্ব বলিল—"একথা ঠিক, কিন্তু আমার কি জানি কেন মনে হচ্ছে"

'মরম ভিতর মেরা রহি গেল দুঃখ
নিচয় মরিব পিয়ার না হেরিয়া মুখ।'

দীপ্তি রহস্য করিয়া বলিল—"তাঃ ভরসা নেই, প্রিয়া মুখ দেখতেই ত চলেছেন—"

অপূর্ব্ব কহিল—"কিন্তু আমি রহস্য করছি না—আসুন আমাদের জীবনের কথা পরস্পরকে বলি, দেখি যদি আমরা পরস্পরের সাথী হ'তে পারি—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি চলছেন মেল গাড়ীর গতিতে—তাই আপনার স্থিরতা নেই, একবার বলছেন আপনি—একবার তুমি—"

"কিন্তু তুমি ত তুমি বলার অধিকার দিতে চাইছ না—"

"বান্ধবীকে তুমি বল্লে দোষ হয় না—"

"কিন্তু আমি বলছি, তুমি হও চির বান্ধবী—হও চির-সঙ্গিনী—"

"আপনি কোনও কালে অভিনয় করেছেন ?—"

"তা করেছি কলেজে—"

"নিশ্চয়ই আপনি দক্ষ অভিনেতা—"

"তা মন্দ নই—অনেক মেডাল পেয়েছি—"

"আমি ভাবছি—আমার কাছেও আপনি মেডাল চাইতে পারেন—"

"অর্থাৎ ?"

"আপনার অভিনয় চমৎকার হচ্ছে—"

"তুমি আমায় উপহাস করছ দীপ্তি !"

অপূর্ব্ব অভিমানে মুখ ফিরাইল।

আকাশে সন্ধ্যা মেঘ ভাসিয়া চলে, বনস্পতির ফাঁকে তারা দলের জ্যোতি চোখে চমক লাগায়।

দুর্ব্বার গতি।

তৃপ্তি কোথায়। জীবন ও এমনই দুর্ব্বার গতি—তৃপ্তির স্বস্তি চাওয়া সেখানে সম্ভব নয়। দীপ্তি বলিল—"আপনি অভিমান করলেন—?"

অপূর্ব্ব কথা কহিল না।

"তা হলেই সত্যি রাগ করছেন—এই ত আপনার বন্ধুত্ব—আপনি এতটুকু অপরাধ ও ক্ষমা করতে পারেন না ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি হঠকারী।"

"ক্ষমা করতে পারি যখন আপনি আমায় তুমি বলে ডাকবেন ?"

"না না, আমার ক্ষণিকের মোহ ক্ষমা করুন, যে পরিচয় হল পথে, যে পরিচয় হল ক্ষণিকের জন্য, তাকে টেনে নেওয়া মূর্খতা, তাকে বড় করে দেখা ভুল, তা ছাড়া—"

"হয়েছে, থামুন, আপনি পুরুষ, আপনি করবেন অত্যাচার, আর তার উপর দেবেন সুগভীর জ্বালা ?"

দীপ্তি মুখ ফিরাইল।

অপূর্ব্ব বুঝিল ব্যাপার গর্হিত হইতেছে তাই সে বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন, অপ্রসন্ন হয়ে আমার উপর অত্যাচার করবেন—না—"

দীপ্তি কথা কহিল না।

অপূর্ব্ব সহসা দীপ্তির পেলব করকমল ধরিয়া কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন।"

রোমাঞ্চকর স্পর্শ।

জীবন যৌবন তার আগমনী বাজাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কখনও এমন করিয়া সে নারীর স্পর্শের মাধুর্য্য অনুভব করে নাই। মনে হইল যেন অমৃতের চির সান্ত্বনাময় স্পর্শ।

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল, কিন্তু বুঝিল এ কলুষহীনস্পর্শ—বলিল—"আপনি একান্ত ছেলেমানুষ—"

"আপনিও ঠাকুমার বয়সী নন—"

দীপ্তি বলিল—"বংশলোচনবাবু আপনাকে মেসমেরাইজ করেন নি ত ?"

"এ যুক্তি অসঙ্গত—এ অনুমান সে ভদ্রলোকের অপমানজনক—"

দীপ্তি বলিল—"বেশ বংশলোচনবাবুর কাজ সমাপ্ত করুন—"

অপূর্ব্ব অবাক বিস্ময়ে বলিল—"বা এর মধ্যে সাবজজবাবুর কথা কিসে আসছে—"

দীপ্তি বলিল—"আমি তাকে অপমান করছিনে—আপনি যখন সীমা লঙ্ঘন করতে চাইছেন—তখন আত্ম-পরিচয় দিন—"

"তাহলে তুমি প্রসন্ন হচ্ছ ?"

"এতে প্রসন্নতা, অপ্রসন্নতার কথা ওঠে না—এটা হবে ভাবের লেনা দেনা—যদি পরস্পরের জীবন, চরিত্র ও আদর্শ শুনে আমরা

বন্ধুত্বের উপর উঠতে পারি উঠব—না উঠতে পারি উঠব না—আমরা মোহহীন যুক্তিবাদী আধুনিক—আমরা বিচার করব—পরীক্ষালব্ধ সত্যকে গ্রহণ করব—ভাবের প্লাবনে ভাসব না—”

অপূর্ব্ব বলিল—“কিন্তু মানুষের মিলন কি যুক্তির উপর দাঁড়াতে পারে ?”

দীপ্তি হাসিল, বলিল—“আপনি আর্য্য-সংস্কৃতির ভক্ত—তার নামে গদগদ, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি হিন্দু বিবাহ আসলে একটি বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানের অভিমুখী প্রচেষ্টা—”

“না, তা ভাবিনি”

“তাহলে, ভেবে দেখুন, এটা সৌজাত্য বিদ্যার পরিপূর্ণ প্রকাশ—বর ও বধূ এখানে নিষ্ক্রিয় বীজ ও ক্ষেত্র—তার নির্ব্বাচন করেন পরিণতবুদ্ধি অভিভাবক—সপিণ্ড ও সমানোদকের বিধি নিষেধ, জাতিভেদ ও কুলভেদের বাড়াবাড়ি সবই এক উদ্দেশ্যে—সুপ্রজনন।”

অপূর্ব্ব বলিল—“তা সত্য, কিন্তু এদিকটা এমন ভাবে দেখিনি—”

“তার কারণ, দৃষ্টিকে মুক্ত ও প্রশস্ত রাখতে পারেন নি—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পদ্ধতি চালিয়েছেন কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার—জীবনের তত্ত্বে তার প্রয়োগ করেন নি। আমি বলছি আসুন সেই নির্ব্বাচন আমরা করি—নির্ম্মম নৈয়ায়িকের মাপদণ্ডে আমরা নিজেদের যাচাই করি কষ্টিপাথরে—”

“কিন্তু আমরা কি ভুল করব না—আমরা কি ন্যায় বিচার করতে সমর্থ হবো ?”

“সে হতে হলে পূর্ব্বার্জ্জিত ভাবপ্রবণতা ত্যাগ করতে হবে—হতে হবে—উদাসীন নিরপেক্ষ স্থিতধী সত্যোপাসক—”

“পারব কিনা বলতে পারিনে—তবে চেষ্টা করতে পারি—”

দীপ্তি গম্ভীর ভাবে জানাল—“চেষ্টা করুন, তবে তার পূর্ব্বে

বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতবাদ আপনাকে জানাতে চাই—কারণ তাই জেনে যদি আপনি বিরূপ হয়ে পড়েন, তাহলে ব্যক্তিগত ইতিহাসের আবৃত্তি অনর্থক—"

"বলুন আমি হব ভক্ত শ্রোতা—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

দীপ্তিদেবী কাছে শুনি অপূর্ব্ব-বিধান।"

"আপনি শুধু কবিতার ভক্ত নন, কবিতার অনুকৃতিও করেন ?"

"শুধু তাই নয়, কবিতাও লিখেছি—"

"যাক আপনার কবিতা পরে শুনছি—এখনই আপনাকে উৎসাহিত করলে আপনি হয়ত কবিতার খাতা বার করবেন—"

অপূর্ব্ব বলিল—"বেশ আরম্ভ করুন অথাতো বিবাহ জিজ্ঞাসা—"

দীপ্তি বলিল—"আমি বলব বিবাহ হবে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত সম্মেলন—"

অপূর্ব্ব বলিল—"রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকবে না ?"

"থাকবে বই কি, তবে যতদূর সম্ভব যে সম্পর্ক হবে স্বল্প নিয়ন্ত্রণের —স্বতঃস্ফূর্ত্ত মিলনের বিরাম হবে স্বেচ্ছায়—"

"তার মানে, এই চুক্তির যে কোনও পক্ষ যখন খুসি ভাঙবে চুক্তি—"

"কিন্তু বিবাহ কি হবে চুক্তি ?"

"তাতে ক্ষতি কি ?

"ক্ষতি, আদর্শের ক্ষতি, বিবাহ হবে আত্মিক সম্পূর্ত্তি—হবে অচ্ছেদ্য বন্ধন—"

"না ওটা মোহপাশ—এ হবে মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—"

"কিন্তু যদি নীড় স্বেচ্ছায় ভাঙে, তবে সন্ততিদের কি ব্যবস্থা হবে ?"

"আমাদের সমাজে যখন এই স্বাধীন মিলনের চল হবে—তখন রাষ্ট্র তার ভার নেবে, যতদিন তা না হয়, ততদিন পিতামাতা তার ব্যবস্থা করে দেবে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার মনে হয় তুমি বলছ গড়ার কথা—নিয়ম গড়ে ওঠে পরিবেশের উপর—আমাদের সামাজিক যে ব্যব—এসব মতবাদ তার প্রতিকূল—"

"তা জানি—তবে নূতনকে যদি কেউ না আরম্ভ করে, তবে সে আরব্ধ হয় না, আমরা করব সেই নূতন পথের উদ্বোধন—"

"কিন্তু—"

"অবশ্য ভয় নেই—সর্ব্বত্র এই ভাঙন হবে, এ আশঙ্কা আমারও নেই, হয়ত অনেকের জীবনে এই মতবাদের জন্য নূতন কিছু করতে হবে না—তারা চলতে পারবে গতানুগতিক পথে—"

লাকসাম আসিয়া পড়িল। গাড়ী থামিলে ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া জানাইলেন যে পথে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লাকসামে গাড়ী ঘণ্টা পাঁচ ছয় কি তার বেশী দেরী করিবে। তাহাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি যাহা পারেন করিতে প্রস্তুত।

অপূর্ব্ব চটিয়া উঠিল, বলিল—"সে কি বলেন—আজ তাহলে নিরম্বু উপবাস—আর সারা নিশিজাগরণ—"

ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন—"অনেক কষ্ট হবে—আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করতে বলেন যদি—"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ওয়েটিংরুমে চাল ডাল ঘি ও ষ্টোভের ব্যবস্থা করে দিন—আমরা খিচুড়ি পাক করে খাব—"

"সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি"

অপূর্ব্ব বলিল—"না, না, সে আপনি পারবেন না—তার চেয়ে—"

"যদি বলেন—আমি আহারের ভার নিতে পারি—"

দীপ্তি বলিল—"না না, ওসব হবে না—আমি খুব রাঁধতে পারি। ষ্টোভে খিচুড়ি করতে আমার একটুও অসুবিধা হবে না—"

ষ্টেশন মাষ্টার ভাবিলেন এসব কলহে মহিলাদের পক্ষ সমর্থন করাই কর্ত্তব্য—তাই নম্রভাবে বলিলেন—"তাহলে সব ঠিক করে দিচ্ছি—আমাদের লোক থাকবে—কোনই অসুবিধা হবে না—"

ষ্টেশন মাষ্টার চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব বলিল—"না না, তোমার ভয়ঙ্কর কষ্ট হবে—"

"কিন্তু আপনি ও তুমির উপর এমন যথেচ্ছাচার করলে চলবে কি করে?"

"তাহলে আপনিই বলব—"

"কেন"

"রাগ করছেন—"

"বারে এই বুঝি আপনার বুদ্ধি!"

"তবে?"

"তুমি বলেই ডাকবেন—"

"সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্ব সময়—"

"হাঁ, তাতে দোষ কি—আপনি বন্ধু—"

"বন্ধুত্বেই আমি তৃপ্ত নই—আমি চাই অধিকার বাড়াতে—আমার দাবী কি পূর্ণ হবে না?"

"আপনি দেখছি সেই কথামালার উট—"

অপূর্ব্ব কপট ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিল—"আমায় উট বলছ—এটা ডিফামেশান—আমি নালিশ করলে ক্ষতিপূরণ পাব—"

"তাহলে মন্দ কি—নিন ডিক্রি—"

"ডিক্রি না হয় করব কিন্তু জারি চলবে কিরূপে?"

"তাহলে ত আপনার গভীর সমস্যা—"

"সমস্যা পূরণ হয়, যদি তোমাকে পাই—"

"না, দেখছি আপনি শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছেন—"

এমন সময় ষ্টেশনের লোক আসিল। অপূর্ব্ব ও দীপ্তি নামিয়া ওয়েটিং রুমে গেল। প্রথম শ্রেণীর অন্য যাত্রী নাই—অপূর্ব্ব একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইল। দীপ্তি পাশেই রান্নার ব্যবস্থায় মন দিল। অপূর্ব্ব বলিল—"বলসেভিজম প্রচার করুন আর ফ্রি ডাইভোর্স প্রচার করুন, এই যে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি—এটাই সবার চেয়ে সুন্দর—"

দীপ্তি তাহার উত্তর দিল না। উপুড় হইয়া রান্নার জিনিষের তদারক করিতে লাগিল। দীপ্তি একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিল— 'জীবন লইয়া কি করিতেছ?' তাহার উত্তর গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। The Here and Now is something to worry about. The only thing to worry about.

সঙ্গের রূপবান সংস্কৃতিবান যুবকটির প্রেমের অর্ঘ্য সে কি লইবে না প্রত্যাখ্যান করিবে—তাহাই গুরুতর সমস্যা। কিন্তু অপেক্ষার কাল নাই—সমস্যা—জীবনের এই একমাত্র সমস্যা।

বিপুলকায় ষ্টেশন মাষ্টারের ভুঁড়ি দেখা গেল। সস্নেহ বাক্য উচ্চারিত হইল—"কোন অসুবিধে নেই ত মা?"

এই অযাচিত ভালবাসায় দীপ্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—"না, সবই ত পাঠিয়েছেন।"

॥ দশ ॥

অপূর্ব্ব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

দীপ্তির ডাকে ঘুম ভাঙিল। "উঠুন—এইবার খেয়ে নিন—"

খিচুড়ির সৌরভ তাহাকে ক্ষুধাতুর করিয়া তুলিল। মুখে গ্রাস তুলিয়া অপূর্ব্ব বলিল—"কি চমৎকার! আপনি দেখছি রন্ধনে দ্রৌপদী—"

দীপ্তির মুখ তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সে সহাস্যে কহিল—"দ্রৌপদী ছিলেন বহুগামী, আমাদের কাছে ওটা বিশ্রী লাগে—"

"বলেন কি? আপনার য়ুরোপীয় গুরুরা ত অন্য প্রকার বলেন—তাঁরা বলেন সতীত্ব স্বামিত্বের সংস্কার—স্বামী মনে করেন পত্নী তাঁর অধিকৃত ধন, তাই ব্যভিচার চৌর্য্যের অপরাধ—এসব কথা কি ভুলে গেলেন?"

"ভুলিনি, অবশ্য রাসেল এই ধরণের কতকগুলি কথা তাঁর বইয়ে লিখেছেন—কিন্তু আমিও য়ুরোপের অবাধ সম্পূর্ত্তির মনোভাব গ্রহণ করতে পারিনি—"

অপূর্ব্ব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। অমলেট খাইতে খাইতে বলিল—"পারবে না, দীপ্তি, পারবে না, কারণ এ তোমার সহজাত সংস্কার—সতীত্বের যে আদর্শ যুগযুগান্তর মানুষের মনকে ভুলিয়েছে, সেটা ফাঁকি নয়—সেটা গভীর সত্য—যতই বই পড়, যতই তর্ক কর—মনে প্রাণে তুমি ভারতের নারী—তুমি যেখানে যাবে, সেখানে হবে কল্যাণী বধূ—যাদের রক্তে রয়েছে সতী সাবিত্রীর আদর্শ—"

দীপ্তি আহার শেষ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া বলিল—"তর্ক থাক, বলুন আপনার জীবনবৃত্ত—"

অপূর্ব্ব পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল—"ধূমপানে তোমার আপত্তি হবে কি?"

দীপ্তি বলিল—"হলে আর উপায় কি, আপনার আরামে ব্যাঘাত করা শোভন হবে না।"

সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী করিয়া উড়াইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল—বলিল—"কিন্তু অপূর্ব্বায়ন শুনে আপনার না হবে আনন্দ, না হবে রোমাঞ্চ—কারণ শতকরা নিরানব্বুই জনের মত আমার জীবনও একান্ত ঘটনা-বর্জ্জিত।"

"শুধু ঘটনার ইতিহাস নয়, বলুন আপনার মনোবিকাশের ইতিহাস, সে হবে অপূর্ব্ব বস্তু—"

"কিন্তু আমি ভাবছি, যদি তুমি আমায় অনুগ্রহ করো, তাহলে তোমার ভয়ঙ্কর মুস্কিল হবে—?"

দীপ্তি কৌতূহলভরে প্রশ্ন করিল—"কি?"

অপূর্ব্ব কহিল—"জানহ স্বামীর নাম, নাহি ধরে নারী, কাজেই যখন তোমার বিস্ময়-রস প্রকাশের প্রয়োজন হবে, তখন অন্যে বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর।—"

"রহস্য-বিদ্যায় আপনি সিদ্ধ হস্ত—"

"থাক—তবে শোন, আত্ম-পরিচয়ে আত্মীয়ের নাম ধাম বলা ঠিক হবে না—বলব যা, তা হবে নভেলের মত কাল্পনিক—"

"গৌর-চন্দ্রিকা অনেক করেছেন, কিন্তু এইবার আরম্ভ করুন—"

"জন্ম আমার হয়েছিল দুর্ভাগ্যের আক্রোশে—পিতৃহারা হই যখন বয়স এক বৎসর, তাই আমার স্নেহের কাঙালিপনা রয়েছে—তাই সারা জীবন উৎসুক হয়ে আছি—মায়ের দরদ পেয়েছি—তাই পত্নীর কাছে কেবল পিরীতি রসের খনি চাইনে, চাই মায়ের অসীম স্নেহ —যে স্নেহ অক্ষয় অমৃত ধারায় রিক্ত হৃদয়কে নিরন্তর সিঞ্চিত করবে—"

দীপ্তি বলিল—"একথা আমার মনে হয় সত্য, কারণ আপনার মধ্যে দেখেছি ছেলেমানুষি ভাব—"

"পাড়াগাঁয়ে পড়াশোনা করি—আমার দেশ খুলনায় ভৈরব-তীরে, ভৈরবের স্নিগ্ধ জল-ধারা তর তর বয়ে যায়, শ্যাম বনস্পতি শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে নদীর বুকে আপন প্রতিবিম্ব দেখে—মাঠে ধানের ক্ষেত বয়ে যায় নিঃসীম চক্রবালে, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য আমার চিত্তকে কবি করে তুলেছিল—"

"আপনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা সমর্থন করছেন—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি মানুষের মনকে গড়ে তোলে—"

"একথা মিথ্যে নয়—"

"সে তর্কে আমি হারব—আমি হয়েছি শহরে মানুষ—পাড়াগাঁয় দু'চারবার বেড়িয়েছি কিন্তু সে কোনও দিন মনে দাগ দেয় নি—"

"বাংলাদেশের সজল শ্যামল পল্লীশ্রী আপনার দেখা উচিত—তার মাঝে প্রাণবন্ত প্রকৃতির সাক্ষাৎ মেলে, মাঠের অবাধ হাওয়া, নদীর কলতান, পাখীর মধুর গান, সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের শত স্মৃতি মনে এনে দেয় সেই মাধুর্য্য, যাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন—

'A pleasurable feeling of blind love
The pleasure which there is in life itself'."

"কিন্তু এটা নেহাৎ কাব্য, বাঁশবন ঢেকেছে পথ—জঙ্গলে ভরা জমি, মশক গুঞ্জনমুখর সন্ধ্যা—কর্দ্দম পিচ্ছিল পথ—শেওলা-ভরা পুকুর—আর হীনচিত্ত পরশ্রীকাতর মানুষ; এই ত আপনার পাড়াগাঁ, —অথচ কাব্যে তাকে আপনি করেছেন অমৃত-মধুর, তাইত আমি কাব্য দুচক্ষে দেখতে পারি না—"

"তোমার কথা যে মিথ্যা তা বলিনে, তবে এই সব অমঙ্গলের মাঝে আলোকও আছে—"

"যাক, সে তর্ক থাক, আপনার জীবন-কথা বলুন—"

"পড়াশুনা করি গ্রামের পাঠশালে—তখন রুষ ও আফগানের সঙ্গে ইংরেজদের আসন্ন সংগ্রামের গুজব দেশে খুব প্রচারিত হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার উদ্ভব হচ্ছে—শৈশবে ও কিশোরে এই স্বাদেশিকতার বোধ আমাকে খুব মাতিয়েছিল—"

"আর সেটা আজও আপনার মনকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে—"

"তা রেখেছে, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি—জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী একথা আমাদের দেশে ছিল, কিন্তু দেশাত্ম-বোধ কোনও দিন আমাদের ছিল না, তাই আমরা ইতিহাস শিখিনি—তত্ত্বকথা শুনেছি—যে উন্মাদনা Rule Britania, Rule the waves সঙ্গীতে আছে,—যে প্রেরণা মার্সেলিস গানে উদ্বোধিত—সে প্রেরণা আমাদের কোনও কালে ছিল না—"

"কেন প্রতাপ সিংহ? বন্দেমাতরম্ গীতি?"

"বন্দেমাতরম্ পশ্চিমের অনুকৃতি—উনবিংশ শতকে য়ুরোপীয়দের দেখাদেখি আমরা যে স্বাদেশিকতা শিখি, এটা তারই মূর্ত্ত বাণী—প্রতাপসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন আপন রাজ্যরক্ষায়—তার পিছনে সমগ্র জাতির স্বদেশপ্রীতি কাজ করে নি—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু শিবাজী—"

"ঐ একই কথা—শিবাজী মহারাষ্ট্র জাতি গড়তে বসেন নি—তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—Nationalism বলতে যা বুঝায়, সেটা নয়া জিনিস। হাল-বিলেতি আমদানি—"

"তা নয়, ঋগ্বেদের ও অথর্ব্ববেদের যুগেও দিগ্বিজয়ী বীরত্বের আশা ছিল প্রবল—তার বর্ণনা পাই তাদের বীরত্বব্যঞ্জক সূক্তে—স্বাদেশিকতা কোনও দেশেই গণ-তান্ত্রিক বস্তু নয়, ওটা বুদ্ধিজীবী মানুষের মনের বস্তু—আমাদের দেশে মাঝে বুদ্ধিজীবীর এত অভাব হয়েছিল—তার ফলে দেশে এসেছিল জাত্যাভিমান—আসেনি উদার দেশাত্মবোধ—"

"আমি আপনার প্রীতিকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু স্বাদেশিকতা এদেশে ফুটতে পারে না, মেকলে বলেছিলেন যে এরা শঠ, ধূর্ত্ত, জুয়াচোর —সেকথা আজও সত্য—এমন চরিত্রহীন জাতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—"

"আমি একথা মানি না—সব জাতের মধ্যেই রয়েছে খারাপ লোক—"

দীপ্তি উত্তেজিত হইয়া বলিল—"না, এমন হীনচেতা লোক অন্যত্র দুর্ল্লভ, অল্প লাভের এবং আশুলাভের আশায় আমরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে হারি, আমরা পারি দাসত্ব করতে; কিন্তু সে কথা যাক, আপনার কথা বলুন—"

"স্কুলে এই স্বাদেশিকতার বন্যায় ভেসে যাই—স্বেচ্ছাসেবক সেজে সমস্ত সভা-সমিতিতে কাজ করেছি—উত্তরবঙ্গের বন্যায় গেছি সেবক হয়ে—অল্পের জন্য বিপ্লবী দলে ঢুকতে ঢুকতে রয়ে গেছি। অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাধল বিবাদ, ফল হল শ্রীঘর—"

"আচ্ছা এইটাই বলুন, বিলেতি পুলিস দেখেছেন, তার সঙ্গে দেখেছেন দেশের পুলিশ—তুলনা করুন—"

অপূর্ব্ব ম্লানমুখে বলিল—"একথা হাজার বার স্বীকার করতে হবে —বিলেতে পুলিশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা—যে কর্তব্যবোধ—যে আদর্শনিষ্ঠ সেবা পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তা পাওয়া যায় না—তার জন্য দোষী আমাদের শাসন-ব্যবস্থা—আমাদের সাধারণ গণ-চিত্ত— আমাদের চরিত্র—"

দীপ্তি হাসিল।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"হাসছেন যে?"

দীপ্তি বলিল—"আপনি ঘুরে ফিরে একই সিদ্ধান্তে এলেন—"

অপূর্ব্ব বলিল—"হয়ত একই—তফাৎ এই আপনি নিন্দুক

মনোবৃত্তিতে কাজ করছেন আর আমি করছি দরদী বন্ধুর সহমর্ম্মিতা দিয়ে—"

"কিন্তু দরদ আপনাকে উপকৃত করবে না—জাতির জন্য চাই কশাঘাত—ব্যঙ্গের কঠোর নির্ম্মম রূঢ় কশাঘাত—"

"শ্রীঘর থেকে যখন ফিরলাম তখন অভিভাবকদের নজর পড়ল—আমায় জার্ম্মানী পাঠিয়ে দিলেন—পাঁচ বৎসর বিদেশে ছিলাম—গান্ধীর মত—হেসো না—মহতের সাথে তুলনা করেছি বলে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মদ ছোঁব না—মাংস খাব না—চরিত্র হারাব না—সেকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি—"

"অকলঙ্ক চরিত্রচন্দ্রে আমি কলঙ্ক অর্পণ করতে চাই না—কিন্তু মাংস না খাওয়ায়, মদ না ছোঁয়ায় কোনও পৌরুষ নেই—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনার কথায় আমার ব্যাভেরিয়ার সেই তরুণী বন্ধুর কথা মনে পড়ছে—যখন পান করলাম না—এমন কি আপেল রসের মদও খেতে চাইলাম না—তখন সে বলেছিল—এতে লাভ কি ?"

"তাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন ?"

"উত্তর দেওয়া মুস্কিল বই কি—তবে আধ্যাত্মিকতা, সংযম, ত্যাগ ও তপস্যার খিচুড়ি করে তাকে নিরুত্তর করেছিলাম—"

"কিন্তু সে মিথ্যা ছাড়ুন, সংসারে বাঁচতে হলে খাদ্য চাই—সে খাদ্য পাই উদ্ভিদে—সে খাদ্য পাই প্রাণীতে—অতএব নিরামিষ খাওয়ায় কোনও আধ্যাত্মিকতা নেই—"

অপূর্ব্ব সিগারেট ধরাইল। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উড়াইয়া চলিতেছে আর নিশ্চিন্ত আরামে সে তাহাই দেখিতেছে। দীপ্তির প্রশ্নের তাই সে উত্তর করিল না।

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"চুপ করে রইলেন যে, ঘুম পাচ্ছে কি ?"

"না, আজ কোজাগর নিশি, তুমি হবে কোজাগর লক্ষ্মী—আমি করব তোমার উপাসনা—"

"আবার চপলতা!"

"প্রসীদ! হে উগ্রচণ্ডে, তুমি প্রচণ্ডা তা জানি, কিন্তু মানুষের মন কেবল রুদ্রের সেবায় মগ্ন থাকতে পারে না, সে চায় বিস্তৃতি—সে চায় কাব্যের বিস্তার—"

"বলুন, সে মেয়েটিকে কি আপনি ভালবেসেছিলেন?"

"না, তবে সে আমায় ভালবেসেছিল—নীলনয়না এই তরুণী ভারতবর্ষকে ভালবাসত সারা অন্তর দিয়ে, সে মনে করত ভারতবর্ষে রয়েছে ঋষিদের তপোবন, ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে রয়েছে যোগী, সাধু, সন্ন্যাসী, যাদের বিবিক্ত মনে ব্রহ্মমূর্ত্তি উদ্ভাসিত—তাই সে ভারতে আসতে চেয়েছিল—"

"আপনি দেন নি, তার প্রতিদান?"

"তাকে ভাল লেগেছিল। সে ছিল দর্শনের ছাত্রী—সে হয়ত আমাকে ভাল না বেসে বাসত তার ভারতবর্ষের আইডিয়াকে—"

"আপনি ভালবাসেন নি—কারণ আপনার ছিল বিরুদ্ধ আইডিয়া—এই বলতে চাইছেন ত?"

"তুমি মনের কথা শুনতে পার?"

"তা পারি, কিন্তু আপনি আপনার অবচেতন মনে তাকে ভালবেসেছিলেন।"

অপূর্ব্ব অবাক বিস্ময়ে দীপ্তির মুখের দিকে চাহিল—বলিল—"অসম্ভব!"

"অসম্ভব নয়—তবে এ সত্য আপনার প্রত্যক্ষ মন কখনও স্বীকার—সত্যি ভেবে দেখুন—স্বীকার করতে চায় নি—"

"কিন্তু সে প্রশ্ন কেন? কৌতূহল না ঈর্ষ্যা?"

"ঈর্ষ্যা কেন হবে—আমি ত আপনাকে ভালবাসি না—"

অপূর্ব্ব হাসিতে হাসিতে বলিল—"এখানে সাইকো এনালিসিস কি বলে? আপনার অবচেতন মন কি বলে?"

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল, বলিল—"যান, আপনি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপের যোগ্য নন—"

মান অভিমানের পালা কোথায় গড়াইত কে জানে, কিন্তু সে পালা অভিনীত হইবার পূর্ব্বে কক্ষে একজন তরুণ যুবক এবং যুবতী প্রবেশ করিল।

যুবতী দীপ্তিকে দেখিয়া বলিল—"বা রে দীপ্তি-দি যে—"

দীপ্তিও বিস্মিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—"কে তৃপ্তি নয়?"

"কেন চিনতে পারছ না দিদি?"

দীপ্তি বলিল—"চেনা একটু অসম্ভব বই কি—কলেজের তন্বী নেত্রী তৃপ্তির সঙ্গে বরবপু গৃহিণী তৃপ্তির সামঞ্জস্য নেই বললেই হয়—"

তৃপ্তি সে কথার উত্তর দিল না—বলিল—"ইনি আমার স্বামী—অনুপম সেন, আমার বন্ধু দীপ্তি চৌধুরী—"

অনুপম অধ্যাপক, করযোড়ে নমস্কার জানাইল—জিজ্ঞাসু নেত্রে অপূর্ব্বর দিকে চাহিল—বলিল—"আপনি মিঃ চৌধুরী—"

অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিল—"অধমের নাম অপূর্ব্ব রায়—"

"ওঃ—" বলিয়া অনুপম হাসিল।

সে হাসির অর্থ, আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনীয়। সকলে সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে তৃপ্তি বলিল—"তোমায় এখানে এমনভাবে দেখতে পাব—তা কখনও ভাবিনি—"

অপূর্ব্ব উত্তর দিল—"অমঙ্গল কখনও কখনও মঙ্গল এনে দেয়—"

তৃপ্তি হাসিতে তাহার উত্তর দিল।

॥ এগারো ॥

আলাপ চলিল।

অধ্যাপক সেন 'গল্পিয়ে'—বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য অনুসারে একই জিনিষ বিভিন্ন হয়—যা বিষ তাই আবার জীবন দেয়, সে কথা যদি বলেন তবে মানি—তবে মঙ্গলময় বিধাতা একজন আছেন—তিনি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল আনছেন একথা আদৌ সত্য নয়—"

তৃপ্তি বলিল—"তোমার নাস্তিকতার তর্ক থাক—"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"ট্রেন কি আজ চলবে না—"

সেন উত্তর দিল—"হ্যাঁ, রাত তিনটা নাগাৎ চলবে—ততক্ষণ জাগতে কস্ট হবে আপনার—"

দীপ্তি বলিল—"না না, আজ গল্প করে কাটানো যাক—অনেক দিন পরে তৃপ্তির দেখা পেয়েছি—কিন্তু আমি ভেবে আশ্চর্য্য হই—তৃপ্তি তুমি কেমন করে বধূর শান্ত জীবন গ্রহণ করলে—কলেজে তুমিই ত ছিলে নারী বিদ্রোহের অগ্রদূত—"

তৃপ্তি হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—"সে ভুল হয়েছিল দিদি—মেয়েরা স্বাধীন জীবনযাপন করবে—এ মত বক্তৃতায় চলে, কাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ চলতে পারে না—"

অপূর্ব্ব প্রীত হইয়া বলিল—"আপনার কথাটি পরিষ্কার করে বলুন, আপনার বন্ধুকে আমি এই কথাই বুঝাচ্ছিলাম—"

সেন বলিল—"কারণ? প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে—"

তৃপ্তি বলিল—"কারণ বোঝা শক্ত নয়, সৌন্দর্য্যের চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি—"

দীপ্তি বলিল—"পুষ্পাঞ্জলি পড়লেই তা গ্রহণ করা চলে না—"

তৃপ্তি উত্তর দিল—"তা ঠিক, তবে এখানে স্বাতন্ত্র্য আছে—"

দীপ্তি বলিল—"কি বলছ? প্রতিনিধিত্ব করবার ভার পেয়েছ কি?"

তৃপ্তি হাসিল, বলিল—"মিঃ রায় তার জন্য দুঃখিত হবেন না, বরং সন্দেশ খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন—"

সেন বলিল—"তর্ক নিষ্প্রয়োজন, পক্ষদের আপত্তির হেতু কি?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি বাদী—আমি আমার জীবন যৌবন সমর্পণ করে বলছি—ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণম্।"

তৃপ্তি বলিল—"এখন তুমি বল দিদি—যদস্তু মম হৃদয়ম্—"

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল—"অত সহজ নয় বোন, বিয়ে ছেলেখেলা নয়—তোমরা নাটক ও রঙ্গ করতে বসেছ—কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত গভীর বিষয়—"

সেন বক্তৃতার সুযোগ পাইল—"গভীর বই কি—মানুষের পরিণয়ের পিছনে আছে নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং আরও বিবিধ 'ফ্যাক্টরস্', যার সামঞ্জস্য চাই, যার সুসঙ্গতি চাই—পরিণয় সমাজ তরুর মূল—সমস্ত ভবিষ্যৎ চেয়ে রয়েছে, হয়ত এই মিলনে জন্মাবে মহাপুরুষ—যিনি অজ্ঞানের তিমির দূর করবেন, যিনি দুর্গতিতে আনবেন আশার আলোক—"

অপূর্ব্ব বলিল—"এত আপনার নাস্তিকতা নয়, এত পরম ভাগবতের আস্তিকতা—"

"নাস্তিকতা—!" সেন বলিল—"আমি মোটেই নাস্তিক নই, আমি আস্তিক, তবে ভাগবতে নই—আমি বিশ্বাস করি মহামানবতার, মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মানুষের লাগতে হবে—এই পৃথিবী ছিল বন্য, মানুষের প্রতিভা সেখানে এনেছে সৌধ ও কানন—আমি নাস্তিক নই, আমি প্রগতির উপাসক—"

"তাহলে"—দীপ্তি উত্তর দিল—"আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে—আমিও মানবতার জয় চাই—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু মুস্কিল ভাই—ওখানে বড়শী ফেলে লাভ নেই—ও মাছ আমি ধরেছি—আমার অধিকার আমি ছাড়ব না—"

দীপ্তি বলিল—"কিন্তু ওটা স্বত্ববোধ—ওসব চলবে না—স্বত্ব ও স্বামিত্বই মানুষের অনর্থের মূল—"

তৃপ্তি কৌতুকোচ্ছল স্বরে বলিল—"তোমার স্বত্বহীন কমুনিজমের জয় হোক, কিন্তু আমি বেচারী স্বামিত্ব ছাড়তে পারব না—"

সবাই হাসিল।

সেন বলিল—"তাহলে প্রতিযোগিতায় আপনাকে স্বামিত্বলাভের প্রয়াস করতে হয়—"

"না, না, স্বামিত্ব আমি মানব না—আমি চাই বিবাহে হবে তুল্যত্ব—সমানাধিকার—সেই স্বাধিকারে থাকবে অপ্রতিহত মুক্তি, সেখানে চলবে না শাসন, চলবে না অত্যাচার, চলবে না একের আধিপত্য—"

সেন বলিল—"হোক সে স্বামীর, হোক সে স্ত্রীর—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু আমি তোমায় শাসন করিনে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"তর্কে বর্ত্তমান দল ব্যক্তি নয়—তারা শুধু বাগ্-যন্ত্র—"

দীপ্তি বলিল—"বিয়ে Irrational knot নয়—সেটা যুক্তির বন্ধন—"

তৃপ্তি বলিল—"শুধু কি যুক্তির? সে বন্ধন মুক্তির—স্বার্থপরতা সেখানে মুক্ত হয়, মুক্ত হয় অন্ধ আত্মাভিমান—ফলে জাগে পীরিতি-কমল—"

"ও—আপনি বৈষ্ণব কবিতা পড়েছেন—বুঝি—"

তৃপ্তি বলিল—"পড়িনি—বাংলা মাটীর খাঁটি জিনিষ ওটি—এত সরল, এত মধুর, এত অমৃত-মাখা জিনিষ বাংলা সাহিত্যে হয়নি—"

সেন বলিল—"তা ঠিক, আধুনিক সাহিত্য বিদেশের জল-হাওয়ায় মানুষ হয়েছে—বৈষ্ণব-সাহিত্য বাংলার মর্ম্মে ফোটা ফুল—ওখানে সংস্কৃত বা প্রাকৃত সাহিত্যের কোনই প্রভাব পড়েনি—"

তৃপ্তি বলিল—"তোমার তুচ্ছ সমালোচনা থামাও—শুনুন—আমি গাইছি বৈষ্ণব কবির গান—"

অপূর্ব্ব বলিল—"গান, আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তর চির ঋণী থাকবে—"

তৃপ্তি গাহিল—"তার গলায় সাতটা সুর খেলে, সাতটি পোষা পাখীর মত, চণ্ডীদাসের ভাষায় যা ছিল গোপন অব্যক্ত—সঙ্গীতের রণনে তাহা প্রকাশিত হয়।

অপূর্ব্ব, সেন ও দীপ্তি মুগ্ধ হইয়া শুনিল—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে,
মদন মুরছা পায়।
কিবা সে নাগর, কি খেনে দেঁখিলু,
ধৈরয রহিল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে,
পরাণ বিন্ধিতে ধায়।
মালতী ফুলের মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে।

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে।
এমন কঠিন নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দে কয়।

গান শেষ হইল, কিন্তু সুর-ঝঙ্কার কাণে বাজিতে লাগিল। মোহাবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ নিরুত্তর অনুভূতি দিয়া তাহাদের পরিতৃপ্তি জানাইল।

খানিক পরে দীপ্তি বলিল—"এ গানের মাঝে অনেকে আনন্দ পায় শুনি—কিন্তু সে আনন্দ যৌন সুখানুভূতির—তার ভিতর আদৌ আধ্যাত্মিকতা নেই—"

সেন বলিল—"ফ্রয়েড বলছেন—কিন্তু জানবেন ফ্রয়েডের মতবাদ টিকবে না—মানুষের সাধনায় প্রেরণার উৎস যৌনতৃপ্তি নয়—মানুষের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর ভাবভূমি—রয়েছে প্রগতিবোধ—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু আপনি আমার আরজি ভুলতে বসেছেন?"

"ওঃ"—বলিয়া সেন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চাহিলেন—

দীপ্তি বলিল—"আমি তৃপ্তির মত শুনতে চাই।"

তৃপ্তি হাসিল, বলিল—"আমার মতে লাভ নেই দিদি—আমি ত অনন্যগতি—"

"তাহলে মনে মনে ক্ষোভ রয়েছে তোমার—"

"বালাই, ষাট!"

দীপ্তি বলিল—"তবে?"

তৃপ্তি কহিল—"রুচি কখনও মেলে না—কার সাথে কখন কার প্রীতি হয় কে জানে, অতএব এবিষয়ে তৃতীয় পক্ষ অনাবশ্যক—"

দীপ্তি তর্ক জুড়িল—"অথচ বোন, আমাদের দেশে চিরকালই মনুর সেই বিধান চলেছে—যার বিয়ে তার মন নেই, পাড়া পড়শীর কুটনো কামাই—কিন্তু আমি সে মত চাইনে—আমি চেয়েছি বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞ মত জানতে—"

তৃপ্তি বলিল—"আমি মনে করি বিবাহিত জীবন নারীর প্রিয়তম ধন—"

"বল কি বোন—কোথায় তোমার সেই জ্বালাময়ী দ্যুতি? কোথায় তোমার সেই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা?"

তৃপ্তি বলিল—"আজ বুঝতে পারছি—এসব অসার জল্পনা, নারী গৃহেই সম্রাজ্ঞী—আনন্দ রয়েছে এই কর্ত্তৃত্বে—"

"এই দাসীপনায় বলতে পার?"

"তা বললেও ক্ষতি নেই দিদি—পত্নী একাধারে দাসী ও প্রভু।"

সেন বলিল—"সখীর মত ত জানলেন—এইবার আপনার মত বলুন—"

দীপ্তি বলিল—"অন্য কথা বাদ না হয় দিলাম—কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ও আদর্শ বিপরীত, কাজেই—"

সেন তর্ক জুড়িল—"যদি অশ্লীল মনে না করেন, তবে বলতে পারি, বিপরীতের মিলনে সুপ্রজনন সার্থক হয়—সন্তান, পিতা ও মাতার বিভিন্ন ধর্ম্মে বিচক্ষণ হয়ে যুগোত্তর মানুষ হয়ে ওঠে—"

তৃপ্তি বাধা দিয়া বলিল—"তোমার তর্ক রাখ—মানুষ যখন বিয়ে করে, তখন দূর ভবিষ্যৎ তাকে লুব্ধ করতে পারে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"এই জন্যই হিন্দু বিবাহ অভিভাবকের হাতে দিয়েছিল নির্ব্বাচন-ভার।"

সেন বলিল—"কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে সেই প্রথা ভঙ্গ করছেন—"

"তা করছি, কিন্তু আমরা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এখানে অভিজ্ঞতা কাজে আসে না—মায়া-কাজল চোখে লাগলে জ্ঞান থাকে না মানুষের—"

সেন তর্ক করে—"আমি মানবতার উপাসক, আমি চাই মহত্বর মানুষের উদ্বোধন—আমাদের সমস্ত শক্তি সেই মহামানবের জন্মের জন্য নিযুক্ত করতে হবে—তাই আমি আপনাদের মিলতে বলি—"

দীপ্তি বলিল—"এ আপনার চমৎকার রায়—"

সেন বলিল—"চমৎকার, কিন্তু অন্যায় নয়, সৌজাত্য একটা বিদ্যা, তার জন্যে ভাবালুতা ত্যাগ করতে হবে—"

দীপ্তি প্রশ্ন করিল—"কিন্তু মোটেই কি ভাবালুতা ?"

সেন বলিল—"তা কেন? পণ সর্ব্বস্বত্যাগ—মহাপুরুষের আবির্ভাব সারা জগৎ চায়—তার জন্য সব ত্যাগ করতে হবে—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এ আদর্শ শুনতে মিষ্ট, কিন্তু যারা সেই আলেয়ার পিছনে ছুটবে তাদের কি সুখ ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আদর্শকে যারা ভালবাসে, তারা তা পারে—"

সেন উত্তর দিল—"আমিও তাই বলি—ভূমাকে গ্রহণ করতে হবে—সর্ব্বস্ব বিনিময়ে—মাতৃত্ব তাই কল্যাণময় আদর্শ—আপনাদের দুজনের রাজযোটক হবে ?"

"আপনি জ্যোতিষও মানেন—"

"মানিনা বললেও ভুল হবে—ওটা একটা অসম্পূর্ণ বিদ্যা—কোথাও যে কাজে লাগবে না, তা নয়—"

দীপ্তি কহিল—"আপনাদের সঙ্গে এইখানেই আমার তফাৎ—আমি নব্যা—নূতন যুগ বলছে যা বুদ্ধির দ্বারা সুগম নয়, তাকে আমরা মানব না—"

অপূর্ব্ব কহিল—"কিন্তু এটা আপনার ভ্রম, বিজ্ঞান ও যুক্তি সব

জিনিষকে কিছুতেই ধরতে পারে না—মেটাফিজিকস্ বাদ দিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকবে কোথায় ?”

সেন কহিল—“এই বৈপরীত্যই আপনাদের পক্ষে খুব ভাল জিনিষ হবে—”

তৃপ্তি কহিল—“তাহলে চুলোচুলি লাগবার সুবিধা হবে—”

সেন বলিল—“তা মন্দ কি ? একটানা মধুও বিষ হয়ে ওঠে—কলহ চাই, তা না হলে প্রেম তিক্ত হয়ে ওঠে—”

দীপ্তি বলিল—একি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ?”

সেন বলিল—“আপনার বন্ধু, তার উত্তর দিতে পারেন—আমি তাকে বলি—একঘেয়েমি ভাল নয়, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন চাই—”

এমন সময় ষ্টেশন মাষ্টার আসিলেন। নম্রভাবে বলিলেন—“এইবার গাড়ী ছাড়বে—”

অপূর্ব্ব বলিল—“চলুন একসাথে যাওয়া যাবে—”

সেন বলিল—“পৃথক কি ভাল হত না ?”

তৃপ্তি বলিল—“না, আমরা ফেনী নামব—তখন শেষ মীমাংসার সুযোগ হবে—”

সেন কহিল—“কিন্তু তাহলে ঘুম হবে না—”

তৃপ্তি বলিল—“নাই বা হল একদিন—”

দীপ্ত বান্ধবীর প্রস্তাবে বিরোধিতা করিল না। জীবনে এমনই আসে এক এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত—প্রাণের শুভ্র শিখাকে সে জ্বালিতে চায়—পারে কি, পারে না, তাহাই জীবনে ট্রাজেডি ও কমেডিতে পরিণত হয়। অপূর্ব্ব এই অভিনবের স্পর্শ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিল। তাহার জাগ্রত চেতনায় যদি দিব্যের আবির্ভাব হয়, সেই স্বপ্নই দেখিতে লাগিল।

॥ বারো ॥

গাড়ী চলিল।

সেন বক্তৃতা আরম্ভ করিল।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি। বন ও প্রান্তর মৌন ধ্যানে মগ্ন। তাহার মধ্যে মানুষের কণ্ঠ কর্কশ লাগে। প্রান্তরলক্ষ্মী হয়ত বিরক্তির ভ্রূকুটি ভঙ্গ করেন। তবু মানুষের রথ চলে—মানুষের কণ্ঠ জাগে।

"জীবনের সম্পূর্ত্তির জন্য চাই নর ও নারীর মিলন—পুরুষ একক সম্পূর্ণ নয়, নারী একক সম্পূর্ণ নয়, তাই একক জীবন যারা যাপন করে, তারা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পারে না—তাদের আমিত্বের প্রসার হয় না—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার এই পুণ্যের ধারণা আমি মানতে পারি না। মানুষ বাঁচে আপন সৃষ্টিশক্তির প্রেরণায়—বাইরের থেকে যে ভার আসুক, হোক সে ধর্ম্মের, হোক সে নীতির, তা কখনই কল্যাণপ্রসূ হয় না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু আত্মম্ভরিতায় পথ চলা ভুল—তাই ঋষিরা বিধান করেছেন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন—"

দীপ্তি উৎসাহভরে উত্তর দিল—"আমাদের দেশে শাস্ত্রের এই জগদ্দল বাহন সাধন না হয়ে ভার হয়েছে। মানুষের পক্ষে ভুল করবার, ভুল করে শিখবার স্বাধীনতা থাকা চাই—যে জীবনে কোনও অন্যায় করেনি, সে কোনও কাজ করতে পারে না—"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু এ তর্ক কেন? আমরা শাস্ত্র বিচার করতে বসিনি—"

সেন বলিল—"ধর্ম্মের স্বাধীনতা ত আমি অস্বীকার করছি না—"

দীপ্তি ইন্ধন যোগাইল—"নারীর স্বাধীনতা করছেন, আপনার মতও

যা, মনুর মতও তাই—স্ত্রীর পতি ছাড়া গুরু নাই—স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই—সে চির-পরাধীন—সে চির-দাসী—"

তৃপ্তি বলিল—"দিদি, অমৃতসরোবরে যে ডোবে, সে তর্ক করে না—সে কেবলই পান করে—অমৃতরসধারা আকণ্ঠ পান করে—আমি বলছি, তুমি তাই করো।"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার বিশ্বাস, আপনার কথায় আপনার বন্ধুর সুমতির উদয় হবে।"

দীপ্তি রাগিয়া উঠিল—"আপনি অন্যায় অত্যাচার করছেন। আপনার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মাত্র আলাপ—আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন—"

দীপ্তি রাগে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিল।

সেন খানিক চুপ করিয়া রহিয়া বলিল—"আমাদের সংস্কৃত প্রবচন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া এ আপনারা জানেন—অতএব ভয় নেই অপূর্ব্ব বাবু—আপনার সহযাত্রিণী তার ক্রোধ সংবরণ করবেন—আপনার হয়ে আমরাও প্রসন্নতার দাবী জানাই।"

দীপ্তি উত্তর দিল না।

তৃপ্তি কৌতুকের হাসি হাসিল, বলিল—"এটা ত দাম্পত্যকলহ নয়।"

সেন বলিল—"সেকালে নর ও নারীর বন্ধুত্ব ছিল না, তাই শ্লোকটির পাদপূরণ প্রয়োজন।"

"কেমন ভাবে?"

"বন্ধুবান্ধবী কলহে চ—কথাগুলি জুড়ে নিলেই হবে।"

দীপ্তি এই রসালাপে যোগ দিল না।

অপূর্ব্ব কহিল—"আমায় ক্ষমা করুন, প্রগল্ভ আলাপে আমি অন্যায় করেছি—আপনার ব্যক্তিত্বের সম্মান করিনি।"

তৃপ্তি সেনকে বলিল—"তুমি কখনও এমন করে ক্ষমা চাওনি।"

"সে আমার গৌরব নয়, সে আমার পরাজয়।"

দীপ্তি এবার ফিরিল, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল—"কেন ?"

"কারণ, অপরাধ করবার দুর্জ্জয় সাহস আমার নেই, তাই।"

দীপ্তি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সকলে সে হাসিতে যোগ দিল। হাসির প্রবাহ সমস্ত জমাট অভিমান ভাসাইয়া দিল।

অপূর্ব্ব বলিল—"আমার জীবনের কথা ওঁকে বলেছি, উনি ওঁর জীবনের কথা বলবেন, বলেছেন—"

"তা মন্দ নয়,, টাকা বাজিয়ে নেওয়া ভাল। তা মন্দ হবে না, বাকি পথটুকু আপনার কাহিনী শুনে কাটবে।"

তৃপ্তি স্বামীর দিকে ভৎসনা সূচক ভাবে চাহিয়া কহিল—"এ তোমার ঠিক নয়—মেয়েদের জীবন ইতিহাস শুনতে কৌতূহল ঠিক নয়।"

অপূর্ব্ব বলিল—"হয়ত সঙ্গত নয়, কিন্তু এটা একান্ত স্বাভাবিক, কারণ এই কৌতূহল আছে বলেই, বাজারে নভেল চলে।"

সেন বলিল—"রসের মধ্যে যেটা আদি, যেটা অকৃত্রিম, সেটা এই কৌতূহল, তুমি যদি অখুসি হও, তাহলে যত কাব্য লেখা হয়েছে, সব পোড়াতে হবে।"

অপূর্ব্ব বলিল—"পতিব্রতা পত্নীর পক্ষে এটা স্বাভাবিক, পরকীয়া রসে তারা সম্মতি দিতে পারে না।"

সেন তর্ক করিল—"কিন্তু ভায়া, এর মধ্যে আপনি তরুণীবান্ধবীকে একচেটিয়া সম্পত্তি মনে করছেন কেন—উনি কুমারী—অতএব—"

তৃপ্তি রাগিল—"জান আমার বন্ধুকে নিয়ে রঙ্গ করলে চলবে না।"

"চলবে না তা জানি।"

দীপ্তি বলিল—"আপনারা অনর্থক ঝগড়া করছেন, আমার জীবন ঘটনা শূন্য—প্রেম শূন্য, তার মধ্যে রস নেই।"

সেন কহিল—"আছে, তা Zানতি পারেন না।"

সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তি বলিতে আরম্ভ করিল—"আমি সংস্কৃতির উপাসক, আমি চাই মানুষের জীবন শিল্পে, সুকুমার কলায়, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে ও বুদ্ধির প্রকাশে দীপ্ত ও ধন্য হয়ে উঠুক। বাংলাদেশে মানুষের জীবন একান্ত দরিদ্র ও হীন, তাই প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ব্যথা অনুভব করি।"

সেন বলিল—"আপনার সঙ্গে দেখছি তাহলে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে, মহামানবতা আর সংস্কৃতি একই জিনিষ।"

তৃপ্তি বলিল—"কিন্তু ও মিল খুঁজতে যাওয়া অনর্থক চেষ্টা।

সেন বলিল—"ভয় নেই দেবী—তুমি রবে অনন্যা সাম্রাজ্ঞী।"

দীপ্তি বলিল—"তার জন্য চাই নূতন শিক্ষা—নূতন স্বাধীন মনোবৃত্তি। দেশে দেশে এতদিন যে শিক্ষা চলেছে, তাতে মানুষের দৃষ্টি হয়েছে আড়ষ্ট। আমরা যে যুগমানবের স্বপ্ন দেখি—তারা এই পঙ্কিল আবহাওয়ায় বাড়তে পারে না—তাদের জন্য চাই নূতন পরিবেশ—নূতন ক্ষেত্র—নূতন শিক্ষা।"

সেন বলিল—"যা শুনছি, তাতে আপনি সহধর্ম্মিণীর সখী না হয়ে যদি সহধর্ম্মিণী হতেন, তাহলে হয়ত আমার কথাটিও জগতকে শুনিয়ে যেতে পারতাম।"

তৃপ্তি কটাক্ষ করিয়া বলিল—"আবার!"

সেন নিশ্চুপ হইল।

অপূর্ব্ব এবার বক্তৃতা জুড়িল—"আপনার superman নূতন কল্পনা নয়, নীটজে তার স্বপ্ন দেখেছে—বার্ণাডশ তার কথা বলেছে—বড় বড় কথার সাজি দিয়ে কি লাভ? আদর্শ যখন শূন্যতায় শোভা পায়, তখন তার কোনও মুল্য নেই—জীবনে যখন তা ফোটে, তখনই তাকে আমরা গ্রহণীয় সম্পৎ হিসাবে দেখি।"

দীপ্তি তর্কের উত্তর দিতে কোমর বাঁধিল। "আদর্শ শূন্য—কিন্তু

মানুষ যখন তার অনুসরণ করে, তখন সে সার্থক হয়ে ওঠে। আমার এ নিস্ফল আস্ফালন নয়—আমি ব্রত নিয়েছি—এই কল্যাণ-ব্রত। আমাদের মূঢ় ম্লান জাতির কণ্ঠে এই সাম্যের গান ফোটাব—তাদের বোঝাব যুগ যুগ শাস্ত্র ও রাষ্ট্র যে নিগড় তাদের কণ্ঠে পরিয়েছে, সেটা মিথ্যা—তারা তাদের অমোঘ বীর্য্যে জাগুক—তখন দেখবে, ধন, সম্পৎ ও শক্তি তাদেরই।"

অপূর্ব্ব প্রত্যুত্তর দিল—"এত কমিউনিজম্।"

দীপ্তি বলিল—"একটা নাম দিলেই বা নিলেই তাকে বোঝান যায় না—বরং তখন সেটা অবুঝ হয়ে দাঁড়ায়—লোকে তাকে বিশ্লেষণ করে না—লোকে অম্লান বদনে মেনে নেয়—আমি যা বলছি তা একান্ত আমারই চিন্তার ধন, তবে সেই চিন্তার খোরাক পেয়েছি নানা আধুনিক মনীষির চিন্তাধারায়—তার জন্য লজ্জা নেই।"

সেন এবার কথা বলিবার সুযোগ পাইল। কহিল—"বাদানুবাদ চলছে, কিন্তু আপনার সহজ কথাটি আমরা এখনও বুঝতে পারি নি।"

তৃপ্তি বলিল—"আমিও না।"

দীপ্তি বলিল—"জগৎ চলছে—তার চলাটা সত্য। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় তার সাক্ষী। এই চলমান কালের পটভূমিকায় মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে—সেটা কালের জয়টীকা নয়—সেটা মানুষের মহত্ত্ব। আমরা যা গড়েছি, তা সম্পূর্ণ নয়, তাই পূর্ণতার জন্য আমরা অগ্রসর হব। অতীত আমাদের ভুলাবে না—ভবিষ্যৎ আমাদের ডাকবে—সেই ডাক শুনে আমরা চলব নিরঙ্কুশ যাত্রী। সমস্ত বন্ধনহীন সমস্ত শৃঙ্খলহীন—দুর্ব্বার স্বাধীনতার মদে মত্ত হয়ে।"

তৃপ্তি প্রশ্ন করিল—"ততঃ কিম?"

দীপ্তি কহিল—"আমরা ফলাকাঙ্খাহীন, আমরা নিষ্কাম কর্ম্মী, আমরা দেখছি দেশে দেশে জাতিভেদ রয়েছে—শ্রেণীভেদ রয়েছে—

তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা হচ্ছে। তাই আমরা ভাঙব জাত, ভাঙব বর্ণ, ভাঙব শ্রেণী, সমানাধিকার ও সাম্যের জয়ধ্বনিতে আমরা দেশ দেশ মন্দ্রিত করব। আমরা দেখছি পুরুষ নারীকে করেছে ভারবাহী পশু—করেছে কৃতদাসী, তাই সেই শিকল আমরা ভাঙব।”

তৃপ্তির ঘুম আসিয়াছিল, সে গদিতে মাথা দিয়া ঢুলিতেছিল—দীপ্তির শেষ কথাগুলি তাহার কাণে ঢুকিল। চোখ মুছিয়া সে বলিল—“কিন্তু তোমার অতিমানব ত স্বয়ম্ভূ হতে পারবে না—তাদের ত জন্ম নিতে হবে নারীর গর্ভে।”

দীপ্তি উত্তর দিল—“তা হবে, কিন্তু জননী হওয়ার সুযোগ সবাই যদি নেয়, তাহলে আদর্শ প্রচার করবে কে ? আমি নিয়েছি প্রচারের ভার—নূতন মন্ত্র জাগবে আমার তপস্যায়, আমি হব ঋষি।”

কেহ ইহার প্রত্যুত্তর দিল না। তৃপ্তি ঢুলিতেছিল, সেনের চোখেও ঘুম লাগিতেছিল, অপূর্ব্ব বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল।

সেন চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল—“আপনাদের ঘুম পাচ্ছে—তর্ক থাক, শুয়ে পড়ুন।”

অপূর্ব্ব সহসা সাড়া দিয়া উঠিল—“না না, ফেণীর আর বেশীদূর নেই, আপনার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে কে জানে ?”

“তা ঠিক, আমরা থাকি মফঃস্বলে।”

তৃপ্তি জাগিয়া উঠিল, সখীর দিকে ফিরিয়া বলিল—“কিন্তু দিদি আমাদের ঋষিরা ত কৌমার্য্যের উপাসক ছিলেন না—তাদের উপাস্য উমা-মহেশ্বর—গৃহজীবনে তারা পার্ব্বতী পরমেশ্বরের জীবনের অনুকৃতি করতে চেষ্টা করতেন।”

সেন বলিল—“অনেক তর্ক হয়েছে, ফেণী এসে পড়ল, যে কথা আপনাকে বলতে পারি, তৃপ্তির সখী হিসাবে—সে কথা বলে বিদায় নিতে চাই। প্রেম যখন তার সুধার কলস নিয়ে এসেছে, তখন তর্ক ঠিক নয়, ব্রত বিবাহিত জীবনেও প্রচার করা চলে।”

দীপ্তি কথার জবাব দিল না, কথা বলিল তৃপ্তি—"সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়, মন খুলে আলাপ হল না দিদি, আমাদের চাঁটগার বাসায় যেও, আমরা থাকি পাহাড়টার নীচে, চমৎকার ছোট বাংলো, কয়েকদিন থাকলে খুব সুখী হবো।"

অপূর্ব্ব বলিল—"বন্ধুকে ত নিমন্ত্রণ করলেন, আমাকে দূর করে দিলেন।"

তৃপ্তি হাসিল, কৌতুকস্মিত কণ্ঠে জবাব দিল—"দূর করিনি, জানি কান টানলেই মাথা আসে, অতএব—"

দীপ্তি বলিল—"তৃপ্তি! তুমি কি অসভ্য হয়ে উঠেছ, এসব অশ্লীল রসিকতা একজন কলেজ-পড়া মেয়ের মুখে একদম মানায় না।"

তৃপ্তি কেবল হাসিয়াই তাহার জবাব দিল।

ফেণী ষ্টেসন আসিল। কুলীর হাঁক-ডাক নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতাকে যেন ভেংচায়। সেন কুলীর মাথায় লাগেজ চাপাইয়া তৃপ্তিকে নামিতে বলিল। তৃপ্তি দীপ্তিকে নমস্কার করিয়া, চট্টগ্রামে তাহার বাসায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া, অপূর্ব্বকে নমস্কার করিয়া নামিল।

দীপ্তি জানালা খুলিয়া সখীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিল।

সেন বলিল—"নিরাশ হবেন না, অপূর্ব্ববাবু! যা সহজে পাই তার দাম বেশী নয়, দুর্ল্লভকে জয় করাই বীরোচিত—"

অপূর্ব্ব করমর্দ্দন করিয়া এই সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইল।

গাড়ী ছাড়িবার পাঁচ মিনিটের পূর্ব্বে যে ঘণ্টা বাজিল, তৃপ্তি বলিল—"আমি জানি দিদি, তুমি ভুল করবে না—"

এমন সময় সেন বলিল—"এই যে মিঃ কুপার, নমস্কার, বা মিসেস কুপারও আছেন, নমস্কার—সুপ্রভাত—"

মিঃ কুপার বলিল—"সুপ্রভাত মিঃ সেন—"

মিসেস কুপার বলল—"মিসেস সেনও আছেন, নমস্কার—"

সেন বলিল—"গাড়ীতে উঠুন, সময় নেই—এরা আমাদের বন্ধু, ইনি মিঃ রায়, ইনি মিস চৌধুরী—তার পরে অপূর্ব্ব ও দীপ্তির দিকে ফিরিয়া—এঁরা আমাদের ওখানের মিশনের লোক—আমেরিকান—এঁদের সঙ্গে বাকি পথ আপনাদের সুখেই কাটবে—"

গাড়ী ছাড়িল। সেন ও তৃপ্তি বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া বন্ধুদের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সেন পত্নীর হাতে হাত রাখিয়া বলিল—তোমার বন্ধু সত্যই আশ্চর্য্য মেয়ে—"

তৃপ্তি খানিক কৌতুকে, খানিক কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

সেন চলিতে সুরু করিয়াছিল, থামিয়া বলিল—"ওই মেয়েটির মন ইস্পাতে তৈরি—ওর উচ্ছ্বাসহীন, বাষ্পহীন, বলিষ্ঠ বিপ্লব—ওর এই পরুষ পুরুষত্ব—এ ভাঙ্গবে না জীবনে ঝড়ের রাতে—এ দুঃখ ও ব্যথাকে কঠোর প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে থাকবে সুপ্রতিষ্ঠ—উন্নতশীর্ষ এবং অগ্নিবীর্য্য।"

তৃপ্তি বলিল—"থাক থামো—তুমি বক্তৃতা করছ না—সেটা মনে আছে ত ?"

সেন সে কথায় কান দিল না। চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া অন্যমনে বিধাতার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিল—"ভগবান এই যুগলকে তুমি যুক্ত করিও।"

সাধক যাহারা, তাহারা বলেন, ভগবান মানুষের কাতর প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু সে তর্ক এখন নিস্ফল। গ্রন্থকার বিধাতা নহেন—গল্প-গতির রহস্যময় প্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পাঠক হয়ত অবিশ্বাস করিবেন, কিন্তু ইহাই একান্ত সত্য।

॥ তেরো ॥

মিসেস কুপার বসিয়া দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার এতদিন বিয়ে হয়নি আশ্চর্য্য—"

মিঃ কুপারও মাথা নাড়িয়া স্ত্রীর মন্তব্য সমর্থন করিলেন।

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনারা মিস মেয়োর দেশের লোক—আপনারা ধারণা করেন—আমাদের দেশে শিশু-বিবাহ চলে—"

প্রশ্নে ঝাঁঝ ছিল। মিঃ কুপার বৃদ্ধ শুভ্রবেশ অথচ মুখে সৌম্য-প্রশান্তি ধীরে ধীরে বলিলেন—"মিস্ মেয়োর কথা ভুলুন, বাল্যবিবাহ এদেশে আছে এটা মিথ্যা নয়—"

অপূর্ব্ব চাঙ্গা হইয়া বসিল। রণ-সমুত্থম। খোঁচা খোঁচা বাণ ছাড়িয়া বিপক্ষবধে প্রবৃত্তি, কহিল—"হোক সত্য, কিন্তু কি ক্ষতি হয়েছে তার? আমাদের বিয়ে আর আপনাদের বিয়ে এক জিনিষ নয়—বালক বর ও বালিকা বধূ স্বামী ও স্ত্রীর জীবনযাপন করে না—সুকুমার বয়সে বধূ পতিগৃহে যায়, সেখানে সে আপনাকে পতিগৃহের উপযুক্তা করে গড়ে নেয়—"

মিসেস কুপার বক্তার উৎসাহ ও দেশপ্রীতিতে মুগ্ধ হইলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এসব তর্ক থাক মিঃ রায়, কিন্তু আপনাদের বিয়ে Loveless marriage, একথা স্বীকার করেন ত?"

"না—"

সকলে অবাক বিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিল।

অপূর্ব্ব সাগ্রহ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে লাগিল—"আপনাদের দেশের ও আমাদের দেশের বিবাহ-প্রথা মূলতঃ বিভিন্ন—আমাদের বিয়ে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার—আপনাদের ওটা চুক্তি—সতীত্ব বিয়ের পূর্ব্বে আপনাদের দেশে মানে না—সতীত্ব আমাদের শাশ্বত আদর্শ

—বিয়ের আগে আমাদের প্রেম হয় না একথা ঠিক, কিন্তু বিয়ের পর আমাদের নর ও নারী প্রেম অর্জ্জন করেন—"

মিঃ কুপার হাসিলেন, বলিলেন—"আপনার নামও অপূর্ব্ব, আপনার কথাও অপূর্ব্ব—তুমি কি বলতে চাও মা?"

বৃদ্ধের কথায় পরিতৃপ্তির মাধুর্য্য মাখানো। দীপ্তি সসম্ভ্রমে উত্তর দিল—"এ তর্ক মিঃ রায় ভাল করতে পারবেন—আমার মতকে উনি বিলেতি মত বলে ওড়াতে চান—"

মিসেস কুপার হাতের ব্যাগটি পাশে নামাইয়া দীপ্তির দিকে সোৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন—"তুমি যদি অন্যায় মনে না কর মা, তবে তোমার মত তোমার মুখেই আমরা শুনব—তাহলে হয়ত আমাদের পোষিত ভুল ধারণা ভাঙ্গবে—"

দীপ্তি বলিল—"আমি বলি বিয়ে সংস্কারও নয়, চুক্তিও নয়, এটা একটা রাষ্ট্রবিধান—রাষ্ট্র চায় যে তার শক্তি অব্যাহত রাখতে গেলে বিয়ের প্রয়োজন, তাই এটাকে সে মানে—আমাদের দেশে বিয়ে এই প্রয়োজনকে মানে, প্রণয়কে সে অস্বীকার করে, কিন্তু আপনাদের বিয়েতেও গৌরব করবার কিছু নেই?"

মিঃ কুপার বিস্মিত দৃষ্টিতে দীপ্তিকে দেখিয়া লইলেন। তাহার মনে সংশয়, দ্বিধা, অবিশ্বাস, অপ্রত্যয় প্রভৃতি ভাবধারা একে একে খেলিয়া গেল।

মিঃ কুপার অবশেষে বলিলেন—"বল কি মা, খৃষ্টান বিবাহ একনিষ্ঠ মিলন—তার চেয়ে মহত্তম জিনিষ পৃথিবীতে কি কিছু আছে?"

দীপ্তি কৌতুক অনুভব করিল। এই মিশনারী দম্পতীকে সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছিল না, তাই অশিষ্ট রূঢ়তায় সে উত্তর দিল—"তার উত্তর আপনাদের দেশের চিন্তাশীল লেখকেরাই দিয়েছেন।"

মিসেস কুপার বলিলেন—"সেই সব উগ্র লেখকের লেখা পড়ে য়ুরোপ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করা উচিত নয়।"

অপূর্ব্ব বলিল—"কিন্তু কি বলতে চান তাই সুস্পষ্ট করে বলুন, য়ুরোপ আমাদের অজানা নয়, আপনাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমার সুগভীর অভিজ্ঞতা আছে।"

মিসেস কুপার মনে করেন নাই, ধুতি চাদর পরিহিত সঙ্গীটি য়ুরোপ-প্রত্যাগত। বুঝিলেন কঠিন ঠাঁই, তাই বাদানুবাদে অগ্রসর হইয়া শ্রেয় মনে না করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন—"আপনারা দুজন পরস্পর আত্মীয়?"

দীপ্তি এক নিঃশ্বাসে উত্তর দিল—"না, উনি আমার সহযাত্রী—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"আপনার দুঃসাহস যথেষ্ট—"

দীপ্তি সগর্ব্বে কহিল—"কিন্তু এত দুঃসাহস নয়, এ শুধু নর ও নারীর সমান চলবার অধিকার—"

মিঃ কুপার চোখ হইতে চশমা খুলিলেন, চশমা মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আমি তর্ক করছিনে—আপনাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন তীব্র স্বাধীন ভাব দেখিনি—"

বৃদ্ধের কথা ধীর ও সংযত, তাহাতে ক্রোধ বা অভিমান করিবার কিছু নেই। অপূর্ব্ব বলিল—"মিস চৌধুরী সুশিক্ষিতা—ওর মত দুঃসাহসী মেয়ে আমাদের দেশে অনেক রয়েছে—"

মিসেস কুপার কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি—"কিন্তু একি ভাল হবে—ভারতবর্ষ তার সনাতন আদর্শকে ছেড়ে কি ভাল করবে?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনি যা বল্লেন, দ্বন্দ্বই আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে—আমরা ভেবে পাই না কোন পথ আমাদের মুক্তির পথ—আমি বিলেত-ফেরত—আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ বাঁচবে তার চিরন্তন সংস্কৃতির সেবায়, আমার বন্ধু ঠিক উল্টা পথে চলেন

তিনি মনে করেন য়ুরোপ ও আমেরিকায় যা চলছে তার চেয়ে অগ্রসর বাণী আমাদের প্রয়োজন—এই তফাৎ আমাদের ক্ষতি করছে—"

অজ্ঞাতে মনোভাব আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। মিসেস কুপার বলেন—"এ আপনার ঠিক নয় মিস চৌধুরী—ধ্রুবকে ত্যাগ করে অধ্রুবের উপাসনা সুবুদ্ধি নয়—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"মা, মতটা বাষ্প, ওটা ধোঁয়া—ওর চাপ যেন প্রণয়ী-যুগলকে পৃথক না করে—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমিও বারংবার এই আবেদন জানাচ্ছি—"

মিঃ কুপার পুনরায় চশমা খুলিলেন—পুনরায় মুছিলেন, তারপর পুনরায় পরিয়া স্মিতদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"মতদ্বৈধতা মিলনের অন্তরায় নয়—"

মিসেস কুপার হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলিয়া মুখে রুজ মাখিয়া লইলেন, বৃদ্ধার অন্তরেও যৌবন বাঁচাইবার প্রেরণা কাজ করে। পরে স্বামীকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—"তাত নয়ই—স্বামী ও স্ত্রী দুটো শূন্য নয়, কিংবা বলা যায় স্ত্রী শূন্য নয়, স্বামীর পিছনে বসলেই নারীর সার্থকতা এ যুক্তি অচল—তাই বিভিন্নতা থাকলেও বিয়ে হচ্ছে আর বিয়েতে কারও ক্ষতি হচ্ছে না—"

অপূর্ব্ব বলিল—"আপনাদের দেশের companionate marriage সমর্থন করছেন কি ?"

মিঃ কুপার উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"না কখনই নয়, ওটা ত খৃষ্টান বিবাহ নয়—ওটা Prostitution."

মিসেস কুপারের মুখে ব্রীড়া ও বিরক্তি খেলিয়া গেল। মিঃ কুপার শান্ত হইয়া বলিলেন—"আমায় ক্ষমা করবেন—আমি সংযম হারিয়েছিলাম—"

সকলে খানিক চুপ করিয়া রহিল।

অবশেষে দীপ্তি বলিল—"আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাহত, আপনারা

সত্যকে সম্যক দেখতে পারেন না—তাই আপনারা অবিচার করেন; আমার মনে হয়, companionate marriage বৈজ্ঞানিক হিসাবে খুব চমৎকার আবিষ্কার—নর ও নারী যে চিরদিন পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও প্রীতি বজায় রাখতে পারবে—এ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, সেখানে স্বেচ্ছায় বিবাহ-ভঙ্গ খুব ভাল কথা—"

কুপার গৃহিনী অবাক হইয়া এই নব্যা তরুণীর কথা শুনিতে ছিলেন বলিলেন—"তুমি অত্যাধুনিক, তোমায় আমরাও সহ্য করতে পারব না—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"এ তোমার আলেয়া ভ্রম, আমি জানি ভারতবর্ষের নারী এ আদর্শ মানতে পারবে না—সতী ও সাবিত্রীর সংস্কার তোমাদের রক্তে রক্তে—"

অপূর্ব্ব ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়া উঠিল, কহিল—"আপনি ঠিক বলেছেন—আমি জানি মিস চৌধুরী যা বলছেন সেটা ওর মুখের বুলি, অন্তরে উনি স্বদেশের ভাবধারা অনুভব করেন—"

দীপ্তি বলিল—"আমি বার বার সেই কথাই বলছি—যে তা নয়,—এটা আমার বহিরঙ্গ জল্পনা নয়, এ আমার অন্তরঙ্গ কল্পনা—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"মা, মানুষ আপনাকে সত্য করে জানে না—তাই আত্মম্ভরী হয়ে আত্মবঞ্চনা করো না—বিধাতার যে শুভ ইঙ্গিত জীবন যাত্রার পথে এলো; তাকে তুমি মা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করো—"

অপূর্ব্ব আনন্দে মসগুল হইয়া উঠিল, বলিল—"আপনি বয়োবৃদ্ধ, আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের মিলনকে জয়যুক্ত করুক, তুমি আপত্তি করো না দীপ্তি!"

মিসেস কুপার বলিলেন—"তোমার নামটি চমৎকার—দীপ্তি কথার মানে কি?"

মিঃ কুপার বলিলেন—"আলো—"

কুপার গৃহিণী আনন্দ উচ্ছল ভাবায় বলিলেন—"বা নামটি সদর্থযুক্ত, তুমি হও আমাদের বন্ধুর সংসারে আলো—"

দীপ্তি কহিল—"কিন্তু এটা অস্বাভাবিক !"

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল—"কি ?"

"চলার পথে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে—তারা হয় ভুল করছে, নয় ভুল বলছে—কিন্তু দশজনের ভুলই পরমার্থ নয়।"

অপূর্ব্ব সাগ্রহে বলিল—"এটা বিধাতার ইঙ্গিত—"

মিঃ কুপার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তুমি আর আপত্তি জানিও না মা, আমি দেখছি তাঁর কল্যাণহস্ত—তাঁর প্রসাদের মাল্য তোমাদের গলে—তোমরা মিলিত হও, হয়ে প্রভুর ধর্ম্মের ছায়াতলে সমবেত হও—ভারতবর্ষ মরেছে কারণ তার ধর্ম্ম গেছে মরে—খৃষ্টের প্রেমের করুণার বাণী তোমাদের জীবনের সঞ্চয় হোক—তোমাদের পাথেয় হোক—"

কুপার গৃহিণীও যোগ দিলেন, বলিলেন—"ভারতবর্ষের মিলন-তীর্থে নানা জাতি এসেছে—নানা ধর্ম্ম মিলেছে, কিন্তু তারা সব বিকৃত, তাই ভারতবর্ষ জগতে পারিয়া—ভারতবর্ষ খৃষ্টকে মানুক—তখন সভ্য জগতে তার আসন চিরস্থায়ী হবে—"

অপূর্ব্ব রাগিয়া উঠিল, বলিল,—"কিন্তু অস্থানে আপনারা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন—"

"অস্থান, কুস্থান জানি না, আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর কার্য্য সম্পাদন আমাদের জীবনের একান্ত কাম্য—"

অপূর্ব্ব ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—"ভারতবর্ষে আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই—আমাদের শস্যশ্যামল জন্মভূমির আনাচে কানাচে ফোটে সুরভি ফুল, এর আনাচে কানাচে জাগে সত্যদ্রষ্টা ঋষি—সেই সব সাধুদের সাধনের মধুধারা আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে—"

মিঃ কুপার বলিলেন—"আপনার স্বাদেশিকতাকে ধন্যবাদ দেই,

কিন্তু স্বাদেশিকতা হয়ত আপনাকে অন্ধ করেছে—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আপনি খৃষ্টের বাণীকে গভীর শ্রদ্ধা করেন—"

দীপ্তি বলিল—"আপনার আশীর্ব্বাদকে আমরা শ্রদ্ধা করব—কিন্তু এ অপ্রিয় আলোচনা এইখানে সমাপ্ত হোক—"

অপূর্ব্ব আনন্দবিভাত মুখে দীপ্তির দিকে চাহিল। দীপ্তির মুখে নূতন মাধুরী—কেহ কথা কহিল না।

কুপার দম্পতী খানিক চোখ বুজিলেন, অপূর্ব্ব ও দীপ্তি ক্লান্তির আলস্যে চোখ বুজিল।

খানিক পরে কুলিরা হাঁকিল,—"পাহাড়তলী, পাহাড়তলী—"

কুপার দম্পতী উঠিলেন—দেখিলেন অপূর্ব্ব ও দীপ্তি ঘুমাইয়া আছে, তাই তাহাদের না জাগাইয়া নামিয়া গেলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

ভোরের আলো ফুটিয়াছে।

ক্লান্ত এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

অপূর্ব্ব চোখ মুছিল, বলিল—"দীপ্তি, এত স্বপ্ন নয়।"

দীপ্তি বাথরুমে গিয়াছিল, তাহার প্রোজ্জ্বল ভাস্বর রূপে নূতন দীপ্তি জাগিয়াছিল। সে কহিল—"কি স্বপ্ন দেখছিলেন?"

"তুমি তা জান দীপ্তি।"

"আমি ত গণক নই।"

"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে, অতএব একবার মুক্তকণ্ঠে বল, তুমি আমায় ভালবাস—"

দীপ্তি কৌতুক অনুভব করিল, কহিল—"হিন্দু বিয়ে ত ভালবাসার নয়—"

অপূর্ব্ব ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়। অবাক হইয়া যায়।

দীপ্তি আদেশ করে, বলে—"যান হাত মুখ ধুয়ে আসুন।"

অপূর্ব্ব আদেশ পালন করে।

দীপ্তি মালপত্র গোছাইয়া নেয়। অসময়ে ট্রেন আসিয়াছে, তাই লোকের ভিড় নাই। কয়েকজন কুলি আসিয়াছিল, দীপ্তি তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিল।

অপূর্ব্ব হাত মুখ ধুইয়া তোয়ালে কাঁধে প্রবেশ করিয়া বলিল—"কিন্তু আর ত রহস্যের সময় নেই?"

দীপ্তি বলিল—"তা ঠিক, বাথরুমে সাবানের কেস ফেলে গেলে ভাবী নববধূর কাছে অপ্রস্তুত হবেন।"

"ওহ বড্ড ভুল হয়ে গেছে—" অপূর্ব্ব বাথরুমে ঢুকিয়া সাবান আনিয়া দিল। দেখিল দীপ্তি সমস্ত গুছাইয়া ঠিক করিয়াছে।

অপূর্ব্ব আনন্দের আতিশয্যে বলিল—"ধন্যবাদ, মিস চৌধুরী—"

দীপ্তি বলিল—"অনেকবার নাম ধরে ডেকেছেন—আর কয়বার ডাকলে ক্ষতি কি?"

অপূর্ব্ব বলিল—"আমি তোমায় বুঝতে পারি না দীপ্তি—তুমি চির রহস্যময়ী—

দীপ্তি বলিল—"আপনার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ত মুখস্থই আছে—"

"তা আছে—

A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle and waylay."

কিন্তু এই কি তোমার শেষ পরিচয়?"

দীপ্তি হাসিল, বলিল—"তা কেন, শেষের মাঝে অশেষ আছে—"

কুলিরা হাঁকে,—"মা মাল নামাব—"

অপূর্ব্ব রাগে বলে—"ভাগো হিঁয়াসে।"

কুলীরা বোঝে—মায়ের সাথে বাবুর কলহ হইয়াছে। সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া যায়।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করে—"তোমার কি উত্তর ?"

"একমেবাদ্বিতীয়ম্!"

"তার মানে ?"

"মানে অতি সহজ, একই উত্তর—"

"সে কি ?"

"আমি আপনার সহযাত্রী—"

অপূর্ব্ব রাগ করিয়া বসিয়া পড়ে।

দীপ্তি বলে—"যাবেন না ?"

অপূর্ব্ব কথা কহে না।

"কিন্তু এ আপনার মিথ্যা রাগ, আপনি চলেছেন কনে দেখতে, পথে সহযাত্রী কুমারীর সঙ্গে প্রণয়াভিসার না যুক্তিযুক্ত, না শোভন।"

"তুমি অনন্যা।"

অপূর্ব্বের কথায় ঝাঁঝ।

দীপ্তি উত্তর দেয় না, হাসে।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করে—"হাসছ যে ?"

"কাঁদতে বলেন ?"

"তা বলি, যদি কাঁদতে পারতে, তবে তোমার দর্প গলত, তুমি যে অহঙ্কারের চূড়ায় বসে অপরকে কৃপার চক্ষে দেখছ, সেটা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'ত।"

দীপ্তি উত্তর দেয় না।"

গাড়োয়ান আসে, বলে—"বাবু গাড়ী চাই ?"

ট্যাক্সিওয়ালা হাঁকে—"বাবু ট্যাক্সি।"

অপূর্ব্ব বলে—"এই ট্যাক্সি—"

ট্যাক্সিওয়ালা বলে—"হুজুর।"

তোমার গাড়ী রাখ—"আমরা আসছি।"

দীপ্তি বলিল—"আমরা মানে, আপনার ও আমার গন্তব্যপথ ত এক নয়।"

অপূর্ব্ব হাত ছুঁড়িয়া বলে—"এক হউক, এক হউক হে ভগবান্!"

"অসম্ভবকে সম্ভব করা চলে না—যাক যে প্রশ্ন করা হয় নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কোথায় যাবেন?"

অপূর্ব্ব হতাশ দৃষ্টিতে বলিল—"আমি ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের ওখানে যাব।"

দীপ্তি বলিল—"ব্যারিষ্টার সেন, তিনি ত আমার মামা!"

অপুর্ব্ব বলিল—"তোমার মামা।"

দীপ্তি অম্লান বদনে বলিল—"হাঁ।"

"কি আশ্চর্য্য তাহলে ত আমি তোমাকেই দেখতে চলেছিলাম।"

দীপ্তি তবু ভাবলেশহীন।

অপূর্ব্ব অবাক হইয়া যায়, বলে—"তাইত সকলের মুখে বিধাতা ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন, তোমায় তাহলে বলতে পারি—"

"না না অত্যুক্তি এখন করবেন না।"

অপূর্ব্ব মাছের মত বড়শীর ফাতনায় খেলে, কিছুই বুঝিতে পারে না।

"আপত্তি কিসের?"

"বিবাহ ত একপক্ষ ব্যাপার নয়, আমার রুচি ও অভিরুচি বলে একটা জিনিষ আছে ত?"

"তার মানে তুমি আমায় অপছন্দ করেছ?"

দীপ্তির চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

"যদি বলি অপছন্দ করেছি।"

"তাহলে আর অপমান হতে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, ওয়েটিং-রুমে বিশ্রাম করে রাতের গাড়ীতেই ফিরব।"

"কিন্তু এত মান ও অপমানের কথা নয়, আপনি মামার অতিথি, আপনাকে ওয়েটিং রুমে ফেলে যাওয়া আমার চলবে না—মামার সোফার শীঘ্রই আসবে, আপনাকে যেতে হবে।"

অপূর্ব্ব রাগে, বলে—"আমি হেঁয়ালি বুঝি না, আমি আনাড়ি, আমায় বল কিভাবে যেতে হবে।

"তার জন্য দর্শন আলোচনায় প্রয়োজন নেই, আপনি নিরাপদে বসে যাবেন।"

"নিরাপদে বটে, কিন্তু গভীর দুশ্চিন্তায়।"

"দুশ্চিন্তা কিসের, বাংলা দেশের কন্যাদায় শেষ হয় নি।"

"তুমি—"

অপূর্ব্ব কথা বলিতে গিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে থামিয়া গেল।

এমন সময় সেনের সোফার আসিল, নাম তার শেখর, ভদ্রসন্তান দীপ্তিকে দেখিয়া বলিল—"বা, দিদিমণি আপনি এসেছেন, কিন্তু এত দেরীতে এসেছেন যে বাড়ীর সবাই অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আছে।"

দীপ্তি সে কথায় উত্তর দিল না।

শেখর বলিন—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, দিদিমণি—এ গাড়ীতে মিঃ রায় বলে একজন ভদ্রলোক আসবেন, তাকে খোঁজ করতে হবে।"

দীপ্তি সহজ কণ্ঠে বলিল—"তাকে খোঁজ করতে হবে না, তিনি এই গাড়ীতেই আছেন।"

শেখর বলিল—"আপনারা এগোন, আমি জিনিষপত্র নিয়ে আসছি।"

চলিতে চলিতে দীপ্তিকে একান্তে পাইয়া অপূর্ব্ব বলিল—"আমি বিস্ময়ে ভাবছি বিধাতার একি চক্রান্ত।"

দীপ্তি সহজ কণ্ঠে বলিল—"এতে ভাবালুতা কেন, এ মাত্র কাকতালীয় সংঘটন।"

অপূর্ব্ব বলিল—"না কাকতালীয় ন্যায় এ নয়, এটা ভগবানের স্নেহাশীর্ব্বাদ, আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।"

দীপ্তি বলিল—"তাহলে চুক্তি করলেন ?"

অপূর্ব্ব বলিল—"কি ?"

দীপ্তি বলিল—"আমি জীবনের রথে শুধু এমনই সহযাত্রিণী রব—চলব আমার পথে, ভাবব আমার মনে, দেখব আমার চোখে।"

"কিন্তু সে কি সম্ভব হবে ? প্রেমের সমুদ্র তীরে বুভুক্ষু হয়ে বসে রইব, একি আমি পারব ?"

"সে আপনি ভাববেন—আমার ব্যক্তিত্বকে আমি বিসর্জ্জন দিতে পারব না।"

অপূর্ব্ব খানিক চুপ করিয়া রহিল। চলিতে চলিতে থামের আড়াল পড়িল—সেখানে সে আবেগে দীপ্তির ডান হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"তবে এই দুর্জ্জয় সাধনা হোক আমার জীবনের কাম্য—দিনে দিনে আমি তোমায় জয় করব।"

দীপ্তির মনেও হয়ত ক্ষণিক আবেগ জাগিল, সে হাসিয়া বলিল—"হয়ত আপনি জিতবেন।"

"আর কিছু শুনতে চাইনে, দীপ্তি, তোমার এই আশ্বাস আমার যাত্রাপথের পাথেয় হবে—আমি ভালবাসায় তোমায় সহধর্ম্মিণী করে নেব—তুমি হবে আমার কর্ম্মের শক্তি, আমার মর্ম্মের কবিতা।"

দীপ্তি সংযত কণ্ঠে কহিল—"কিন্তু এস্থান কাব্যালোচনার নয়।" দ্রুতপদে চলিয়া তাহারা মোটরে উঠিয়া বসিল।

অপূর্ব্ব বলিল—"তুমি কি আমায় ভালবাসনা দীপ্তি ?"

"হয়ত বাসি, হয়ত বাসি না, কিন্তু সে কথা কেন, আমি শুধু হব সহযাত্রিণী।"

"না, না সে হতে পারবে না, তুমি হবে আমার সহমর্ম্মিণী—আমার সহধর্ম্মিণী।"

প্রভাতের রবির কিরণ প্রথম পুলকে গাড়ীকে আলিঙ্গন করে। দীপ্তির চিত্ত কিরণের মত স্বচ্ছ ও শুভ্র, সে নিরুদ্বেগ সারল্যে উত্তর দেয়—"ভবিষ্যৎ আমরা কেউ দেখতে পাইনে।"

অপূর্ব্ব রোমান্টিক হইয়া ওঠে, বলে—"না পাই ক্ষতি নেই, পাই না বলেই তাকে রূপে রূপায়িত করতে পারি—তাকে রসে রসাল করতে পারি—আমি দেখছি সেই আনন্দ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, যখন তুমি রবে আমার পাশে, ছায়ার পাশে আলোর মতন, সান্ধ্যগগনে শুকতারার মতন, ফুলে সুরভির মতন।"

দীপ্তি তাহাকে থামাইয়া বলে—"হয়েছে কবি, এস্থান তোমার প্রশস্তি পাঠের সময় নয়—কাল ও দেশকে অবজ্ঞা করো না।"

অলক্ষিতে আপনি তুমিতে পরিণত হইল। দীপ্তির সেই সহজ আন্তরিকতা অপূর্ব্বকে পুলকিত করিয়া তুলিল। সে ভাবাবেগে বলিল—"শুনরে, তোমায় শুনতে হবে—আমি তোমার জন্য রচব গীতিমালা, তুমি হবে আমার হৃদয়-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—আমার একান্ত প্রিয়তমা প্রেয়সী।

দীপ্তি বলিল—"চুপ করো, শেখর আসছে। আজ প্রেয়সী নই—আজ শুধু সহযাত্রিণী।"

শেষ